CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 1 February, 2021 ■ আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ইং ■ ১৭ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রবিবার গোটা রাজ্যে পালস পোলিও কর্মসূচি পালিত হয়েছে। আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

কঠিন পরিস্থিতিতে আজ সংসদে বাজেট পেশ প্রত্যাশায় মধ্যবিত্ত ভারত

নয়াদিল্লী, ৩১ জানুয়ারি।। সোমবার কেন্দ্রীয় বাজেট। তার আগে একাধিক বিষয় নিয়ে চিন্তায় আম আদমি। করোনা পরিস্থিতিতে দেশের আর্থিক অবক্ষয় থেকে লকডাউনে পকেটে টান, সব মিলিয়ে খুব একটা স্বস্তিতে নেই মধ্যবিত্ত ভারত। ফলে এবারের বাজেট থেকে প্রত্যাশা বেশ বেশি।

করোনা পরিস্থিতির জেরে দেশের অর্থনৈতিক বেহাল দশা। এই অর্থনৈতিক সংকট কাটাতে রিজার্ভ ব্যাংক এবং কেন্দ্রীয় সরকার যে সব পদক্ষেপগুলি নিয়েছে সেগুলিকে মূলত দেশের সরবরাহ ব্যবস্থার দিকে নজর দিয়েছে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদদের একাংশ। এরফলে শেষমেশ তেমন ভাবে চাহিদা তৈরি করা যায়নি। ফলে আসন্ন বাজেটে বরং চাহিদার দিকে নজর ঘোরনোটা দরকার বলে মনে করেছেন কেউ কেউ। এদিকে, বেশ কয়েকটি অর্থনৈতিক রিপোর্ট দাবি করছে হয়তো এই বছরই হয়তো করোনা ভাইরাস সেস বসাতে পারে কেন্দ্র।

করোনা মোকাবিলায় দেশের আর্থিক পরিস্থিতি খুব একটা স্বস্তিদায়ক জায়গায় নেই। তাই যে অতিরিক্ত খরচের বোঝা কেন্দ্রের মোদী সরকারের ওপরে পড়েছে, তার মোকাবিলা করতেই বসানো হতে পারে কোভিড ১৯ সেস বা ভ্যাকসিন সেস। বলা হচ্ছে মূলত উচ্চ আয়ের ব্যক্তিদের ওপরেই এই সেস বসবে। তবে এটা ওয়ান টাইম সেস বা এক বারই দেয় কর বলে জানানো হয়েছে।

এবারের বাজেটে একাধিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসতে পারে। তার মধ্যে অন্যতম এই ভ্যাকসিন সেস বলেই খবর। বিশেষজ্ঞরা বলছেন এবার কেন্দ্রকে চাহিদা বাড়ানোর দিকে জোর দিতে হবে, শুধুমাত্র জোগানের ব্যবস্থা করে বৃদ্ধি করা যাবে না। কারণ হল যদি সরবরাহ ঠিক রাখতে হবে ভেবে সংস্থাগুলি উৎপাদন বাড়ায় অথচ ক্রেতারা তখন তা কিনতে না এগিয়ে আসে তাহলে অচিরেই উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি উৎসাহ হারাবে। শেষমেশ অর্থনীতি ধাক্কা খাবে। আর তারইজন্য পরিকাঠামো ক্ষেত্রে খরচ করা দরকার এবং দরকার হবে রিয়েল এস্টেট ক্ষুদ্র ও ছোট মাঝারি শিল্পগুলিকে নানা রকম সহায়তা করার।

কঠিন পরিস্থিতিতে ২০২১-২২ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করতে চলেছে কেন্দ্র। কর্মসংস্থান নেই, অনেকে চাকরি হারিয়েছেন, বেতন কাটা হয়েছে। তাই চাপ রয়েছে কেন্দ্রের ওপরে। এর জেরে হয়ত কিছুটা হলেও কর ছাড় দিতে পারে কেন্দ্র। তবে উচ্চ আয়করের আওতায় আসেন এমন করদাতাদের উপরেই এই কোভিড সেস বসানো হতে পারে। এ ছাড়া কিছু পরোক্ষ বা ইনডিরেক্ট সেসও বসানো হতে পারে। নির্দিষ্ট একটি টার্নওভার থাকলে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গুলিকেও এই সেস দিতে হবে।

পশ্চিম জেলায় লোকআদলতে শুনানির জন্য উঠে চার হাজার মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। পশ্চিম জেলা আইনসভা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে রবিবার আগরতলায় জেলা ও দায়রা জজ আদালতের সামনে লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়। মোট আটটি কোর্টে ৪০০০ মামলা শুনানির জন্য উঠে। মোটর ভেহিকেল সংক্রান্ত এইসব মামলা নিষ্পত্তির জন্য লোক আদালতে তোলা হয়।

এদিন বেশির ভাগ মামলাই নিষ্পত্তি হয়েছে। পশ্চিম জেলা আইনসভা কর্তৃপক্ষের জেলা সচিব সৌরভ সাহা জানিয়েছেন প্রতিবছর চারবার এ ধরনের লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়।এ ধরনের লোক আদালতের মধ্য দিয়ে বকেয়া মামলার নিষ্পত্তি করা সহজ উপায় বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। সে কারণেই সারা দেশজড়ে এ ধরনের লোক আদালত সংগঠিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।আমাদের রাজ্যে এধরনের লোক আদালত সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে বকেয়া মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে। আগামী দিনেও এ ধরনের তৎপরতা অব্যাহত থাকবে বলে জেলা সচিব সৌরভ সাহা জানিয়েছেন।

আগরতলায় আয়োজিত লোক আদালত কে কেন্দ্র করে বকেয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের গণঅবস্থানে বসার সিদ্ধান্ত নিল ১০৩২৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। ১০,৩২৩ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংগঠনের নেতা প্রণব দেব জানান, এই আন্দোলন থেমে থাকবে না। আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আবারও পুলিশের কাছে ১ ফেব্রুয়ারি থেকে গনঅবস্থানের অনুমোদন চাওয়া হয়েছে। আর যদি অনুমোদন না দেওয়া হয় তাহলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

সেদিনের আন্দোলন ছিল শুধু শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। তবে পুলিশের পোশাক পরানোর নেম প্লেট ছাড়া কিছু সমাজদ্রোহী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে ঢিল ছুড়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করেছিল বলে জানান জে এম সি কমল দেব। আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। আন্দোলন থেকে এক ইঞ্চি সরবেনা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তাই আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে প্যারাডাইস চৌমুহনীতে পুনরায় গনঅবস্থান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

এদিকে, সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান ১০৩২৩ এর আন্দোলন নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। শনিবার সন্ধ্যায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাচারের জন্য মজুত বিস্তর নেশা সামগ্রী সহ গ্রেপ্তার ছয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। আগরতলা রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকার একটি বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছে আমতলী থানার পুলিশ।জানা যায় আমতলী থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকার একটি বাড়িতে হানা দেয়। ওই বাড়িতে হানা দিয়ে তারা পাঁচটি বেগে শুকনো গাঁজা পান। ওই বাড়ির মালিকের কাছ থেকে পুলিশ জানতে পারে বিহারের কিছু লোকজন ওই বাড়িতে থাকতো। তারাই ব্যাগগুলি এখানে রেখেছে। আরএনএ করে তারা বিহারে চলে যাওয়ার কথা ছিল।

সেই সূত্র ধরে আমতলী থানার পুলিশ সিভিল ড্রেসে রেলস্টেশন এলাকায় নজরদারি শুরু করে। সে অনুযায়ী রেলস্টেশন থেকে সন্দেহভাজন ছয়জনকে আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ।জিজ্ঞাসাবাদে তারা গাজার বেগ রেলস্টেশন সংলগ্ন একটি বাড়িতে রাখার কথা স্বীকার করে। সে অনুযায়ী তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। উদ্ধার করা গাজার পরিমান ২১ কেজি ৮০০ গ্রাম। আনুমানিক বাজার মূল্য পাঁচ লক্ষাধিক টাকা। পুলিশ এ ব্যাপারে আটক ৬ যুবকের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্মার্ট সিটি প্রকল্পে পার্ক ঘুরে দেখলেন জেলা শাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ড শৈলেশ কুমার যাদব রবিবার জগন্নাথ বাড়ি সংলগ্ন নির্মীয়মান পার্কটি পরিদর্শন করেছেন। জগন্নাথ বাড়ি সংলগ্ন পার্কটি আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পে উন্নত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরেই পার্কটির নির্মাণকজ চলছে। এখনো পর্যন্ত নির্মাণ কাজ শেষ হয়নি। কাজ চলেছে অনেকটাই ধীরগতিতে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে নির্মাণকাজ পুরোপুরি বন্ধ ছিল। সরকারি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় পতাকার অবমাননা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি (হি. স.)।। বছরের প্রথম 'মন কি বাতে' জাতীয় পতাকার অবমাননা নিয়েও দুঃখ প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মন কি বাতে তিনি বলেন "লালকেল্লার ঘটনায় স্তম্ভিত গোটা দেশ।"

এদিন মন কি বাত অনুষ্ঠানে দিল্লির লাল কেল্লায় জাতীয় পতাকার অবমাননার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত ২৬ জানুয়ারি কৃষকদের ট্রাক্টর মিছিলের জেরে তীব্র অশান্তি ছড়ায় দিল্লিতে। একদল আন্দোলনরত কৃষক দিল্লির লাল কেল্লায় গিয়ে নিজেদের সংগঠনের পতাকা লাগিয়ে দেয়। যার জেরে তীব্র ক্ষোভ দেখা যায় দেশবাসীর মনে। এছাড়াও করোনার সঙ্গে লড়াইয়ে ভারতের ভূমিকা নিয়ে মোদি জানান, আমরা গোটা বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ ভ্যাকসিন দাতাই শুধু নন, ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারকও। মাত্র ১৫ দিনে ভারতে ৩০ লক্ষ করোনা যোদ্ধাদের প্রতিষেধক দেওয়া হয়েছে।এদিন মোদী উল্লেখ করেন দেশের মেয়েদের সাফল্যের কথাও। বিশ্বের সবথেকে কঠিন ও সবচেয়ে দীর্ঘ আকাশপথ পাড়ি দিয়ে ইতিহাস তৈরি করেন এয়ার ইন্ডিয়ার মহিলা পাইলট টিম। সান ফ্রান্সিসকো থেকে ১৬ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দেন তাঁরা।

এদিন এই টিমের কথা উল্লেখ করেন মোদী। তিনি বলেন দেশের সেনা, বায়ুসেনা ও নৌবাহিনীতে থাকা প্রত্যেক মহিলা জওয়ানের জন্য দেশ গর্বিত। আমি দেশের প্রত্যেক নাগরিক বিশেষ করে যুবসমাজের কাছে আবেদন জানাচ্ছি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কে লেখালেখি শুরু করুন। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা কীভাবে সাধারণ মানুষদের সঙ্গে মিশত, আলাপ আলোচনা করত জানুন।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আপনারা সকলেই লক্ষ করেছেন ভারত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যব্যাপী পালস পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচির সূচনা হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। গোটা রাজ্যের সাথে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক পালস পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচির আজ সূচনা হয় আগরতলা পুর নিগমের ৩৬নং ওয়ার্ডে। এই ওয়ার্ডের স্বামী বিবেকানন্দ কমিউনিটি হলে স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে জেলাভিত্তিক পালস পোলিও টিকাকরণের সূচনা করেন বিধায়ক মিমি মজমদার।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিবার কল্যাণ ও রোগপ্রতিরোধ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা ও সদর মহকুমা শাসক অসীম সাহা। অনুষ্ঠানে বিধায়ক মিমি মজমদার সাংবাদিকদের জানান, ২০১৪ সালে ভারত পোলিও মুক্ত দেশ ঘোষিত হলেও পৃথিবী থেকে এই রোগ নির্মূল হয়নি। পোলিও যাতে আমাদের মধ্যে সংক্রমিত না হতে পারে সেই লক্ষ্যেই ০-৫ বছরের শিশুদের পালস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রায় পনের লক্ষ টাকার ইয়াবা সহ আটক পাথারকান্দির যুবকের ঠাঁই ধর্মনগর জেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। অবশেষে উত্তর ত্রিপুরার সদর ধর্মনগরের জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার নেশার ট্যাবলেট ইয়াবা সহ গ্রেফতার পাথারকান্দির ড্রাগস পাচারকারী রুফুল আহমেদকে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গতকাল উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ বাহিনী প্রেমতলা বাজার সংলগ্ন উত্তর ফুলবাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়েছিল। ওই অভিযানে প্রায় পনেরো লক্ষ টাকা মূল্যের তিন হাজার ইয়াবা ট্যারবলেট সহ এক নেশাদ্রব্য পাচারকারীকে আটক করা হয়। ধর্মনগর থানার ওসি জয়ন্ত দাস এই খবর দিয়ে জানান, ধৃত নেশা কারবারি বছর ২৫-এর রুফুল আহমেদের বাড়ি পাথারকান্দি (অসমের করিমগঞ্জ জেলা) থানার অন্তর্গত টিলাবাড়ি গ্রামে। তার বাবার নাম ময়নুল হক।

ওসি জানান, জেরায় প্রদত্ত স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ধৃত রুফুল আহমেদের বিরুদ্ধে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস)-এর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। আজ তাকে ধর্মনগরের সিজিএম আদালতে পেশ করা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মেয়ের অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে বাবা কুপিয়ে হাসপাতালে পাঠাল ঝা, ভাসুর সহ চারজনকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৩১ জানুয়ারি।। মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে পিতার গুন্ডাগিরি। লাঠি ও ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত মেয়ের ভাসুর, ঝা সহ অপর দুজন। আহতরা হলেন ইব্রাহিম আলী, স্বপ্না বেগম, সুলতানা বেগম চৌধুরী ও তাহির আলী। কদমতলা থানায় মামলা রুজু। অভিযুক্ত সিরাজ উদ্দিন পালাতক। ঘটনা কদমতলা থানাধীন উত্তর হুরুয়া এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন কালাগাঙ্গের পার গ্রাম পঞ্চায়েতের সিরাজ উদ্দিন পিতা মৃত মুছন আলীর মেয়ে ইমরানা বেগমকে ইসলামিক রীতিনীতি মেনে একই থানা এলাকার কালাছড়া ব্লকাধীন উত্তর হুরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুলতান আলী পিতা ফাতির আলীর সাথে বিয়ে দেন। বিয়ের পর থেকে ইমরানার পিতা অর্থাৎ সিরাজ উদ্দিন মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে মেয়ের অন্যায় আবদারের পক্ষ নিয়ে পরিবারের অন্যান্যদের গালিগালাজ ও মারপিটের হুমকি দেন। তা নিয়ে বেশ কয়েকবার উত্তর হুরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে স্তরে সালিশি সভাও বসে। কিন্তু সিরাজ উদ্দিন তা না মেনে উপরন্তু মেয়েকে প্রশ্রয় দিয়ে মেয়ের পরিবারের ভাসুর ও ঝা-কে গালিগালাজ ও মারপিটের হুমকি দিতে থাকে। অনুরূপ আজ সকাল আনুমানিক দশটা নাগাদ গৃহবধু ইমরানার পিতা সিরাজ উদ্দিন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গণতন্ত্রের মূল চালিকাশক্তি হল সংবাদ মাধ্যম ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। গণতন্ত্রের মূল চালিকাশক্তি হল সংবাদ মাধ্যম। সুস্থ সাংবাদিকতা এবং অনুশাসন এই দুয়ের সমন্বয়েই একটি শক্তিশালী গণতন্ত্র ও উন্নত রাজ্য গড়ে উঠা সম্ভব। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউইয়নের রাজ্য সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজনীতি ও সংবাদ মাধ্যমের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। সরকারের যেমন দায়িত্ব রয়েছে জনগণের প্রতি তেমনি সাংবাদিকদেরও দায়িত্ব রয়েছে সংবাদ পরিবেশনের পূর্বে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে সংবাদ প্রকাশ করা। কোন প্রকার বিভ্রান্তমূলক সংবাদে জনগণ যাতে বিভ্রান্ত না হন সেদিকে সর্বদা দায়িত্বশীল থেকে সংবাদ পরিবেশনের উপর মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন। ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতিতে জীবনের ঝঁকি নিয়ে রাজ্যের সাংবাদিকগণ যেভাবে সংবাদ পরিবেশন করেছেন এবং জনগণকে সচেতন করেছেন তা প্রশংসনীয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচির বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে বলেন, সরকার ত্রিপুরাকে একটি সমৃদ্ধ রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে।

মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে ও ত্রিপুরাকে আত্মনির্ভর রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে বহুমুখী কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে উৎপাদিত সামগ্রী দেশ বিদেশে বাজারজাত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরফলে এখন দেশ বিদেশের মানুষ ত্রিপুরার নাম জানতে পারছে। বাঁশের বোতল, বাঁশ কুরুল থেকে তৈরি বিস্কুট, ক্যইন প্রজাতির আনারসের বাজারজাতকরণের মাধ্যমে আজ ত্রিপুরা দেশ বিদেশে পরিচিতি পেয়েছে। রাজ্যের যুবসমাজের মধ্যে আত্মনির্ভর হওয়ার মানসিকতা গড়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবের পর আলোচনায় রাজি কৃষক মোর্চা

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.)।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রস্তাবের পরই সুর নরম করল কৃষক সংগঠনের সংযুক্ত মোর্চা। কৃষি আইন নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনায় রাজি কৃষকরাও। শনিবার ৪০টি কৃষক সংগঠনের যৌথ মঞ্চ সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "কৃষকরা এতদূর থেকে দিল্লিতে সরকারের দ্বারে এসেছে শুধু নিজেদের নির্বাচিত সরকারকে নিজেদের সমস্যার কথা জানাতে। সুতরাং কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা না করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।"

শনিবার সর্বদল বৈঠকে কৃষি আইন ইস্যু নিয়ে বিরোধীদের আশ্বস্ত করার সবরকম প্রচেষ্টা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জানিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ১১৪ ◻ ১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ইং ◻ ১৮ মাঘ ◻ সোমবার ◻ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

জন্মিলে মরিতে হইবে

জন্মিলে মরিতে হইবে ইহা নিয়া কোন দ্বিধা নাই। জন্ম-মৃত্যু বিধির বিধান। ইহা অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। মানুষ বিশ্বকে জয় করিবার জন্য নানা প্রয়াস আদি অনন্ত কাল হইতে শুরু করিয়াছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কাকারকে কাজে লাগাইয়া মানুষ বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু মৃত্যু রোধ পরিবার ক্ষমতা হয় নাই। নানা ব্যাধিতে আক্রান্তত হইয়া মানুষ মৃত্যুর কোলে ধাবিত হইতে বাধ্য হইতেছে। বর্তমানে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ গোটা বিশ্বকে তছনছ করিয়া দিয়াছে। এই ভয়ঙ্কর প্রবণতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য জীবন বাজি রাখিয়া কাজ করিতেছেন চিকিৎসকরা। সেই কারণেই মানব সমাজের কাছে চিকিৎসকরা ঈশ্বর সমতুল্য।

মৃত্যুভয় উপেক্ষা করিয়া চিকিৎসকরা

দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া বাতিস্তম্ভেও আলো জ্বালেন বাবুই পাখির ঘর সাজানোর মতোই। সেই অসম যুদ্ধের সৈনিকদের সমাজ সাধারণত মনে রাখে না। এটাই বাস্তব। এ যেন ওঁদের করারই কথা ছিল! শুধু আলো জ্বালানোই নয়, ঝড় থামানোর অলৌকিক ক্ষমতা কেন বা ওঁদের থাকবে না, দাবি করে সমাজ।বিপুল প্রতিকূলতার মুখে দাঁড়িয়েও যাঁহারা চেষ্টা করে চলিয়াছেন আরও অনেক মানুষের প্রাণ বাঁচানোর সেই চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীরা কেন লড়িতেছেন এই অসম লড়াই? শুধুই চাকরির দায়ে? জীবিকার বাধ্যবাধকতায়? না। দায়িত্ব পালনের নতুন ইতিহাস লেখার তাগিদ তাঁহাদের প্রাণিত করে।

চিকিৎসা-পেশার প্রত্যেকে ঠিক এই মুহূর্তে এক প্রবল মরুঝড়ের মুখোমুখি বুক চিতিয়ে লড়িতেছেন করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে। এই লড়াইয়ের স্বরূপ আরও এক বার স্মরণ করিয়ে দিই: এখানে শত্রুর রূপ এখনও অদৃশ্য, তার চলন প্রায় অজানা, আর সৈনিকের টর্চের আলো এখনও অনুজ্জ্বল। লড়াইটা তাই একান্তই আদিম। অন্ধকারে, প্রায় খালি হাত-পায়ে শত্রুর নাক-চোখ-মুখ হাতড়ে, ঘ্রাণ নিয়ে যুঝে যাওয়ার মতো শক্ত কাজ এই লাইন অব কন্টোলে দাঁড়াইয়া শিরদাঁড়া সোজা রাখিয়া করে চলিয়াছেন ডাক্তার, নার্স ও প্রতিটি সহযোগী স্বাস্থ্যকর্মী। যুদ্ধ জয়ের পদ্ধতি-প্রকরণ এখনও বিজ্ঞান পরিষ্কার অক্ষরে আমাদের হাতে তুলিয়াা দিতে পারেনি। যদিও প্রতি মুহূর্তে বিজ্ঞানের নানান প্রাঙ্গণে চেষ্টা চলিয়াছে অক্লান্তত।

এই চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীরা নিয়মিত খবর পাইতেছেন, মারণ-ভাইরাস কতাঁদের কোনও না কোনও সহকর্মীর প্রাণ। কেন, কারণটা তাঁরা বিলক্ষণ জানেন। তাঁদের মাথার উপরে বর্ষার মেঘের মতো শঙ্কা জমে আছে, কিন্তু তাঁহাদের পথচলা থামিয়া নেই। সব ক্লান্তি ভুলে, আত্মজন বিয়োগব্যথায় ভাঙা বুক আবার সাহসে বেঁধে নিচ্ছেন। কেন? সংবাদপত্রের পাতায়, টেলিভিশনের স্ক্রিনে যখন চোখে পড়ে এই চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের মৃত্যুর খবর, তাহাতে কি সেই মানুষগুলোর মুখ ফুটে ওঠে? না কি, আমরা শুধু রণক্ষেত্রে মৃত সেই জওয়ানের উর্দিটুকুই দেখি? ইউনিফর্মের আড়ালে ব্যক্তিমানুষটির অসহায়তা, নিঃস্ব হতে বসা পরিজনের ভবিষ্যৎ ভাবনা অনালোচিত থেকে যায়? কফিনবন্দি সহকর্মীর শবদেহে সম্মাননা জানানোর প্রথাগত সঙ্গীত আর প্রস্তাবনার সময় সৈনিকের শিরদাঁড়ায় যে গর্বের স্রোত বয়ে যায়, রক্তে যে ঢেউ ওঠে, তাতে পেশার মহান ঐতিহ্যে শরিক হওয়ার গর্বের দ্যোতনা থাকে। সেই ঝুরো মাটিতে ব্যক্তিগত শঙ্কার আবহ ঢাকা পড়ে যায়। এগুলি সবই যুদ্ধ জয়ের আবশ্যিক প্রেক্ষিত।

করোনার আবহে সাধারণ মানুষ যেমন আতঙ্কিত, চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীরাও তাই। বরং দমবন্ধ অন্ধকারটা তাঁহাদেরই বেশি ঘিরিয়াছে। কারণ, বিজ্ঞানের অপরিণত অবস্থা, অনিশ্চয়তার খবরাখবর তাঁহাদের কাছেই সবার আগে আসে। পাশাপাশি তাঁহাদেরও তো সংসার আছে, আছেন পরিজন। তাঁহারাও যে রক্তমাংসের মানুষ। চোখের সামনে এক জনকে চলে যেতে দেখলে চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীও কিন্তু শিউরে উঠছেন। ভাবছেন, আমারও তো এই পরিণতি হইতে পারে।যদি কেউ এই মানসিক দুর্বলতাকে জয় করিয়া উঠিতে পারেন, তিনি অবশ্যই সেরা সৈনিক।নয় মাস হইয়া হয়ে গেল, যুদ্ধ চলিতেছে। আশার আলো এখনও নেই। এমনকি, সেই লগ্নও কেউ নির্দিষ্ট করিতে পারিতেছেন না। এই প্রলয়ঙ্করী অবস্থাতেও মানুষের একমাত্র ভরসা চিকিৎসক। চিকিৎসকদের ওপর ভর করে এই মানবসভ্যতা বাঁচিয়ে থাকার আপ্রাণ প্রচেষ্টা জারী রাখিয়াছে।

অরিন্দম শীলের বিজেপিতে যোগদান নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে, পাল্টা জবাব দিলেন পরিচালক

কলকাতা, ৩১জানুয়ারি (হি. স.): পরিচালক অরিন্দম শীল যোগ দিতে চলেছেন বিজেপিতে। অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষের এহেন মন্তব্যে ছড়িয়েছে জল্পনা। যদিও এই প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ খারিজ করে দিয়েছেন পরিচালক অরিন্দমবাবু স্বয়ং।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে টলি পাড়াতেও সবুজ-গেরুয়া রং ছড়াচ্ছে। এক ঝাঁক তারকা যেমন শাসক দলে যোগদান করছে তেমনি বহু অভিনেতা-অভিনেত্রী শাসক দল ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে ভরসা করছে। সেই রকম ভাবে রুদ্রনীল ঘোষ গতকাল দিল্লিতে গিয়ে অমিত শাহের বাড়িতে বিজেপিতে যোগদান করেছেন। এদিন ডুমুরজলার যোগদান মেলাতেও তাকে দেখা গিয়েছে। তবে এই মেলাতে যোগদানের আগেই তিনি জানিয়েছেন এই মেলাতে দেখা যাবে অরিন্দম শীলকে। এমনকি সে বিজেপিতে যোগদান করতে পারেন বলেও জানান রুদ্রনীল। তার এই মন্তব্যের পর এই জল্পনা উঠেছে তুঙ্গে।

এ গুজব সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছেন অরিন্দম শীল। রুদ্রনীলের এই মন্তব্যের পর এই টুইট করে তিনি জানিয়েছেন, 'আমি শুধু সিনেমাটাই বুঝি। সেটাই করতে পারি। কোনও গুজবের দায় আমি নেব না। আর রাজনীতিতে যোগ না দিয়েও সমাজ বদলানো যায় (বিশেষ করে বর্তমান রাজনীতিতে)। আর এর বাইরেও অনেক কিছু করার আছে।'

শেষভাগে রাজ্যে জাঁকিয়ে বসেছে শীত

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি (হি. স.) : জানুয়ারির শেষভাগে রাজ্যে জাঁকিয়ে বসেছে শীত। কনকনে উত্তুরে হাওয়ায় ঠকঠকিয়ে কাঁপছে রাজ্যবাসী। আরও খানিকটা লম্বা হবে শীতের ইনিংস। এমনটাই পূর্বাভাস দিল হাওয়া অফিস।

কলকাতার পারদ তো ইতিমধ্যে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটাই নেমে গিয়েছে। রবিবার থেকে শীতের আরও একটা ইনিংস শুরু হচ্ছে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। নতুন সপ্তাহেও কাঁপিয়ে দেবে কনকনে উত্তরে হাওয়া। আপাতত তিন ডিগ্রি কমে কলকাতার তাপমাত্রা নেমেছে স্বাভাবিকের নিচে। বুধবারের মধ্যে পারদ আরও নামতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়ে রাখল আবহাওয়া দপ্তর।

রবিবার কলকাতার আকাশ কুয়াশার চাদরে সাময়িক মুখ ঢাকলেও পরে মেঘমুক্ত আকাশ। সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ১২.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ৪ ডিগ্রি কম। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৩.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এটাও স্বাভাবিকের চার ডিগ্রি নিচে। বাতাসে জলীয়বাষ্পের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৯৩ শতাংশ। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে এদিনও ঘন কুয়াশায় সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। বিহার সংলগ্ন মালদা, উত্তর দিনাজপুরে ঘন কুয়াশা থাকার সম্ভাবনা। ঘন কুয়াশা থাকবে জলপাইগুড়ি, কোচবিহারেও। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারেও কুয়াশা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকতে পারে সকালে। পরে কলকাতা-সহ বেশকিছু জেলাতেই মেঘমুক্ত আকাশ থাকার সম্ভাবনা।

কৃষক আন্দোলনের নেতাদের সাবধান হতে হবে

বরুণ দাসগুপ্ত

দিল্লিতে আন্দোলনরত কৃষকদের একাংশ (সেবাই নয়, একটি অংশ) প্রজাতন্ত্র দিবসে যে তান্ডব করল, যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখাল তার দ্বারা প্রজাতন্ত্র দিবসের গাতীর্য নষ্ট হয়েছে, লালকেল্লায় ওড়ানোতে জাতীয় পতাকার মর্যাদাহানি হয়েছে। আর সব থেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে কৃষক আন্দোলনের আর বিশ্বাসযোগ্যতায় আঘাত পড়েছে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের, খারা শুরু থেকেই আন্দোলনকে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল রাখার চেষ্টা করে আসছিলেন এবং এতাবৎ সফলও হয়েছিলেন। তাদেরও বে-ইজ্জত করলেন এই বিপথগামী কৃষকরা।

যাঁরা সেদিন দিল্লিতে তান্ডব করেছেন, স্পষ্ট করা দরকার, তারা আন্দোলনের ক্ষতি করেছেন। ওই দিন কৃষকদের ট্র্যাক্টর মিছিল বের করা নিয়ে পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনের নেতাদের যে আলোচনা হয়েছিল তাতে পুলিশ কতকগুলি শর্ত দিয়েছিল। যেমন মিছিল দুপুর বারোটার আগে বেরোবে না। মিছিল আউটার রিং রোড দিয়ে যাবে, ইত্যাদি। নেতারা এই শর্তগুলি মেনেও নিয়েছিলেন, কারণ ওইদিন গন্ডগোল পাকানোর কোনও মতলব তাদের ছিল না।

কিন্তু যেটা ঘটল সেটা এই যে একটা অংশ সকাল আটটাতেই করলেন। এবং কয়েক হাজার কৃষক তাদের পড়লেন। ট্র্যাক্টরগুলি দিয়ে তারা পুলিশের ব্যারিকেডগুলি ভাঙলেন, টিভির পর্দায় দেখা গেল তারা পুলিশকে বেদম লাঠিপেটা করছেন। কেউ বলছেন ইন্ডিয়া গেট চলো, তো কেউ লালকেল্লা চলো। অনেক সম্পত্তি ধ্বংস করা হল। অর্থাৎ আন্দোলনের বদনাম করতে হল যা যা করা দরকার সবই এঁরা করলেন। কোনও সন্দেহ নেই যে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের এটা একটা বড় ব্যর্থতা। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে কৃষকদের একাংশ যে সমস্ত শৃঙ্খলা ভেঙ্গে এইরকম উন্মত্ত আচরণ করবেন তার কোনও আগাম খবরই তাঁদের কাছে ছিল না। কারা এই হিংসাত্বক কার্যকলাপে এই কৃষকদের প্ররোচিত করেছে তা উদঘাটিত হওয়া দরকার। প্ররোচনার প্রসঙ্গে এমন এক ব্যক্তির নাম উঠে এসেছে যাঁর সঙ্গে বিজেপির নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠতা সুবিদিত। আন্দোলনকারীদের একজনও হি শুনা করেন, অবাঞ্চিত কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েন, তার দায় কিন্তু বর্তায় নেতৃত্বের ওপরে। তলায় তলায় যে এই রকম একটা কান্ড করার বড়যন্তচলছে, কৃষক নেতারা তা জানতে পারল না কেন, সেটার ব্যাখ্যা তাদেরই দিতে হবে। সুশৃঙ্খল আন্দোলন এমন একটা ধাক্কা খেল যে নেতারা বাধ্য হলেন ১ ফেব্রুয়ারির দিন, তারা যে সংসদ অভিযান করবেন ঠিক করেছিলেন, তা তাদের বাতিল করে দিতে হল। দিয়ে দিয়েছেন।

এবার আসা যাক সরকারের প্রসঙ্গে, সরকারের ভূমিকা প্রসঙ্গে। দিল্লি দেশের রাজধানি। আপাদমস্তক নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ঢাকা সব কটি গোয়েন্দা এজেন্সির সদর দফতর দিল্লিতে। সেখানে প্রজাতন্ত দিবসে যে একদল কৃষক তাদের নেতৃত্বের নির্দেশ অমান্য করে ট্র্যাক্টর নিয়ে দিল্লিতে ঢুকবেন ও ব্যাপক বিশৃঙলা সৃষ্টি করবেন, এর কোনও আগাম খবর সংগ্রহ করতে গোয়েন্দা এজেন্সিগুলি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল কেন, এর জবাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে দিতে হবে। স্বরষট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে দিতে হবে। এত বড়ো একটি না, পুলিশ কর্তাদের থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যন্ত কেউই নেবেন না, সবাই পার পেয়ে যাবেন, সেটা হতে পারে না। আজ যদি কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার থাকত এবং এই ঘটনা ঘটত তাহলে বিজেপি কি চুপচাপ থাকত, না কেন্দ্রীয় সরকারের পদত্যাগের দাবিতে সারা দেশময় সোচ্চার হয়ে উঠত? ২৬ জানুয়ারি কয়েক ঘন্টা ধরে দিল্লিতে যে তান্ডব চলল তার দায় কে নেবে? প্রধান দায় তো অবশ্যই নিতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। কারণ দিল্লির আইন-শৃঙলা রক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। এই ঘটনার জবাবদিহি তাদের করতেই হবে। এই প্রশ্ন উঠছেই এবং উঠবেই যে প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লি যা দেখল তা কী কিছু বিপথগামী কৃষকের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভের উচ্ছল প্রকাশ, না এটি একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্তের ফসল? কৃষক আন্দোলনকে বাইরে থেকে ভাঙবার বহু চেষ্টা করেও ভাঙা যায়নি। দু'চারটি সংগঠনকে দিয়ে বিবৃতি দেওয়ানো গেছে বটে যে তীরা তিনটি কৃষক আইনকে সমর্থন করেন, কিন্তু তার কোনও ট্র্যাক্ট আন্দোলনের ওপরে পড়েনি। দিল্লির রক্ত জমাট করা ঠাণ্ডায় খোলা আকাশের নীচে কৃষকরা রাতের পর রাত কাটিয়েছেন, এখনও কাটাচ্ছেন। সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে গেলেও নিজেদেরখাবার খাচ্ছেন না।

এবং যত দিন যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে ওই একটু একটু করে পিছু হটছেন। আন্দোলনের চাপে পড়ে প্রথমে বললেন, আইনগুলি বাতিল করা হবে না, তবে কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে কিছু কিছু পরিবর্তন করা যেতে পারে। কিন্তু কৃষকরা আইন বাতিলের দাবিতে অনড় রইলেন। এবার সরকার আর একটু পিছোলেন। বললেন, দেড় বছর তারা আইন তিনটি লাগ করবেন না। কিন্তু আইন বাতিল করা হবে না। কৃষকরা সরকারের এই প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে অগ্রাহ্য করে দিয়ে বললেন, আইন বাতিলের দাবি থেকে তারা একচুলও নড়ছেন না। আইন বাতিল করতে হবেত্ত দেড় বছরের জন্য স্থগিত নয়। কোণঠাসা সরকার দিশাহারা হয়ে পড়লেন-এবার কী করা যায়? তাঁদের কর্পোরেট বন্ধুদের, যাঁদের হিতার্থে আইন তিনটি করা হয়েছে, তাঁদের চটানো চলবে না। তাহলে পার্টি ফান্ডে ইলেকশন ফান্ডে, টাকা আসবে কোথেকে? অতএব শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক, আন্দোলনকে ভেতর থেকে ভেঙ্গে দেওয়া যায় কিনা। আন্দোলনকে ভেঙে দিতে পারে এমন কোনও প্রভাবশালী দালালকে পাওয়া গেল না। দুই একজন যাঁরা বেসুরো গাইলেন, তারা নিজেরাই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে এই এঁতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের খবর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছে। তাতেও সরকার বিব্রত হচ্ছেন। প্রজাতন্ত্র দিবসে ট্র্যাক্টর মিছিল দেখার জন্য পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে কয়েক জন সাংবাদিক দিল্লি এসে পৌছেছেন। মানে এবার ভারত মুখোমুখি হতে হবে। ঠিক এইরকম একটি দিবসের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খতা। সেই জন্যই প্রশ্ন উঠছে, এই গন্ডগোলের পেছনে সরকার বা সরকারি দলের কোনও গোপন ভূমিকা আছে কিনা। আছে, এমন কোনও প্রমাণ নেই। কিন্তু কার্যকারণ মেলালে সন্দেহ যায় না।

সরকার এমন কয়েকজন কৃষক নেতাকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছেন যাঁরা কোনওরকম হিংসাত্বক আন্দোলনে থাকবেন বা প্ররোচনা দেবেন এ কথা কেউ বিশ্বাস করবেন না। যেমন যোগেন্দ্র যাদব. যেমন মেধা পাটকর। যোগেন্দ্র যাদব ও তার সতীর্থরা আগাগোড়া চেষ্টা করে এসেছেন যাতে আন্দোলন শান্তিপূর্ণ থাকে, হিংসায় কলুষিত না হয়। কারণ তীরা জানেন যে আন্দোলন সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ থাকলে সরকারের পক্ষে বলপ্রয়োগের রাস্তা নেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে, সাধারণ মানুষের সহানুভূতি ও সমর্থন পাওয়া যাবে। আর শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে বলপ্রয়োগের দ্বারা ভাঙার চেষ্টা করলে দেওয়া যায় কিনা। আন্দোলনকে ভেঙ্গে দিতে সরকার আরও জনবিচ্ছিন হয়ে পড়বেন।কৃষকদের পক্ষে জনসমর্থন আরও বাড়বে। ঠিক এইরকম একটি মনস্তাত্বিক মুহূর্তে (সাইকোলজিক্যাল মোমেন্ট) প্রজাতন্ত্র দিবসের ঘটনাবলী শাসকের হাতকে শক্তিশালী করল। বলপ্রয়োগের একটা নৈতিক অধিকার তারা পেয়ে গেলেন, যেটা পাওয়াটা তাদের অত্যন্ত জরুরি ছিল।

সেজন্যই শাসকের প্রয়োজন আর আন্দোলনকারীদের একটি অংশের হিংসাত্মক আচরণ পরস্পরের পরিপুরক কিনা এবং দুই- এর মধ্যে কোনও কার্যকারণ সম্পর্ক আছে কিনা, এই প্রশ্নটি উঠেছে এবং উঠছে। একটা বড়ো আন্দোলনে যাতে হাজার হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করছেন, তার মধ্যে কয়েকটা দালাল ঢুকিয়ে দেওয়াটা খুবই সহজ। আবার সাধারণ আন্দোলনকারীরাও ধৈর্যের বাঁধ হারিয়ে হিংসার পথে যেতে পারেন। স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৯২২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন সংযুক্ত প্রদেশের বর্তমান উত্তরপ্রদেশ) গোরখপুর জেলার চৌরিচৌরাতে গান্ধীজীর অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত কিছু মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে হিংসার পথে চলে গিয়েছিলেন। তাতে বাইশ জন পুলিশ ও তিনজন সাধারণ মানুষ নিহত হন। গান্ধীজী সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলন বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এইজন্য সারা দেশের নিন্দা এবং সমালোচনা তাকে সহ্য করতে হয়েছিল, কিন্ত তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন। আজকে সেই অধিকারী কোনও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতাও নেই। সে যাই হোক, একটা দায়িত্ব কৃষক পারবেন না। সেটা হল প্রজাতন্ত্র দিবসের ঘটনাবলী নিয়ে নিজেদের সংগঠনগতভাবে একটা তদন্তকরা। এবং সেই তদন্তের রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করা। কীভাবে এই হিংসা ঘটল, এটা স্বতঃস্ফূর্ত ছিল, না কোনও গোপন প্ররোচনা এর পেছনে ছিল এবং থেকে থাকলে সেটা নিজেরা জানা এবং জনসাধারণকে নেতৃত্বকে ভাবতে হবে। সরকার একটু একটু করে নরম হচ্ছেন। এই সময় সংগঠনের এঁক্য ও সংহতি সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করা দরকার। কৃষক আন্দোলন সফল হলে, অর্থাৎ বিতর্কিত তিনটি আইন প্রত্যাহার করে নিতে সরকার বাধ্য হলে দাঁড়ানোর সাহস আরও বাড়বে এবং সমস্ত সম্পদ বিক্রি করে দেওয়ার বেপরোয়া প্রচেষ্টাকে রুখে দেওয়া হবে।

এই তিনটি কৃষি আইন কেন কৃষি ও কৃষকের পক্ষে ক্ষতিকর তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব একটা স্বচ্ছ ধারণা নেই। বিশেষ করে শহুরে মধ্যবিত্তরা কৃষকদের নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামান না। এজন্য এই আইন তিনটি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করার জন্য ব্যাপক প্রচার দরকার। কৃষিতে কর্পোরেট পুঁজির অনুপ্রবেশ কৃষি ও কৃষকের এবং পরিণামে সারা দেশের কী ক্ষতি করবে সেটা ভালো করে না বোঝাতে পারলে সর্বস্তরের মানুষের সচেতন সমর্থন পাওয়া যাবে না।

বহু মানুষ আজও জানেন না যে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন বা এসেনশিয়াল কমোডিটিজ ত্যাক্টের যে সংশোধন করা হয়েছে তাতে অনেক অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ে মজুতদারি আজ আর বেআইনি নয়, দন্ডযোগ্য অপরাধ নয়। যাঁদের হাতে অঢেল টাকা আছে তারা ইচ্ছে করলেই চাল, গম, ভুট্টা, বাজরা ইত্যাদি দানাশস্য, সব রকমের ডাল, তৈলবীজ, ,ভোজ্যতেল, এমনকি আলু, পেঁয়াজ পর্যন্ত যত খুশি মজুত করে রেখে ইচ্ছেমতো দাম বাড়াতে পারেন। আইন তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। অত্যাবশ্যকীয়পণ্য আইন যখন বলবৎ ছিল তখনও সেই মনে পড়বে না। আর এখন তো মজুতদারিকে আইনি স্বীকৃতিই দিয়ে দেওয়া হল। সাধারণ মানুষকে এটা জানানো দরকার যে কৃষকরা শুধু নিজেদের জন্যই লড়ছেন না, লড়ছেন সারা দেশবাসীর স্বার্থে। পুলিশ তো এখন দিল্লির আন্দোলনরত কৃষকদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের (সিডিশন) মামলা এনেছে। কালকে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে আনবে। পরশু যে বা যারাই সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলবে তাদের বিরুদ্ধেই দেশদ্রোহের মামলা আনবে। গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা লেখা থাকবে শুধু সংবিধানের পাতায়। দেশ থেকে গণতান্ত্রিক অধিকার অন্তহিত হবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

১৭৫ বছরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

প্রবীর মজমদার

বাংলভাষায় যে সব গ্রন্থ শতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে উত্তরকালীন মানুষের কাছে সমান জনপ্রিয় রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ঠিক এমন এক ধরনের বই। আজ থেকে ১১৭ বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল বইটি। প্রকাশকাল ২৫ মে, ১৯০৪। লেখক শিবনাথ শাস্ত্রী। রামতনু লাহিড়ীর ব্যক্তিজীবন লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে গোটা ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গজীবনের সামাজিক ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে এই গ্রন্থে। লেখক শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও নবজাগ্রত ঊনিশ শতকের বাংলাকে অভিন্ন দৃষ্টিতে উপস্থাপিত করেছেন।

ঊনিশ শতকের বাঙালি মনীষার অন্যতম উজ্জ্বল আলোকিত ব্যক্তিত্ব শিবনাথ শাস্ত্রী। ১৮৪৭ সালের ৩১ শে জানুয়ারি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার চাংড়িপোতা গ্রামে মামার বাড়িতে শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্ম। অর্থাৎ এই বছরে শিবনাথ শাস্ত্রীর ১৭৫ তম জন্মজয়ন্তী। বাবা হরানন্দ ভট্টাচার্য, মা কামিনীদেবী। উনিশ শতকের অন্য এক আলোকিত মানুষ, বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক এবং সোমপ্রকাশ পত্রিকার সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ছিলেন তাঁর মামা। শৈশব ও কৈশোরের অনেকটা সময় শিবনাথ কাটিয়েছেন মামার বাড়িতে। মামার আদর্শেই নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি। মামার ইচ্ছানুসারে শিবনাথ ভর্তি হন সংস্কৃত কলেজে। ১৮৭২ সালে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তিনি এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। পরীক্ষায় ভালো ফল লাভ করায় শাস্ত্রী উপাধি অর্জন করেন। এরপরেই পারিবারিক পদবি ভট্টাচার্যের পরিবর্তে তাঁর নামের কক্ষে যুক্ত হয় শাস্ত্রী। তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন শিবনাথ শাস্ত্রী নামে।

ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি কলকাতা শহরে ব্রাহ্মধর্ম ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়। সেই সময়ে শিক্ষিত যুবকদের পক্ষে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব এড়ানো মুশকিল ছিল। শিবনাথও ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। বাবা হরানন্দ ছিলেন রক্ষণশীল গোঁড়া ব্রাহ্মণ। ছেলের ব্রহ্মধর্মপ্রীতি তিনি ভালো চোখে দেখলেন না। হরনাথের সঙ্গে শিবনাথের বিতর্ক চরমে উঠল। ১৮৬৯ সালের ২২ শে আগস্ট শিবনাথ আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। পরিণামস্বরূপ বাড়ি থেকে সস্ত্রীক বিতাড়িত হলেন। ক্রমে শিবনাথ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হন। ইতিমধ্যে ১৮৬৮ সালে ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতা কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠা করেন যার কাজ ছিল মদ্যপান নিবারণ, শিক্ষা প্রসার, সুলভ সাহিত্য, কারিগরি জ্ঞানের প্রতার নারীশিক্ষা তথা নারীমুক্তি। এসব আদের্শর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শিবনাথ কেশবচন্দ্রে প্রধান সহযোগী হয়ে ওঠেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু প্রমুখের উদ্যোগে ১৮৭৬ সালে গঠিত হয়। যা ভারতীয় রাজনীতির প্রথম সংঘবদ্ধ প্রয়াস। এই সংস্থার অনুপ্রেরণাতেই ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে। দেশের স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষায় ১৮৭৭ সালে শিবনাথ গঠন করেন গুপ্ত বৈপ্লবিক সমিতি। এই সংস্থার প্রধান কর্মসূচি ছিল জাতিভেদের বিরোধিতা নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা, অশ্বরোহণ ও বন্দুক চালনা শিক্ষা, জাতীয়তাবাদের জাগরণ ও সমাজ সংস্কারমূলক শিক্ষা।

শিবনাথ শাস্ত্রী কিছুদিন শিক্ষকতাও করেন। ১৮৭৪ সালে তিনি ভবানীপুরের সাউথ সুবার্বান স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। এছাড়াও হেয়ার স্কুলেও কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। এছাড়াও মামা দ্বারকানাথ শিবনাতের উপর হরিনাভী স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন।

শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনের আরেক বর্ণাঢ্য এবং উজ্জ্বল দিক হল সাংবাদিকতা। সম্পাদনা করেছেন মামা দ্বারকানাথ প্রতিষ্ঠিত সোমপ্রকাশ পত্রিকা। এছাড়াও তিনি সম্পাদনা করেছেন অত্ত্বকৌমুদী এবং ইন্ডিয়ান ম্যাসেজ পত্রিকা। স্থাপনা করেছিলেন কিশোর মাসিক পত্রিকা 'মুকুল' যা পরিবর্তীতে বাংলাভাষায় শিশু-কিশোর সাহিত্যের বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়।

১৮৭৮ সালে আদর্শগত বিরোধের কারণে ব্রাহ্মসমাজের ফাটল ধরে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে ছিল আদি ব্রাহ্মসমাজ। শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। অন্যদিকে কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন নববিধান ব্রাহ্মসমাজ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে শিবনাথ শাস্ত্রী এই সময় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। তাঁর নেতৃত্বের গুণে সাধাণর ব্রাহ্মসমাজ কলকাতার সমাজ জীবনে দ্রুত প্রভাব বিস্তার করে। ধর্মপ্রচার ছাড়াও সমাজ সংস্কার এবম রাজনৈতিক সংস্কার ছিল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কর্মসূচি। সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে শিবনাথ শাস্ত্রী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ প্রচার করেন। ১৮৭৯ সালে শিবনাথ শাস্ত্রীর উদ্যোগে স্থাপিত হয় সিটি স্কুল যা পরে সিটি কলেজে রূপান্তরিত হয়। তাঁর দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু আনন্দমোহন বসু এবং সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সাহায্য নিয়ে 'স্টুডেন্ট সোসাইটি'। বস্তুত এটিই ভারতের প্রথম ছাত্র সংগঠন। ১৮৮৮ সালে শিবনাথ ইংলান্ডে যান। উদ্দেশ্য ছিল ভারত ও ইংল্যান্ডের সমাজকে তুলনামূলকভাবে বিচার করা। ছ'মাসের বিলেত প্রবাসে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ব্রাহ্মধর্ম নিয়ে নানাস্থানে বক্তৃতা দেন। পান প্রচুর প্রশংসা। ইংল্যান্ড ভ্রমণ শিবনাথের মনে গভীর রেখাপাত করে। ইংরেজ জীবনের নানা সদ্গুণে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশে ফিরে এসে প্রতিষ্ঠা করেন। সাধনাশ্রম, যার উদ্দেশ্য ছিল জনমানসে উচ্চ আদর্শ এবং বদ্গুণের চর্চা।

বাংলা সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা লেখক হিসাবে শিবনাথ শাস্ত্রীর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। সমাজ সংস্কারমূলক নানা কাজে ব্যস্ত থাকলেও তিনি সাহিত্যসৃজনেও ছিলেন, সমান উৎসাহী এবং আন্তরিক। তাঁর লেকা কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ইতিহাস, আত্মজীবনী বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয় শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মজীবনী আত্মচরিত। তাঁর আত্মচরিত পাঠ করলে গোঠা উনিশ শতকের সমাজজীবন পাঠকের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হয় শিবনাথ শাস্ত্রীর গ্রন্থ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। এই গ্রন্থ ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য দলিল হিসাবে পরবর্তীকালে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ইংরেজি ভাষাতেও তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। উনিশ শতকের সামাজিক ধারা এভং তার পরিবর্তন তাঁর কলমে প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে। ব্রিটিশ শাসনের শুরুর দিকে পুরনো জমিদারি ব্যবস্থায় ফাটল ধরলে বহু জমিদার অধীনস্থ কর্মচারী বিকল্প আয়ের উদ্দেশ্যে শহরে এসে ভিড় জমায়। এদের হাতে উদ্বৃত কিছু পয়সাও ছিল। এরাই পরে অনেকে বেনিয়া, শেঠ, বণিক ইত্যাদি নামে পরিচিত হয়েছে। এছাড়াও শহরের কিছু হঠাৎ নবাব ইংরেজ রাজকার্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতার ফলে এই সময় থেকে অর্থ ও সম্মত্তিতে ফুলেফেঁপে উঠতে থাকে। সাধারণ মানুষের অবস্থা যতই খারাপ হতে থাকুক না কেন, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অস্থিরতা শহরগুলোকে বিসাসব্যসনের লীলাকেন্দ্রে পরিণত করে ফেলে। এইসব উঠতি বাবুদের উদ্বুত্ত সম্পত্তি ব্যয়ের অন্যতম স্থান ছিল সান্ধ্য আসরগুলো। এইখানে তারা নৈতিকতার তোয়াক্কা না করে নির্বিচারে ইন্দ্রিয় সুখ এবং সম্ভোগে গা ভাসাত। এদের মধ্যে সবাই যে আকাট মূর্খ ছিল তা নয়, তবে কাব্যরস আস্বাদনের চেয়ে এদের কাছে মুখ্য অভিপ্রায় ছিল তাৎক্ষণিক বিনোদন লাভ।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার রেডক্রস সোসাইটির উদ্যোগে রাজ্যপাল কম্বল বিতরণ করেন। ছবি- নিজস্ব।

হাওড়ায় তৃণমূলের হামলায় গুরুতর আহত ২ জন বিজেপি কর্মী অস্বীকার শাসক দলের

হাওড়া, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.): হাওড়ায় "আক্রান্ত" বিজেপি কর্মীরা। অভিযোগ, রবিবার ডুমুরজলার সভা থেকে ফেরার পথে বিজেপি কর্মীদের মারধর ও বাইক ভাঙচুর করে তৃণমূল। ঘটনায় গুরুতর আহত ২ জন বিজেপি কর্মী। তাঁদের ভর্তি করা হয়েছে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে। অভিযোগ অস্বীকার শাসকদলের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল সলপে।

জানা গিয়েছে, হাওড়ার ডুমুরজলার সভা শেষে যখন বাড়ি ফিরছিলেন বিজেপি কর্মীরা, তখন বাঁকড়া এলাকায় এক মিছিল বের করেছিলেন তৃণমূলকর্মীরা।বিজেপির অভিযোগ, সেই মিছিল থেকে দলের কর্মী-সমর্থকদের হামলা চালান শাসকদলের কর্মী-সমর্থকরা। বেধড়ক মারধরের পর বেশ কয়েকটি বাইকে ভাঙচুর করা হয়। ঘটনায় দু"জন বিজেপি কর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। যদিও হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

এদিকে, হাওড়ার দু নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূলের যে পার্টি অফিসে বসতেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামীরা, সেই পার্টি অফিসটির দখল নিল মন্ত্রী অরূপ রায়ের অনুগামীরা। তাঁদের দাবি, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় ডোমজুড়ের ভূমিপুত্র নন। গুন্ডা-তোলাবাজদের নিয়ে পার্টি চালাচ্ছিলেন তিনি। পার্টি অফিসটি পবিত্র করা হবে।

রাজস্থানের পুর নির্বাচনে ফের ঘুরে দাঁড়াল কংগ্রেস, দ্বিতীয় স্থানে বিজেপি

জয়পুর, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.): রাজস্থানে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ধাক্কা কাটিয়ে পুর নির্বাচনে ফের ঘুরে দাঁড়াল শাসক দল কংগ্রেস। পুরসভার নির্বাচনে ৩ হাজার ৩৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১ হাজার ১৯৭টি ওয়ার্ডে জিতল কংগ্রেস। ১ হাজার ১৪০টি ওয়ার্ডে জিতে দ্বিতীয় স্থানে আছে বিজেপি। গত বৃহস্পতিবার ২০ জেলায় ৯০টি পুরসভায় এই নির্বাচন হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার ৮০টি পুরসভা এবং ৯টি পুর কাউন্সিল, একটি পুর কর্পোরেশনে ভোট হয়। সব মিলিয়ে লড়াইয়ে নামে ১০ হাজার জন প্রার্থী। রাজ্য নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ৭৬.৫২ শতাংশ ভোটার ভোট দিয়েছে। যার মোট সংখ্যা ২২ লক্ষ ৮৪ হাজার। জানা গিয়েছে, ভোট হয়েছিল ৩ হাজার ৩৫টি ওয়ার্ডে। কিন্তু ফলপ্রকাশ হয়েছে ৩ হাজার ৩৪টি ওয়ার্ডে। আজ রবিবার এই ফল ঘোষণা হয়েছে। বিরোধীদের মধ্যে বিজেপি জিতেছে ১১৪০টি আসনে, বিএসপি জিতেছে ১টি আসনে, সিপিএম পেয়েছে ৩টি এবং আরএলপি পেয়েছে ১৩টি আসন। পাশাপাশি ৬৩৪ জন প্রার্থী জিতেছেন এই নির্বাচনে। রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও রাজস্থানের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির থেকে কম আসন পেয়েছিল কংগ্রেস। যা দলের পক্ষে বড়সড় ধাক্কা। কারণ, পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল মূলত রাজ্যের শাসকদলের পক্ষে যাওয়ার প্রবণতাই বেশি দেখা যায়। আর তাছাড়া, এতদিন পর্যন্ত শহরাঞ্চলের থেকে গ্রামাঞ্চলেই বেশি সাফল্য পেয়ে আসছিল কংগ্রেস । পঞ্চায়েতে বিজেপির থেকে কম আসন পাওয়াটা তাই একই সঙ্গে মরুরাজ্যে গেহলট সরকারের নীতি এবং কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছিল। পুরভোটের ফলাফলে গেহলট সরকারকে অক্সিজেন জোগাবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

৩ ফেব্রুয়ারি গুয়াহাটিতে সর্বশিক্ষা মিশন কর্মচারীদের বিক্ষোভ

করিমগঞ্জ (অসম), ৩১ জানুয়ারি (হি.স.) : সর্বশিক্ষা মিশনের ঠিকা কর্মীদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নানা সময়ে সরকারের কাছে স্মারকপত্র দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি সর্বশিক্ষা মিশনের বিভিন্ন কম্পোনেন্টের কর্মীরা এক স্মারকপত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের চাকরির নিশ্চয়তা সহ চাকরির মেয়াদ ৬০ বছর পর্যন্ত নির্ধারিত করা, সপ্তম বেতন কমিশন অনুসারে বেতন প্রদান করা, স্থায়ী সরকারি কর্মীদের সমতুল্য গ্র্যাচুইটি প্রদান, চিকিৎসা ভাতা, টাইম স্কেল, গৃহ ঋণ প্রদান সহ ২০১৯ সালের ১ জুলাই থেকে বলবৎ পাঁচ শতাংশ ডিএ-র পাশাপাশি ১৯ মাসের বকেয়া প্রদানের দাবি জানানো হয়েছে।

সোমবার থেকে বারইগ্রাম আশ্রমে শ্রীশ্রী রাধারানি গোস্বামীর দ্বাদশতম তিরোধান উৎসব

বারইগ্রাম (অসম), ৩১ জানুয়ারি (হি.স.) : বিগত বছরগুলির মতো এবারও করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বারইগ্রামের শ্রীশ্রী গোপাল জিউ শ্রীশ্রী রাধাবিনোধ জিউ ও শ্রীশ্রী রাধারমণ গোস্বামী জিউর আশ্রমে শ্রীশ্রী রাধারানি গোস্বামীমাতার দ্বাদশতম তিরোধান তিথি উৎসব শুরু হচ্ছে সোমবার থেকে।

বারইগ্রাম শ্রীশ্রী গোপাল জিউ শ্রীশ্রী রাধাবিনোধ জিউ ও শ্রীশ্রী রাধারমণ গোস্বামী জিউর আশ্রম পরিচালন কমিটির পরিচালনায় তিন দিন ব্যাপী উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। শুভ অধিবাসের মাধ্য মে শুরু হবে উৎসব। উৎসবের ডালিতে রয়েছে প্রভাতফেরি মঙ্গলঘট স্থাপন, হরিনাম সংকীর্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণ। হরিনাম সংকীর্তনে অংশগ্রহণ করবে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত কীর্তনীয়া দল। বুধবার মোহন্ত বিদায় সহ নগর কীর্তনের মাধ্যনমে উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে। তিন দিনের উৎসবকে সফল করে তুলতে সকল ভক্তবর্গের প্রতি সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেছেন আশ্রম কমিটির সভাপতি সুনীল পাল, সম্পাদক তরুণ চৌধুরী ও কোষাধ্যক্ষ কৌশিকরঞ্জন দে।

ডুমুরজলার সভা থেকে তৃণমূল নেত্রীকে প্রশ্ন বাণে বিঁধলেন স্মৃতি ইরানি

হাওড়া, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.): রবিবার হাওড়ার ডুমুরজলার সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একের পর এক প্রশ্ন বাণে বিঁধলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। ডুমুরজলার মেগা যোগদানের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন একের পর এক প্রশ্ন এদিন ছুড়ে দেন তৃণমূল দলনেত্রীর প্রতি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেত্রীর প্রশ্ন, 'গরিবের প্রতি এত অন্যায় কেন করলেন দিদি?' এদিন পরিষ্কার বাংলা ভাষা ও হিন্দি মিশিয়ে বক্তব্য রাখেন স্মৃতি ইরানি।

'শুনতে পেয়েছি, দিদি নাকি নন্দীগ্রাম যাচ্ছেন ভবানীপুর ছেড়ে? তাই শুভেন্দুবাবু বলছেন, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, দিদিও জানেন বাংলায় পদ্ম এখন ঘরে ঘরে' বক্তৃতার শুরুতেই হুঁশিয়ারি স্মৃতি ইরানির।

তাঁর কথায়, "যাঁরা নিজের লোকের সঙ্গে নিজের লোকের যুদ্ধ লাগায়। জয় শ্রী রামের মতো স্লোগান শুনলে রেগে যায় সেই দলে কেউ থাকতে চায় না। ১৩০ থেকে ১৩৮ বিজেপি কর্মীকে আপনি মেরেছেন। তাঁদের বলিদান বৃথা যাবে না। ভারতীয় জনতা পার্টিকে অনেক সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, যাতে বিকাশের গঙ্গা ঘরে ঘরে পৌঁছয়"।

স্মৃতি ইরানি বলেন, " করোনাকালে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিভিন্ন প্যাকেজের মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষকে সাহায্য করেছেন। আর লকডাউনে লুট করেছে তৃণমূল"। তিনি আরও বলেন," প্রতি পরিবারকে ৫ কিলো চাল ১ কিলো ডাল দিয়েছিল কেন্দ্র। সেই ডাল আর চাল চুরি করেছে তৃণমূল। মানুষের সুবিধার্থে একটাই রেশন কার্ড চালু করেছে সরকার। আর তৃণমূল কুপন দিয়েছে। যাঁরা তৃণমূল করেছেন তাঁরাই পেয়েছে সেই কুপন। যাঁরা সেদিন আপনার জন্য ক্ষুধার্থ থেকে গেল, কেন তাঁরা খেতে পেল না"? ডুমুরজলার মঞ্চ থেকে তোপ স্মৃতির।

"যখন স্পেশাল ট্রেনের কথা বলেছিলেন মোদীজি, তখন দিদি বলেন ওইটা করোনা এক্সপ্রেস। তাই তিনি আসতে দেননি। পরিযায়ী শ্রমিকদের ঢুকতে দেননি। কিন্তু কেন? যাঁরা বাইরে কাজ করতে যান, তাঁরা আপনার বাংলার মানুষ নন? গরিব শ্রমিকের এত ক্ষতি কেন করলেন দিদি"? সরাসরি প্রশ্ন করেন স্মৃতি ইরানি।

"দিদি মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা দিতে চাননি। কিন্তু মোদীজি জন ধন যোজনার মাধ্যমে ৩০ হাজার কোটি টাকা পৌঁছে দিয়েছেন মহিলাদের ব্যাঙ্কে। আমফানের সময় ১০০০ কোটি টাকা পাঠানো হয়েছিল রাজ্যে। তৃণমূল সরকার পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সেই টাকা লুট করেছে। যে সেনাদের আপনি অপমান করেন, তাঁরাই এসে কিন্তু সেদিন সাহায্য করেছিলেন", বলেন স্মৃতি।

মমতাকে কটাক্ষ করে তাঁর আরও বক্তব্য, "কৃষকদের তালিকা চেয়েছিলেন অমিত শাহ। আপনি সেই তালিকা দেননি। কাটমানি না এলে কাজ হয় না, দিদি জানেন সেটি। ডাল চুরি , চাল চুরি, ত্রিপল চুরিতে সিদ্ধহস্ত তৃণমূল। একুশে ২০০ পার। পরিবর্তন হবেই, জানে বাংলার মানুষ"।

রবিবার জগন্নাথ বাড়িস্থিত পার্ক পরিদর্শন করেন ডিএম। ছবি- নিজস্ব।

দলত্যাগী দের পাল্টা কটাক্ষ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি (হি. স.): আমাদের কোনও ভুল হলে শোধরাচ্ছি। রবিবার খানিকটা নরম হয়ে এমনটাই বললেন তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তবে তারপর ক্ষণেই ফের সরব হলেন দলত্যাগী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে।

গতকালল সন্ধ্যায় দিল্লিতে অমিত শাহর বাড়িতে গিয়ে বিজেপিতে যোগদান করেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈশালী ডালমিয়া সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব। এরপরেই এদিন ডুমুরজলা থেকে যোগদান মেলায় অংশগ্রহন করেন তাঁরা। সেই সভায় ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই সভা থেকেই শুভেন্দু অধিকারী, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়রা একযোগে আক্রমণ করেন তৃণমূলকে। কার্যত কোণঠাঁসা করেন তাঁদের পুরনো দলকে।

এরপরেইই এর পাল্টা জবাব দেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'অর্থ দিয়ে তৃণমূলকে কেনা যায় না। এতবড় হলেন যে দল থেকে, এখন অন্য দলে গেলেন। অন্য দলে গিয়ে পাতাও গজাতে পারবে না।অনেকে আসবে-যাবে, কিন্তু নদী তার নিজস্ব পথেই চলবে। ঝরাপাতা ঝরে যাবে, গাছ থাকবে। বুথ ছাড়বেন না, বুথ আগলাতে হবে। কেউ অপপ্রচার করতে আসছে, যোগ্য জবাব দিন।'

কৃষকীতি নিয়ে অমিত শাহকে পার্থর পাল্টা খোঁচা, "আমরা কৃষকদের ছ'হাজার টাকা করে দিই। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির অর্থ দিই। এত যখন কৃষক প্রেম তাদের বলি আগে কৃষক বিল বাতিল করুন। ট্রাক্টরের উপরে চাপা দিয়ে মারছে কৃষকদের। পুলিশদের দিয়ে অত্যাচার

করোনা পরিস্থিতিতে প্রথম টেট নির্বিঘ্নেই

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি (হি. স.): মোটের উপর নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল রাজ্যের টেট পরীক্ষা। প্রায় পাঁচ বছর পর এদিন টেট পরীক্ষা হল রাজ্যে। পর্ষদ সূত্রে খবর, সারা রাজ্য জুড়ে এক হাজার কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে। এর মধ্যে কলকাতায় রয়েছে ২৫টি কেন্দ্র। জানা গিয়েছে, রাজ্য জুড়ে প্রায় এক লক্ষ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছেন। করোনা পরিস্থিতি তে কিভাবে পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব তাই নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছিলেন, নির্বাচনের আগেই হবে টেট পরীক্ষা। এমনকি উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের শীঘ্রই নিয়োগ করা হবে বলেও জানান তিনি। সেই মতই এই রবিবার হল টেট পরীক্ষা। তবে করোনা পরিস্থিতিতে পরীক্ষা হওয়ার জন্য একাধিক নিয়মাবলী জারি করেছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।

এদিন বেলা একটা নাগাদ পরীক্ষা শুরু হয়। পরীক্ষা চলে বিকেল তিনটে কুড়ি পর্যন্ত। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের জারি করা নিয়ম অনুযায়ী, প্রত্যেকটি বেঞ্চে একজন করে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেন। দুটি বেঞ্চের মধ্যে নূন্যতম দূরত্ব বিধি ৬ফুট রাখা হয়। একটি পরীক্ষাকেন্দ্রে ২০০ জনের বেশি পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেবে না বলে আগেই জানিয়েছিল পর্ষদ। সেই মতই একটি কেন্দ্রে ২০০ জন করেই পরীক্ষা দিয়েছে। এছাড়াও, মাস্ক ও স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে জানানো হয়েছিল ছাত্র-ছাত্রীদের। এক্ষেত্রে পরীক্ষাকেন্দ্রের। তরফে কোন মাস্ক দেওয়া হয় নি বলেই পর্ষদ সূত্রের খবর। পরিবহণ ব্যবস্থা যাতে রবিবার সচল রাখা হয় সেই বিষয়ে জেলাশাসকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। পরীক্ষার্থীরা যাতে সময়মতো পরীক্ষা কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেন সে বিষয়েও নজর রাখতে বলা হয়েছিল জেলাশাসকদের। এদিকে আজ নোয়াপাড়া থেকে দমদম পর্যন্ত মেট্রো বন্ধ থাকায় ভোগান্তির আশঙ্কা থাকলেও খুব একটা সমস্যা হয় নি বলেই খবর।

হারিয়ে যাওয়া ঘরের ছেলে ফিরছে নিজের ঘরে

রামপুরহাট, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.): মাস চারেক থেকে ছেলেকে হারিয়ে বৃদ্ধ বাবা মা কেঁদে বুক ভাসাচ্ছিলেন। ভেবেছিলেন হয়তো আর ছেলের মুখ দেখতে পাবেন না। কিন্তু বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চ ও স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় অসহায় বাবা মা সন্ধান পেলেন তাঁর সন্তানের। হারিয়ে যাওয়া ঘরের ছেলে লুৎফুল সেখ ফিরছে নিজের ঘরে, নয়াগ্রামে।

বীরভূম জেলার পাইকর থানার মিত্রপুর অঞ্চলের নয়া গ্রামের বাসিন্দা বছর তিরিশেকের অবিবাহিত যুবক লুৎফুল সেখ। বর্তমানে তাঁরা তিন ভাই। চার ভাইয়ের মধ্যে একভাই আগেই স্ট্রোকে মারা গেছেন। মাস চারেক আগে পেটের তাগিদায় হুগলীর সিঙ্গুরে রাজমিস্ত্রীর কাজ করতে যায় সে। তার আগে দীর্ঘদিন মানসিক অবসাদে ভুগেছিল লুৎফুল, বলে এলাকাসূত্রে জানা গেছে। হুগলীতে কাজ করতে করতে হঠাৎ উধাও হয়ে যায় সে। সেখানকার সহকর্মীরা তাঁর বাড়িতে ফোন করে জানায় তাঁর নিরুদ্দেশের কথা। সেই পরিপ্রেক্ষিতে পরিবারের তরফে নিখোঁজের ডাইরী করা হয় পাইকর থানায়। পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুজি চালানো হয় পরিবারের তরফে। বাড়িতে বছর সত্তরের বৃদ্ধ আলি আহম্মদ জাহাঙ্গীর চিন্তায় ছটফট করছেন, সেই সময় তাঁরা আশার আলো পান ছেলের সন্ধান পেয়ে।

জানা গেছে, গত ২৬ শে জানুয়ারি আলিপুরদুয়ার জেলার কামাখ্যাগুড়িতে কিছু যুবক অচৈতন্য অবস্থায় কনকনে শীতের রাতে লুৎফুল সেখকে উদ্ধার করে। তারপর গ্রামের লোকজন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানতে পারে ভারসাম্যহীন অবস্থায় একটি ছেলেকে অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া গেছে যে শুধু মাত্র নিজের গ্রাম " মিত্রপুর" বলতে পারছে। তার চেহারা দেখে তাঁরা সহজেই বুঝতে পারেন এ তাদের লুৎফুল ছাড়া কেউ নয়। তবে বাড়ি মিত্রপুর নয়। তার পাশের গ্রাম নয়াগ্রাম। কোন কারণবশতঃ সে মিত্রপুর বলে ফেলেছে। যদিও, তারপর হাসপাতাল থেকে সে হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। এরপর সংস্কৃতি মঞ্চের সভাপতি অধ্যাপক সামিরুল ইসলাম ও বীরভূম সম্পাদক রিপণ সেখের তৎপরতায় আসামের বিজনিতে তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়। জানা যায়, লুৎফুল মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় ঘোরাঘুরির সময় এলাকার মানুষ তাঁকে ছেলে ধরা মনে করে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ তাকে থানায় আটকে রাখে।

সেই খবর পেয়ে পরিবারের লোকজনের মাথায় দুশ্চিন্তার পাহাড় ভেঙে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দা রিপণ সেখ জানায়, আমাদের অনুরোধে আসামের বাসিন্দা নুরুল লস্কর ও মিস তানিয়ার মধ্যস্থতায় প্রশাসন তাঁকে আটকে রাখে। বিজনির পুলিশ লুৎফুলের বাবা আলি আহম্মদ জাহাঙ্গীরের হাতে ছেলেকে তুলে দেবে বলে জানায়। শেষমেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের মানবিক আচরণে লুৎফুলের বাবা আলি আহম্মদ জাহাঙ্গীর সহ আরেকজন অসমের পথে রওনা দেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ফিরছেন আলি আহম্মদ জাহাঙ্গীর। তাঁরা সরাইঘাট ট্রেনে রবিবার রাত্রে ফিরছেন। স্বভাবতই এখন খুশির হাওয়া বীরভূমের নয়াগ্রামে।

রবিবার ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ে দলীয় কর্মীদের মধ্যে এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে আক্রান্ত ২২৯, মৃত ৯ জন

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি (হি. স.): পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২২৯জন। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠছেন ৩৩৮জন। সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৯৭.২৪শতাংশ। রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৯জনের। এদিকে কমেছে মোট পরীক্ষিত নমুনা অনুযায়ী সংক্রমিত মানুষের হার। ২৪ ঘন্টায় পরীক্ষিত নমুনার ৭.১৩শতাংশ মানুষ এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। রবিবার স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।

এখন রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৫হাজার ৫৫৩জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫লাখ ৬৯হাজার ৯৯৮জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ৫লাখ ৫৪হাজার ২৭২জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ১০হাজার ১৭৩জনের।

এদিকে গত একদিনে কলকাতায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৬১জন। সুস্থ হয়েছেন গত ২৪ ঘন্টায় ৬৮জন। শহরে গত একদিনে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ১জনের। বর্তমানে এখন পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ১২১২জন। এদিকে উত্তর চব্বিশ পরগনায় একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৮জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ১০৩জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ২৫হাজার ৪৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৭৯লাখ ৯৫হাজার ৮৫৪টি। এখন রাজ্যে ১০৩টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

ফের পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.): সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ফেব্রুয়ারিতে ফের পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী । রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তেল সংস্থা ইন্ডিয়ান অয়েলের একটি অনুষ্ঠান রয়েছে ৭ তারিখ হলদিয়াতে। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্যই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে । আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই রাজ্যে ফের আসছেন প্রধানমন্ত্রী।

পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান জানিয়েছেন, 'উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় যাতে নিরবিচ্ছিন্ন পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব হয় তার জন্য ১১০০ কোটি টাকা খরচ করে এলপিজি টার্মিনাল বানানো হয়েছে হলদিয়ায়। সেটি উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়াও আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে লুব্রিকেন্ট বেস অয়েল বানানোর জন্য হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালে ১০০০ কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে গড়ে উঠেছে কারখানা। তার ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করা হবে। শুধু তাই নয় মিনিস্ট্রি অফ রোড ট্রান্সপোর্টের আওতায় একটি রাস্তার প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে।

সূচনা হয়েছে রাধারমণ মন্দির তীর্থ ভ্রমণ কর্মসূচি

করিমগঞ্জ (অসম), ৩১ জানুয়ারি (হি.স.) : আজ সূচনা হয়েছে রাধারমণ মন্দির তীর্থ ভ্রমণের। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভরপুর। গাছপালা ফল ও ফুলের বাহার, পশু-পখির আনাগোনা। কবিগুরুর রাঙামাটির পথ, অর্ধ পাকা আঁকাবাঁকা রাস্তা, সবমিলিয়ে অসাধারণ পুণ্যভূমি মাইজগ্রামে প্রভুপাদ রাধারমণ আশ্রম। রাধারমণ সেবা সমিতির আয়োজনে এবং শ্রীশ্রী গোপাল জিউ, শ্রীশ্রী রাধাবিনোধ জিউ ও শ্রীশ্রী রাধারমণ গোস্বামী জিউ আশ্রমের কেন্দ্রীয় কমিটির সহযোগিতায় ২০২১ সাল থেকে সূচনা হয়েছে প্রভুপাদের অন্যান্য মন্দির পরিক্রমার।

রবিবার করিমগঞ্জ শহরের নিকটবর্তী মাইজগ্রাম মহিশাসন শাখায় তাজপুর প্যারিনগরে অবস্থিত রাধারমণ আশ্রমে বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নানা স্থান থেকে ভক্তরা সমবেত হন। প্রভুর নাম কীর্তন, মহাপ্রসাদ ছাড়া আলোচনা, সংবর্ধনা এবং বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে আশ্রম কমিটির সভাপতি নরেশ শর্মাচক্রবর্তী, সম্পাদক সন্তোষ চক্রবর্তী, ভূমিদাতা পরিবারের পক্ষে পরিতোষ দাশচৌধুরী এবং আশ্রমের শুভচিন্তক রূপক দেবকে। তাঁদের উত্তরীয় পরিয়ে এবং গীতা ও ভারতীয় মনীষীদের ছবি তুলে দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সুনীল পাল, সহ-সভাপতি সত্য রায়, সম্পাদক তরুণ চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ কৌশিক দে, অলোক রায়, রঞ্জিত রায়, জয়ন্ত দেব, রাধারমণ সেবা সমিতির সঞ্জীব দাস, শম্ভু দাশচৌধুরী, সুনয়ন দাস, অনুপ দাস প্রমুখ

দলভাঙাতে বিমান পাঠাও, পরিযায়ী শ্রমিকরা হাঁটার সময় মনে থাকে না : অনুব্রত

ইলামবাজার, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.): "পরিযায়ী শ্রমিকরা যখন হেঁটে আসছিল। তখন তোমার বিমান কোথায় ছিল? খাওয়ার জল দাও নি। আজ দল ভাঙাতে বিমান পাঠালেন। খেলা হবে। ভয়ঙ্কর খেলা হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খেলার রেফারী"। ইলাম বাজার মিলের মাঠে এভাবেই বিজেপির দলভাঙা খেলাকে কটাক্ষ করেন অনুব্রত।

এদিন অনুব্রত বলেন, বীরভূমে সেই খেলায় বিজেপি কি করবে? বিজেপির জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা চিটফাণ্ডে লোকের টাকা মেরে জেল খেটেছে। ও বীরভূমে কি করবে?

এরপর উপস্থিত দলীয় সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, এন আর সি করে মুসলমানকে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে পাঠাবে? আমরা রুখে দেব। ইলামবাজার ভুল করবে না। জানি। আরও বেশী ভোটে চন্দ্রনাথ সিনহাকে আপনারা জেতাবেন জানি। তারপর দলের ভাঙন নিয়ে দলীয় সমর্থকরা কি ভাবছে, সেটা আন্দাজ করে টোটকা দিতে মাভৈ দিয়ে বললেন অনুব্রত, আপনারা ঘাবড়ে যাচ্ছেন, না? নেতারা চলে যাচ্ছে তাই? এখন কি মাস?

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পালংশাক

পালংশাকে থাকা বিভিন্ন ভিটামিন ক্যালসিয়াম, লৌহ শরীরের জন্য উপকারী।'পোপাই-দ্য সেইলর ম্যান' কার্টুনটার কথা মনে আছে?

ওই যে কৌটা থেকে কি যেন একটা খেয়ে অসম্ভব শক্তিশালী হয়ে যেত ছোট খাট রোগা ধরনের লোকটা? তার কৌটার গায়ে লেখা থাকত 'স্পিনাচ' যার বাংলা হল পালংশাক, খাবার টেবিলে যেটা দেখলে অনেক শিশুই হয়ত নাক সিঁটকে ওঠে, বড়-বুড়োদের মধ্যেও কারও হয়ত মন খারাপ হয়ে যায়।বাস্তবে পালংশাক খেলেই হাত-পায়ের পেশি ফুলে উঠবে না সেকথা ঠিক। তবে ভিটামিন এ, বি, সি, কে; ক্যালসিয়াম; লৌহ, 'বেটা ক্যারটিনয়েড' এবং সামান্য ক্যালরির এই শাক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে জোরদার করতে প্রচণ্ড উপকারী।আর করোনাভাইরাসের এই মহামারীর দিনে সবারই চাই শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা।

খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনের আলোকে জানানো হলো সেবিষয়ে বিস্তারিত।সহজেই প্রস্তুত করা যায় এমন খাবারের তালিকা করলে পালংশাক প্রথম সারিতেই থাকবে। আর তা প্রতিদিন খেলেও কোনো ক্ষতি নেই বলে দাবি করেন বিশেষজ্ঞরা।ধারণা করা হয় এই শাক শুধু দৃষ্টিশক্তির জন্য উপকারী। তবে তার উপকারিতা এখানেই সীমাবদ্ধ নয়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও এর ভূমিকা অনন্য।নিয়মিত পালংশাক খেলে অন্তত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য কোনো 'সাপ্লিমেন্ট' খাওয়ার প্রয়োজন হয় না।এর বহুমুখী উপকারিতা প্রধান দিক হল পালংশাক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পেশি গঠনকারী খাবার যাতে অন্যান্য ভিটামিন ও খনিজের পাশাপাশি আছে 'ফোলেট' ও 'লুটেইন'।উদ্ভিজ্জ 'ওমেগা-থ্রি এস'য়ের একটি বড় উৎস এই শাক। এছাড়াও থাকে 'ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস', প্রাকৃতিক রাসায়নিক উপাদান যার আছে প্রদাহনাশক গুণাগুণ এবং সুরক্ষা দেয় বিভিন্ন রোগ ও জীবাণু থেকে।এককথায় এভাবেই শক্তিশালী হয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। কাঁচা অবস্থাতেও পালংশাক খাওয়া যায় এবং সেখান থেকেও মিলবে পটাশিয়াম ও ভিটামিন সি।পালংশাক আবার বিভিন্ন পদের খাবারের অংশ হতে পারে।

বিভিন্ন দেশে ও অঞ্চলে এই শাকের অসংখ্য রন্ধন পদ্ধতি পেয়ে যাবেন। শাকভাজি, ডালের সঙ্গে, স্মুদি বানিয়ে, ডিম দিয়ে ইত্যাদি রেসিপি বেশ সুপরিচিত।

পালংশাকের স্মুদি শরীরচর্চার পর অত্যন্ত উপকারী পানীয়, যা অনেক শরীরচর্চা বিশেষজ্ঞ পান করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।ডিম আরেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ খাবার যা অনেকের প্রিয়, প্রস্তুত করাও সহজ। এই ডিমের পদের পুষ্টিমান কয়েকগুণ বাড়িয়ে নিতে পারেন ডিমভাজা বা 'অমলেট'য়ের সঙ্গে পালংশাক মিশিয়ে দিয়ে। খাওয়ার আগ্রহ কমাতেও ভূমিকা রাখবে এই পদ। ফলে যারা ওজন কমাতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এটি বিশেষ উপকারী।সব ধরনের ডালের সঙ্গে পালংশাক মিশিয়ে খাওয়া যায় এবং কয়েকটি পদ দেশ-বিদেশে তাদের স্বাদের জন্য সুপরিচিত। এমনটি পদ হল চনার ডালের সঙ্গে পালংশাক যা ভারতীয় রন্ধনশৈলীর অংশ।মশুর ডালের সঙ্গে পালংশাকের পদের সঙ্গে বাঙালি মোটামুটি পরিচিত। এই পদে মশুর ডাল যোগান দেয় দস্তা, লৌহ এবং 'লিম্ফোসাইটস'। সঙ্গে পালংশাক যোগ করে 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট' যা সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা দেয়।

বাড়িতে 'নিষিদ্ধ ওষুধ', অর্জুনের প্রেমিকাকে জিজ্ঞাসাবাদ

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর তদন্ত কোন জায়গা থেকে শুরু হয়ে কোথায় গিয়ে ঠেকল! বলিউডে মাদক কেলেঙ্কারি নিয়ে জোরদার তদন্ত করছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো (এনসিবি)। তদন্তে উঠে আসছে, বলিউডজুড়ে মাদকের থাবা শাখা বিস্তার করে আছে। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে এনসিবি আর কত কত সাপ তুলে আনবে, সেটা সময় বলে দেবে। তবে এবার কঠিন এক ফাঁদে আটকেছেন বলিউড তারকা অর্জুন রামপাল। এই অভিনেতাকেও এনসিবির জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হবে। ৯ নভেম্বর অর্জুন রামপালের বান্দ্রার বাসায় তল্লাশি চালায় এনসিবির গোয়েন্দারা। দুই ঘণ্টা খোঁজাখুঁজি করে বেশ কিছু 'নিষিদ্ধ ওষুধ' পেয়েছে তারা। তাদের প্রশ্ন, এসব ওষুধ অর্জুনের বাসায় কেন। অর্জুন আর তাঁর প্রেমিকা গ্যাব্রিয়েলা দেমেত্রিয়াদেসের কাছে এই ওষুধের কোনো মেডিকেল প্রেসক্রিপশন নেই। এনসিবি ইতিমধ্যে গ্যাব্রিয়েলাকে এক দফা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। এই কেসের জনসংযোগ কর্মকর্তা সমীর বানখেড়ে বলেছেন, বৃহস্পতিবার গ্যাব্রিয়েলাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আবার ডেকে পাঠিয়েছে এনসিবি। অর্জুনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হবে কাল শুক্রবার।অর্জুনের প্রেমিকা গ্যাব্রিয়েলার ভাই অ্যাগিসিয়ালস দেমেত্রিয়াদেস। তাঁর বাসাতেও তল্লাশি চালিয়ে মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে এনসিবি। গ্রেপ্তার করা হয়েছে অ্যাগিসিয়ালসকে। এনসিবির দাবি, অ্যাগিসিয়ালস মাদকের বড় চক্রের সঙ্গে জড়িত। মুম্বাইতে কোকেন সরবরাহের জন্য গ্রেপ্তার করা হয় নাইজেরিয়ান নাগরিক ওমেগা গডউইনকে। সেই সূত্র ধরেই তারা পৌঁছে যায় অ্যাগিসিয়ালসের বাড়িতে।বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর মাদক---সংশ্লিষ্টতায় নাম উঠে আসে তাঁর প্রেমিকা রিয়া চক্রবর্তীর। সেই সূত্রেই বলিউডের অভিনেতা, পরিচালক, প্রযোজকদের নামও উঠে আসে। সেই তদন্তেই সম্প্রতি মাদক পাচারের অভিযোগে এনসিবি গ্রেপ্তার করে অভিনেতা অর্জুন রামপালের প্রেমিকা গ্যাব্রিয়েলা দেমেত্রিয়াদেসের ভাই অ্যাগিসিয়ালস দেমেত্রিয়াদেসকে। এনসিবির তৎপরতা দেখে বোঝা যাচ্ছে, বলিউডে মাদক—সংশ্লিষ্টতায় কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। তাঁর প্রমাণ এখনকার বলিউডের সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক নেওয়া তারকা অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনকেও মাদক—সংশ্লিষ্টতায় জিজ্ঞাসাবাদ করে সংস্থাটি। জিজ্ঞাসাবাদের হাত থেকে রেহাই পাননি শ্রদ্ধা কাপুর, সারা আলী খান, রাকুলপ্রীত সিংয়ের মতো অভিনেত্রীরাও।এদিকে মাদক মামলায় আটক প্রযোজক ফিরোজ নাদিয়াদ্দৌলার স্ত্রী শাবানাকে গত মঙ্গলবার ১৫ হাজার টাকার বন্ডে সই করিয়ে জামিন দেন মুম্বাইয়ের আদালত। রোববার মাদক রাখার অভিযোগে শাবানাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এমনকি তাঁর স্বামী ফিরোজকেও মাদক—সংশ্লিষ্টতায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

যে কারণে আনুশকার সঙ্গে বিয়ে হয়নি প্রভাসের

১৫ বছর ধরে 'খুবই ভালো বন্ধু' ৪১ বছর বয়সী প্রভাস আর ৩৯ বসন্ত পার করা আনুশকা শেঠি। জনসমক্ষেও তাঁদের দুজনের বেশ স্বাচ্ছন্দ্য, সাবলীল সম্পর্ক বারবার ধরা পড়েছে ক্যামেরার চোখে। কিন্তু দুজনে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছেন কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে দুজনেই বলেছেন মুখস্থ সেই উত্তর, 'না, আমরা খুবই ভালো বন্ধু।' প্রভাস আর আনুশকার প্রেমকাব্য নিয়ে দিস্তার পর দিস্তা লেখা হলেও কেউ কখনোই স্বীকার করেননি প্রেমের কথা। বিয়ে কবে, কার সঙ্গে বিয়েভক্তদের এ নিয়ে জোর আলোচনা। পাঠকের জন্য দক্ষিণের বড় তারকা গল্পের দ্বিতীয় অংশ আজ।

২০১০ সালে মুক্তি পেল প্রভাস অভিনীত রোমান্টিক কমেডি ধাঁচের 'ডার্লিং' সিনেমাটি। এরপরই প্রভাসের নাম হয়ে গেল ডার্লিং প্রভাস। ২০১২ সালে 'রেবেল' মুক্তির পর প্রভাসকে ভক্তরা রেবেলস্টার প্রভাস নামে ডাকা শুরু করলেন। অথচ দুটি সিনেমাই বক্স অফিসে চূড়ান্ত ব্যর্থ। যদিও দুটি ছবিতে প্রভাসের অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন সমালোচকেরা। 'রেবেল'কে সিনেমা সমালোচক রাধিকা রাজমনী পাঁচের মধ্যে মাত্র দেড় পয়েন্ট দিয়ে লিখেছেন, 'প্রভাসের অভিনয়দক্ষতা আর তামান্না ভাটিয়ার দুর্দান্ত নাচ নিয়ে পরিচালক একটা অদ্ভুত গল্প ফেঁদে কী করবেন, যেন বুঝতে পারছিলেন না।' ছবি ফ্লপ করার কারণ হিসেবে দুষেছেন দুর্বল চিত্রনাট্য আর পরিচালনাকে। সমালোচকেরা বলেন, বড় পর্দায় ৬ ফুট ১ ইঞ্চি উচ্চতা ও ৯৫ কেজি ওজনের প্রভাসের উপস্থিতি আর তাঁর মারমার কাটকাট অ্যাকশনদৃশ্য উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে হইচই ফেলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এই ছবিগুলো ছাড়াও 'মুন্না', 'মিরচি', 'মিস্টার পারফেক্ট', 'অ্যাকশন জ্যাকসন' ছবিগুলোও প্রভাসকে প্রভাস বানাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

প্রভাসের বাবা সব সময় তাঁকে মাটির কাছাকাছি আর বিনয়ী থাকতে বলতেন। বলতেন, একজন তারকার সবচেয়ে বড় গুণ হওয়া উচিত তাঁর বিনয়। সেই কথা হাড়ে হাড়ে মেনে চলেছেন প্রভাস। তাই তো প্রভাসকে বলা 'দ্য হাম্বল সুপারস্টার'। নিজের সঙ্গে সুপারস্টার ট্যাগ লাগাতে নারাজ প্রভাস। প্রভাসের চোখে রজনীকান্ত, কমল হাসান, অক্ষয় কুমার, শাহরুখ খান, সালমান খান আর আমির খানেরা সুপারস্টার। প্রভাসের মতে, একটি---দুটি সিনেমা দিয়ে কেউ সুপারস্টার হতে পারেন না। সুপারস্টার হতে গেলে দশকের পর দশক ধরে একের পর এক দর্শকপ্রিয় সিনেমা উপহার দিয়ে নিজের উচ্চতা ধরে রাখতে জানতে হয়। তাই প্রভাস সুপারস্টার কি না, সেটি নাকি পরিমাপের সময় এখনো আসেনি। সিনেমা হিট হওয়ার জন্য প্রভাস নিজে কখনো কৃতিত্ব নেন না। সমস্ত কৃতিত্ব দেন লেখক, পরিচালক আর কলাকুশলীদের। আর বলেন, 'আমি প্রভাস নই। আমি ''বাহুবলী''ও নই। আমি এসবের আড়ালে একজন ''সিম্পল ম্যান''।'' একের পর এক রেকর্ড।'আদি পুরুষ' সিনেমার জন্য তির চালনো শিখছেন প্রভাস। সেই তির সোজা গিয়ে বিঁধেছে দক্ষিণ ভারতের মহাতারকা রজনীকান্তের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। বুঝলেন না বিষয়টা? বুঝিয়ে বলছি। পরের সিনেমা 'আদি পুরুষ'—এর জন্য ১০০ কোটি রুপি পারিশ্রমিক নেবেন প্রভাস। আর এই পারিশ্রমিক প্রভাসের নাম তুলেছে রেকর্ড বইয়ের নতুন পাতায়। এর আগে 'দরবার' সিনেমার জন্য রজনীকান্ত ৭০ কোটি রুপি নিয়ে যে জায়গা দখল করেছিলেন, প্রভাস নিজেকে নিয়ে গেছেন এর চেয়েও এক ধাপ ওপরে। 'বাহুবলী দ্য বিগিনিং' আর 'বাহুবলী দ্য কনক্লুশন' ছবির জন্য প্রভাস ২০ কোটি আর ৪০ কোটি রুপি পারিশ্রমিক গুনেও গড়েছিলেন রেকর্ড।১৫ বছর ধরে 'খুবই ভালো বন্ধু' ৪১ বছর বয়সী প্রভাস আর ৩৯ বসন্ত পার করা আনুশকা শেঠি। জনসমক্ষেও তাঁদের দুজনের বেশ স্বাচ্ছন্দ্য, সাবলীল সম্পর্ক বারবার ধরা পড়েছে ক্যামেরার চোখে। কিন্তু দুজনে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছেন কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে দুজনেই বলেছেন মুখস্থ সেই উত্তর, 'না, আমরা খুবই ভালো বন্ধু।' প্রভাস একটু ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'ওর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সিনেমা করেছি, সময় কাটিয়েছি, বন্ধুত্বও হয়েছে, তাই লোকে অমন বলে।' আর আনুশকা বলেছেন, 'আমার আর প্রভাসের ১৫ বছরের বন্ধুত্ব। প্রভাসকে আমি রাত তিনটায়ও ফোন করে বকবক করতে পারি। ও আমার ''থ্রি এএম ফ্রেন্ড''।' প্রভাস আর আনুশকার প্রেমকাব্য নিয়ে দিস্তার পর দিস্তা লেখা হলেও কেউ কখনোই স্বীকার করেননি প্রেমের কথা। আবার দুজনেই এই বিয়ে করছেন করবেন করে কেউ বিয়েও করেননি। কে জানে, হয়তো দীপিকা পাড়ুকোন আর রণবীর সিংয়ের মতো এই দুই ভালো বন্ধুও বিয়ের ঘোষণা দিতে পারেন।প্রভাস খুবই রক্ষণশীল পরিবারের ছেলে। তাঁর মা অত্যন্ত কড়া শাসনে তাঁদের তিন ভাইবোনকে মানুষ করেছেন। তাঁদের পরিবার 'লাভ ম্যারেজ'—এর পক্ষে নয়। বিশেষ করে নায়িকাকে ঘরের বউ করে আনায় সম্মতি নেই প্রভাসের মা শিবা কুমারীর। আর প্রভাসও মায়ের অমতে বিয়ে করবেন না। দুই বছর ধরে প্রভাসের মামা পারিবারিক বিবৃতিতে বলে আসছেন, এ বছরই বিয়ে করবেন প্রভাস। 'দুই বছর ধরে প্রভাসের মামা পারিবারিক বিবৃতিতে বলে আসছেন, এ বছরই বিয়ে করবেন প্রভাস। কিন্তু বিয়ের খোঁজ নেই! শোনা গেছে, বিয়ের জন্য ২৩ বছর বয়সী ইঞ্জিনিয়ার মেয়েও ঠিক করা হয়েছে প্রভাসের জন্য। কিন্তু এসব কোনো কিছু নিয়েই টুঁ শব্দটি করেননি প্রভাস। প্রেম, বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করা প্রশ্নের উত্তরে সব সময় লাজুক হাসি দিয়েই এড়িয়ে গেছেন। সালমান খানের পর প্রভাস ভারতের সেকেন্ড মোস্ট এলিজিবল ব্যাচেলর। 'সাহো' সিনেমার প্রচারণায় কাপিল শর্মার শোতে বলা হয়েছিল, প্রভাসের বিয়ের জন্য নাকি পাঁচ হাজার প্রস্তাব জমা পড়েছে। প্রভাস অবশ্য হেসে মাথা নাড়িয়ে বলেছেন, এসব নাকি গুজব।

গোপনে উড়াল দিলেন তাঁরা

ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, মুম্বাই। স্বল্প বিরতিতে বিমানবন্দরের দুই গেট দিয়ে ঢুকেছেন বলিউড তারকা দিশা পাটানি ও টাইগার শ্রফ। সাধারণ পোশাক, মুখে মাস্ক থাকলেও ঠিকই চিনে ফেলেছেন বিমানবন্দরে থাকা এই তারকাদের ভক্তরা। দুই গেট দিয়ে দুই সময়ে ঢুকলে কী হবে, তাঁদের গন্তব্য যে একই। লকডাউনেও ছিলেন এক ছাদের নিচে। এবার লকডাউন শেষেও একসঙ্গে উড়াল দিলেন অজানা গন্তব্যে, ঘুরে বেড়াতে।দিশা আর টাইগারের প্রেম বলিউডে 'ওপেন সিক্রেট'। তাঁরা একসঙ্গে নাচ শেখেন, জিমে যান, একসঙ্গে রাতের খাবারও খান। শুধু প্রেম করছেন কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে দুজনেই বলেন পুরোনো, ক্লিশে ও মুখস্ত উত্তর, 'আমরা খুবই ভালো বন্ধু।'প্রেমের ব্যাপারে ইনস্টাগ্রাম লাইভে টাইগার শ্রফকে জিজ্ঞেস করা হলে একগাল হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি তো দিশার সঙ্গে প্রেম করার যোগ্যই নই।' অন্যদিকে ভারত সিনেমার প্রচারণার সময় এক সাংবাদিক দিশা পাটানিকে প্রশ্ন করেছিলেন এভাবে, 'আপনারা যে প্রেম করছেন, তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। আপনাদের দুজনকে ভক্তরা দারুণ পছন্দ করেন। স্বীকার করেন না কেন?' উত্তরে দিশা বলেছিলেন, 'আমি টাইগারের মন পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু ওকে তো পটাতেই পারছি না। এই সিনেমায় আমার গান হিট করেছে। আমি দুর্দান্ত সব স্টান্ট করেছি। দেখি এইবার আমার প্রেমের ডাকে সাড়া দেয় কিনা। তবে একসঙ্গে ডিনারে গেলেই প্রেম হয়ে যায় না।'টাইগারকে শেষ দেখা গেছে বাঘি থ্রি সিনেমায়। আর দিশাকে মালাং ছবিতে। সম্প্রতি টাইগার গণপথ নামের একটা ফ্রাঞ্চাইজি সিনেমার ঘোষণা দিয়েছেন। এর প্রথম ছবির পোস্টার মুক্তি দিয়েই প্রেমিকার সঙ্গে অজানা গন্তব্যে উড়াল দিলেন তিনি।

বাইরে গেলে মাস্ক, না ফেস শিল্ড

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে বাইরে গেলে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক। কেউ কেউ আবার ফেস শিল্ড বা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের মুখাবরণ পরছেন। অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছে, শুধু মাস্ক পরলেই হবে, নাকি ফেস শিল্ডও ব্যবহার করা উচিত।গবেষণা বলছে, তিন স্তরের কাপড়ের মাস্ক ঠিকভাবে পরলে এবং সামাজিক দূরত্বের নিয়মকানুন সঠিকভাবে অনুসরণ করলে সংক্রমণ থেকে ৯০-৯৫ শতাংশ সুরক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু অনেকে মাস্ক ঠিকভাবে সামলাতে পারেন না। কথা বলার সময় নাক-মুখ বের করে ফেলেন, কারণে-অকারণে থুতনির নিচে মাস্ক নামিয়ে রাখেন। কেউ কেউ আবার ঢিলেঢালা মাস্ক ব্যবহার করেন, ফলে চারপাশে ফাঁক রয়ে যায়। অনেকে আবার মাস্কের বাইরের অংশে বারবার হাত দেন এবং সেই হাত না ধুয়েই নাক-মুখ-চোখ স্পর্শ করেন। কেউ কেউ মাস্ক না ধুয়ে অথবা একবার ব্যবহার করে মাস্ক ফেলে না দিয়ে টানা ব্যবহার করতে থাকেন। এতে সংক্রমণ প্রতিরোধ হয় না। উল্টো বিপদ বেড়ে যায়।ফেস শিল্ডের সুবিধা হলো, এতে কপাল থেকে চিবুক ছাপিয়ে ঢাকা থাকে। ফলে চোখে আলাদা করে গগলস বা চশমা পরতে হয় না, কথা বলতেও সুবিধা হয়। শিল্ড পরা থাকলে চাইলেও অজান্তে চোখে-মুখে-নাকে হাত দেওয়া যায় না, ফলে সংক্রমণের আশঙ্কা কমে। যাঁদের মাস্ক পরলে দম বন্ধ লাগে, ফেস শিল্ডে তাঁদেরও সুবিধা। শিল্ড বারবার জীবাণুমুক্ত করে ব্যবহার করা যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, শিল্ড পরলে মাত্র দেড় ফুট দূরে দাঁড়িয়েও যদি কেউ হাঁচি-কাশি দেন, জোরে কথা বলেন বা হাসেন, সে ক্ষেত্রেও ৯৬ শতাংশ সুরক্ষা পাওয়া যায়।শিল্ডের কিছু অসুবিধাও আছে। এর দুই পাশে কিছুটা ফাঁকা জায়গা থাকে।

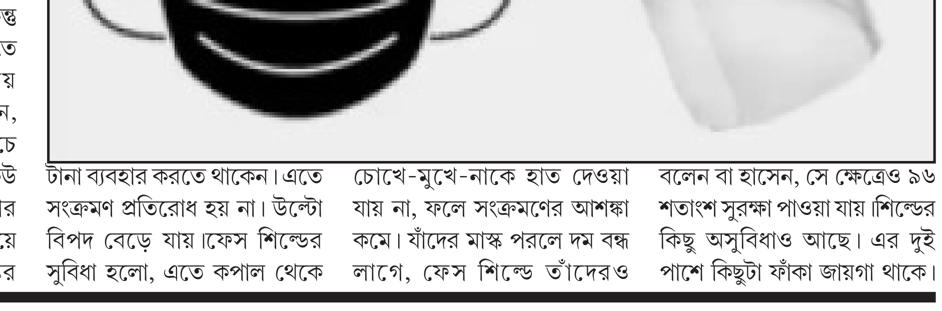

ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স ত্রিপুরা শাখার উদ্যোগে শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ সত্যজিৎ চক্রবর্তীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ছবি- নিজস্ব।

তোমায় ডিভোর্স দেওয়ার কথা দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারি না, সৌমিত্র খাঁকে চিঠি স্ত্রী সুজাতার

কলকাতা, ৩১জানুয়ারি (হি. স.): গত ২০ ডিসেম্বর বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি সৌমিত্র খাঁর স্ত্রী সুজাতা খাঁ। এর পরের দিন অর্থাৎ ২১ ডিসেম্বর তাকে বিবাহ বিচ্ছেদের নোটিশ পাঠান সৌমিত্র বাবু। সেই নোটিশের জবাবে আবেগ প্রবণ চিঠি দিলেন সুজাতা দেবী।

এদিন স্বামী সৌমিত্র খাঁকে দেওয়া চিঠিতে উঠে এসেছে পরতে পরতে ভালবাসার কথা। একসঙ্গে কাটানো মুহূর্তের কথা। চিঠিতে বারবারই সুজাতা দেবী জানিয়েছেন তিনি কোনও মতই ডিভোর্স দিতে চাননা সৌমিত্র বাবুকে। এমনকি বিজেপিই সৌমিত্র খাঁ কে দিয়ে জোর করে বিবাহ বিচ্ছেদের নোটিশ পাঠিয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি।

এদিন চিঠিতে সুজাতা দেবী লেখেন, 'আমার হৃদয়টা হাজারো টুকরোয় ভেঙেছে। আমি যতটা না দুঃখ পেয়েছি, তার থেকেও অনেক বেশি স্তম্ভিত, কীভাবে তুমি আমাকে ডিভোর্সের নোটিস পাঠাতে পারলে? তুমি নোটিসে যেসব কথা লিখেছ, তাতে মনে হচ্ছে এটা একটা মিউচ্যুয়াল ডিভোর্সের মামলা। কিন্তু আমি তো তোমায় ডিভোর্স দেওয়ার কথা কোনওদিনই বলিনি। আমি তো তা দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারি না। তুমি আমার সংসার, জীবন।'

সৌমিত্র খাঁ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন সুজাতা খাঁ এর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তাঁকে ঘরের লক্ষ্মী বলে সম্বোধন করে কেঁদে ফেলেছিলেন। সেই সূত্র ধরে সুজাতা দেবী লেখেন, 'তুমি আমাকে ঘরের লক্ষ্মী বলেছ, সকলের সামনে কাঁদলে। আর তার পরের দিনই ডিভোর্সের নোটিস পাঠালে। সেখানে আমার বিরুদ্ধে কী না কী অভিযোগ তুললে। আমাকে বলেছ আমি তোমাকে নিয়ে সন্দেহ করি। আমি নির্দয়, নিষ্ঠুর, ঝামেলা করি। আমি তোমাকে পরিবারের থেকে আলাদা থাকতে চাপ দিয়েছি- এই সব মিথ্যা অভিযোগ তুলে তুমি তোমায় সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছ সৌমিত্র। আমি তাতে স্তম্ভিত'।

সৌমিত্র খাঁ তাঁর বিভিন্ন জিনিস আটকে রেখেছেন বলে অভিযোগ তোলেন সুজাতা। তিনি বলেন, 'সল্টলেকের বাড়িতে আমার অনেক জিনিস রয়েছে। আমাদের বিয়ের অ্যালবাম, আমার কিছু মূল্যবান জিনিস ওই বাড়িতেই রয়ে গিয়েছে। তুমি যে হেতু ওই বাড়িতে আমাকে ঢুকতে দেবে না বলে জানিয়ে দিয়েছ, তাই আমি অনুরোধ করছি ১ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১২ টা নাগাদ আমাকে একটিবার ঘরে ঢুকতে দিও। আমি আমার জিনিসগুলো নিয়ে চলে আসব।' দিল্লি ফ্ল্যাট থেকেও তিনি তাঁর জিনিস নিয়ে আসতে চান বলে চিঠিতে জানিয়েছেন সুজাতা।

ডুমুরজলার সভা থেকে রাজ্যে 'আসল পরিবর্তনে'র ডাক দিলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়

হাওড়া, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.): ডুমুরজলায় বিজেপির যোগদান মঞ্চ থেকে 'চলুন পালটাই' স্লোগান তুলে 'আসল পরিবর্তনে'র ডাক দিলেন সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের মঞ্চ থেকে ফের একবার নাম না করেই নিজের পুরনো দল তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করেন রাজীব।

শনিবারই দিল্লি গিয়ে বিজেপির প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন রাজীব-সহ পাঁচ তৃণমূল নেতা। তারপরের দিন রবিবারই ডুমুরজলার সভায় বিজেপি নেতা হিসেবে নিজের প্রথম ভাষণে 'সোনার বাংলা' তৈরির ডাক দিলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়।সেইসঙ্গে রাজ্যের শাসকদলকে তীব্র আক্রমণ করে বলেন, রাজ্যের বেকারত্ব ইস্যু থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি সরকার বঞ্চনা করেছে। শাসকদলকে কার্যত তুলোধোনা করে প্রাক্তন বনমন্ত্রী বলেন, "রাজ্যে সংখ্যালঘুদের বিজেপির নামে ভয় দেখানো হয়। অথচ তাঁদের জন্য রাজ্যের শাসকদল কোনও কাজই করেনি। তাঁদের উন্নয়ন হয়নি।" স্বাস্থ্যসাথী-দুয়ারে সরকার প্রকল্প নিয়েও সরব হয়েছেন রাজীব। তিনি বলেন, "২০১১ সালে রাজ্যে আসল পরিবর্তন হয়নি। এবার হবে আসল পরিবর্ত।

এদিনের সভা থেকে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে বাম ও তৃণমূল সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন রাজীব। তাঁর কথায়, "কেন্দ্রের সঙ্গে ঝগড়া করে রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব নয়। গত ৩৪ বছর ধরে বাম সরকার কেন্দ্রের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখেনি। ক্ষমতায় আসার পর সেই ধারা বজায় রাখল তৃণমূলও। তাই কেন্দ্র ও রাজ্যে একই সরকারকে ক্ষমতাসীন করার ডাক দিলেন রাজীব।" তাঁর কথায়, "বাংলায় ডাবল ইঞ্জিন সরকার হবে।"

গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৩ হাজার ৫২ জন

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি (হি. স.) : গত ২৪ ঘন্টায় দেশে একই রয়েছে দৈনিক করোনার সংক্রমণের হার। রবিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় এই মারণ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন ১৩ হাজার ৫২ জন। যার ফলে দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছেছে ১ কোটি ৭ লক্ষ ৪৬ হাজার ১৮৩ জন।

জানুয়ারির শুরু থেকেই ভারতে করোনা সংক্রমণের গ্রাফ কিছুটা নিম্নগামী হয়েছে। গত মঙ্গলবার প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন এই গ্রাফ কমলেও আবার কিছুটা উর্দ্ধমুখী বলাই যায়। দেশে এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৭৮৪ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড ১৯ আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ১২৭ জন। যার ফলে দেশে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ২৭৪ জন। ভারতে করোনা সংক্রমণের হাত থেকে মুক্ত হয়েছেন ১ কোটি ৪ লক্ষ ২৩ হাজার ১২৫ জন দেশবাসী। দেশে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৬.৮৩ শতাংশে পৌঁছেছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৭ লক্ষ্যেরও বেশি করোনা টেস্ট করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে শুরু হয়েছে করোনা প্রতিষেধক দেওয়ার কাজ। এখনও পর্যন্ত মোট ৩০ লক্ষ্যেরও বেশি করোনা যোদ্ধা টিকা পেয়েছেন।

ঝড়খালিতে ডুবল পর্যটক বোঝাই ভুটভুটি, মৃত এক পর্যটক

ঝড়খালি, ৩১ জানুয়ারি (হি. স.) : অতিরিক্ত পর্যটক নিয়ে নদী বক্ষে ভ্রমণ করতে গিয়ে ঘটল বিপত্তি। প্রায় জনা পঁচিশ পর্যটক সমেত একটি ভুটভুটি জলমগ্ন হল দক্ষিন ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ঝড়খালিতে। ঘটনায় একজন সুবোধ বৈতন্য(৬৫) নামে এক পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছেন প্রতিমা দলুই নামে এক মহিলা পর্যটক নিখোঁজ রয়েছেন এখনো। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে অন্যান্য পর্যটকদের মধ্যে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, দক্ষিন কলকাতার কুদঘাট ও গড়িয়া এলাকা থেকে সুন্দরবনের ঝড়খালি বেড়াতে এসেছিলেন একদল পর্যটক। এদিন তাঁরা ঝড়খালি পর্যটন কেন্দ্রে পৌঁছে ভুটভুটিতে চেপে নদী বক্ষে ভ্রমণ করতে গেলে সেখানেই বিপত্তি ঘটে। ক্ষমতার থেকে বেশি যাত্রী নেওয়া হয় ওই ভুটভুটিতে। স্থানীয় মানুষদের দাবি, যেখানে ১২ থেকে ১৫ জন পর্যটককে ওই ভুটভুটিতে নেওয়ার কথা সেখানে প্রায় পঁচিশজন পর্যটককে তোলা হয়েছিল ওই ভুটভুটিতে। আর সেই কারণেই ভারসাম্য হারিয়ে সেটি ঝড়খালি জেটি ঘাটের কাছেই হেড়োভাঙা নদীতে জলমগ্ন হয়। সাথে সাথেই ঝড়খালি কোস্টাল থানার পুলিশ, বন দফতর ও স্থানীয় মানুষ ও অন্যান্যদের ভুটভুটির কর্মীদের সহযোগিতায় দ্রুততার সাথে উদ্ধার করা হয় পর্যটকদের। তবে এখনও এক মহিলা পর্যটক নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে নদী ও আশপাশের খাঁড়িতে।

কুলতলিতে কুপিয়ে খুন, এলাকায় উত্তেজনা

কুলতলি, ৩১ জানুয়ারি (হি. স.) : দক্ষিন ২৪ পরগনার কুলতলি থানা এলাকায় একটি ইটভাটায় কুপিয়ে খুন করা হল এক ব্যক্তিকে। ঘটনায় এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ঘটনায় শুকুর আলি ঢালি ওরফে বুলেট নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, সমাজ বিরোধী বলে পরিচিত বুলেট। তাঁর বিরুদ্ধে কুলতলি থানায় একাধিক অভিযোগ রয়েছে। রবিবার দুপুরে আচমকা তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায় দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলি থানার কুন্দখালি অজন্তা ইটভাটা সংলগ্ন এলাকায়। ঠিক কি কারণে এই খুন তা পরিস্কার নয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালে কুলতলি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করছে। এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে। এই ঘটনার পিছনে কে বা কারা জড়িত সে বিষয়ে শুরু হয়েছে তদন্ত।

মদ্যপানের প্রতিবাদ করতে গিয়ে অসুস্থ বালিগঞ্জ থানার ওসি

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি (হি. স.): মদ্যপানের প্রতিবাদ করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন বালিগঞ্জ থানার ওসি। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। ঘটনাস্থল চক্রবেরিয়া। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার চক্রবেরিয়ায় মদের আসর বসেছিল। সেই আসরের প্রতিবাদ করতে গেলে ওই প্রতিবাদীদের উপর চড়াও হয় দুষ্কৃতীরা। বচসা হাতাহাতি পর্যন্ত গড়িয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে ঘটনাস্থলে অসুস্থ হয়ে পড়েন বালিগঞ্জ থানার ওসি। পরিস্থিতি সামাল দিতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। ভাঙচুর চলে পুলিশের গাড়িতেও। সেই সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন বালিগঞ্জ থানার ওসি। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাঁর।

এবার থেকে প্রতি শনি রবি বার ভিক্টোরিয়ায় দেশাত্মোধক গান বাজাবে কলকাতা পুলিশ

কলকাতা, ৩১জানুয়ারি (হি. স.): ট্র্যাফিক সিগন্যালে রবীন্দ্র সংগীত বাজানোর ব্যবস্থা আগেই করেছে কলকাতা পুলিশের ট্র্যাফিক বিভাগ। এবার প্রতি শনি ও রবিবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে দেশাত্ববোধক গানে মিউজিক বাজাবে কলকাতা পুলিশের ব্যান্ড। মূলত ওই দুদিন কলকাতার এই জনপ্রিয় দর্শনীয় স্থানে ভিড় বেশি হয় বলেই এই উদ্যোগ বলে জানাচ্ছে কলকাতা পুলিশের একাংশ।

লালবাজার সূত্রে খবর, প্রতি শনি ও রবিবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে উপস্থিত হবে কলকাতা পুলিশের ব্যান্ড। সেখানে একের পর এক দেশাত্মবোধক, বাংলা গান শোনাবে তাঁরা। এতে বাংলার সংস্কৃতিও রক্ষা পাবে বলেই তাঁদের মত। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, 'ভিক্টোরিয়াতে শনিবার ও রবিবার ভিড় হয়। তাই মানুষকে আনন্দ দেওয়ার জন্যই এই উদ্যোগ'।

তবে প্রশ্ন উঠছে শহরের এত জায়গা থাকতে কেবল ভিক্টোরিয়াকেই কেন বেছে নেওয়া হল? এই প্রসঙ্গে অবশ্য রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত, যেহেতু ভিক্টোরিয়ায় নেতাজির জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপমানিত করা হয়েছে তাই সেই কারণে প্রতি শনি ও রবিবার সেখানে এই গান বাজানো এক প্রকার শুদ্ধিকরণ।

এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীকে দেখে যাঁরা জয় শ্রী রাম স্লোগন দেন, তাঁরা বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু জানেন না। এটা বাংলার সংস্কৃতি নয়। বাংলার সংস্কৃতি এতে কলুষিত হচ্ছে। ফলে এই কলুষিত সংস্কৃতিকে গঙ্গা জল দিয়ে ধুয়ে সাফ করতেই এই উদ্যোগ।'

প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানালেন সৌরভ

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কৃতজ্ঞতা জানালেন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলি। রবিবার ''মন কি বাত'' অনুষ্ঠানে অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় দলের পারফরম্যান্সকে আলাদা করে তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদের পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা জানাই।

রবিবারের ''মন কি বাত'' অনুষ্ঠানে দেশের যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতের ঐতিহাসিক টেস্ট জয়কে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রথম টেস্টে লজ্জাজনক হারের পর ঘুরে দাঁড়িয়ে যেভাবে ভারতীয় ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সিরিজ জিতে ফিরে এসেছে তা অনুপ্রেরণা জোগাবে তরুণদের। সেকথা টুইটও করেন প্রধানমন্ত্রী।

রবিবারই হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছেন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলি। বাড়ি ফিরে মহারাজ, মোদীকে টুইট করেছেন। লিখেছেন, অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় দলের পারফরম্যান্সকে আলাদা করে তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদের পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা জানাই। বুকে ব্যথা নিয়ে বুধবার হাসপাতালে ভর্তি হন। বৃহস্পতিবারই অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করে সৌরভ গাঙ্গুলির হৃদযন্ত্রে আরও দু'টি স্টেন্ট বসানো হয়েছে। তাঁর দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলি ঠিকঠাক কাজ করছে বলেই জানা গিয়েছে। গতকাল থেকে চিকিৎসকদের পরামর্শে কেবিনে হাঁটাচলাও করছিলেন সৌরভ।

প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত'-এর বক্তব্যকে 'কুমিরের কান্না' বলে কটাক্ষ করলেন দিগ্বিজয় সিং

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত' -এর বক্তব্যকে 'কুমিরের কান্না' বলে কটাক্ষ করলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিং । রবিবার প্রধানমন্ত্রী 'মন কি বাতে' সাধারণতন্ত্র দিবসের ট্র্যাক্টর মিছিলে হওয়া হিংসার প্রসঙ্গ তুলে বলেন, "লালকেল্লার ঘটনায় স্তম্ভিত গোটা দেশ।" প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যকে আক্রমণ করে টুইট করেন দিগ্বিজয় সিং।

রবিবার ছিল বছরের প্রথম 'মন কি বাত'। সেখানেই প্রধানমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, "২৬ জানুয়ারি লালকেল্লায় জাতীয় পতাকার অবমাননা হয়েছে। যা দেখে দেশবাসী স্তম্ভিত।" তাঁর এই মন্তব্যকে আক্রমণ করে টুইট করেন দিগ্বিজয়। লেখেন, ''যখন আরএসএস স্বাধীনতার পরে কয়েক দশক ধরে জাতীয় পতাকা তুলতে অস্বীকার করেছিল, তখন আপনি 'স্তম্ভিত' হননি কেন? এটা কুমিরের কান্না।" সেই সঙ্গে তিনি তুলে এনেছেন দীপ সিধুর প্রসঙ্গও। তাঁর প্রশ্ন, ''দীপ সিধুর ব্যাপারটা কী হল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী? অন্য কৃষক নেতারা যেখানে অনুমতি পাননি, সেখানে উনি কী করে লালকেল্লায় ঢুকবার অনুমতি পেলেন? যখন ওই ঘটনা ঘটছিল, তখন দিল্লি পুলিশই বা কী করছিল? আর হ্যাঁ, দীপ সিধু কোথায়? আমি নিশ্চিত আপনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ওঁর গতিবিধির বিষয়ে অবগত। বোকা বানানো বন্ধ করুন।"

উল্লেখ্য, সাধারণতন্ত্র দিবসে লালকেল্লায় কৃষক সংগঠনের পতাকা 'নিশান সাহিব' উড়িয়েছিলেন বিক্ষুব্ধ কৃষকরা। এই ঘটনায় তোলপাড় হয় গোটা দেশ। নিন্দায় সরব হয় দেশবাসী। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণেও সেই প্রসঙ্গই উঠে এসেছে। এবার তার পালটা দিলেন কংগ্রেস নেতা।

বিজেপি জাতীয় সঙ্গীত গাইতে পারেন না ঠিক করে : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি (হি. স.) : হাওড়ার যে মঞ্চ থেকে দেশেপ্রেম শেখাচ্ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানী, সেই মঞ্চেই জাতীয় সঙ্গীত ভুল গাইলেন বিজেপি-র তাবড় নেতারা। টুইটারে এমন ভাবেই তোপ দাগলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

গতকাল দিল্লিতে গিয়ে বিজেপিতে যোগদান করেছেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈশালী ডালমিয়া সহ একাধিক তৃণমূলের নেতৃত্ব।এদিন ডুমুরজলার স্টেডিয়ামে যোগদান মেলায় ভারচুয়ালি উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সশরীরে হাজির হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানিও। এই মঞ্চেই এদিন অনুষ্ঠান শেষে একসঙ্গে জাতীয় সঙ্গীত গান গেয়ে ওঠেন। কিন্তু সেই গানই শেষের দিকে ভুল গাওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন টুইট করে তিনি লেখেন, 'হাওড়ার যে মঞ্চ থেকে দেশেপ্রেম শেখাচ্ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানী, সেই মঞ্চেই জাতীয় সঙ্গীত ভুল গাইলেন বিজেপি-র তাবড় নেতারা। তাঁরা জাতীয় সঙ্গীতটাও ঠিক মত গাইতে পারলেন না। শেষ লাইনে জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে-র পরিবর্তে তাঁরা আবার জনগণমন অধিনায়কই গেয়ে ফেললেন। আগে ওদের নেতারা জাতীয় সঙ্গীত বদলে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন আর এখন তো সরাসরি, প্রকাশ্যে বিজেপির সভা মঞ্চ থেকে জাতীয় সঙ্গীতকে অপমান করা হচ্ছে।' টুইটে বিজেপি, অমিত শাহ ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ট্যাগ করে প্রশ্ন করেছেন অভিষেক।

তাঁকে নকল করায় বুমরাহকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন কুম্বলে

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.): জশপ্রীত বুমরাহকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন প্রাক্তন ভারতীয় স্পিনার অনিল কুম্বলে।কুম্বলের বোলিং অ্যাকশন নকল করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন ভারতীয় পেসার জশপ্রীত বুমরাহ। বিসিসিআই টুইটারে সেই ভিডিয়ো পোস্ট করেছে। যা দেখে বুমরাহকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন কুম্বলে।

ভারতের প্রাক্তন স্পিনার টুইট করে লিখেছেন, 'ওয়েল ডান বুম। আমার বোলিং অ্যাকশনের কাছাকাছি নকল করেছ। তুমি তরুণ প্রজন্মের ফাস্ট বোলারদের কাছে অনুপ্রেরণা। যারা তোমাকে নকল করে। আসন্ন সিরিজের জন্য তোমাকে শুভেচ্ছা।'

গতকালই বিসিসিআই টুইটার হ্যান্ডেলে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে লিখেছে, 'আমরা সবাই আগুনে ইয়র্কার আর বাউন্সার দিতেই দেখেছি জশপ্রীত বুমরাকে। ভারতীয় পেসারকে এবার দেখা গেল অন্য অবতারে যে ভাবে আগে কখনও দেখা যায়নি তাঁকে। বুম কিংবদন্তি অনিল কুম্বলের বোলিং অ্যাকশন নকল করছেন। প্রায় একই রকম অ্যাকশন দেখা গেল।'

রঘুনাথগঞ্জে বোমাকে বল ভেবে খেলতে গিয়ে বিস্ফোরণে আহত তিন শিশু

মুর্শিদাবাদ, ৩১ জানুয়ারি (হি. স.) : বোমাকে বল ভেবে খেলতে গিয়ে বিস্ফোরণে আহত হল তিন শিশু। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার চর বাজিতপুর এলাকায়। আহত দুই শিশু বর্তমানে জঙ্গিপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁদের পা ও হাতে বোমার স্প্লিন্টারের আঘাত রয়েছে। অপর শিশুকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে, তিন শিশুই এখন বিপদমুক্ত বলে হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন সকালে বাজিতপুর গ্রামের বাসিন্দা সাবিনা ইয়াসমিন(১১), সুমাইয়া পারভীন(৮) বাড়ির কাছের একটি স্কুলের ফাঁকা মাঠে খেলছিল। সেই সময় মাঠে বলের মত একটি জিনিস দেখতে পেয়ে সেটা নিয়ে খেলছিল তাঁরা। আচমকাই তা হাত থেকে পড়ে যাওয়ায় বিস্ফোরণ হয়। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় ওই দুই শিশু। একইসঙ্গে জখম হয় মাঠে উপস্থিত অপর একটি শিশুও। তবে, তাঁর আঘাত গুরুতর না হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

অসম সফরে আসছেন ফ্রান্সের মন্ত্রী বারবারা পম্পিলি, পরিদর্শন করবেন কাজিরঙা পার্ক

গুয়াহাটি, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.) : অসম সফরে আসছেন ফ্রান্সের জলবায়ু পরিবর্তন পরিক্রমা দফতরের মন্ত্রী বারবারা পম্পিলি। ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে উন্নয়নমূলক সম্পর্ক উন্নীত করার লক্ষ্যে পাঁচদিনের কার্যসূচি নিয়ে আসছেন তিনি। ভারত সফরকালে বারবারা অসমের কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানে যাবেন।

জানা গেছে, ফ্রান্সের মন্ত্রী পম্পিলি তাঁর সফরকালে অসমের কাজিরঙার মনোরম দৃশ্য উপভোগ করার পাশাপাশি তিনি এক শৃঙ্গের গণ্ডার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবেন। এছাড়া জাতীয় উদ্যানের বন ও জৈববৈচিতর্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত অসম প্রকল্প (এপিএফবিসি)-এর এক ক্ষেত্রের পাশাপাশি আইআইটি গুয়াহাটিও পরদর্শন করবেন বারবারা পম্পিলি।

সরকারি এক সূত্র জানিয়েছে, ২০১২ সাল থেকে অসমের জৈববৈচিতর্য সংরক্ষণের প্রচেষ্টা, বনাঞ্চলের বিকাশ ও ব্যবস্থাপনা এবং বনের ওপর নির্ভরশীল সম্প্রদায়বর্গের জন্য বিকল্প জীবিকা সৃষ্টির ব্যাপারে এপিএফবিসি-র আর্থিক এবং কারিগরি সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে এই রাজ্যের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে ফ্রান্স ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি। গত ১১ জানুয়ারি প্যারিসে অনুষ্ঠিত ওয়ান প্ল্যানেট সামিটের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রী বারবারা পম্পিলি জৈববৈচিতর্য সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা গড়ে তুলতে ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে সহযোগিতার সম্ভাবনাবলি তুলে ধরবেন।

এছাড়া বিকল্প জীবিকা গড়ে তোলার জন্য দক্ষতা বিকাশ কার্যসূচির বলে উপকৃত স্থানীয় উদ্যোগীদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন ফ্রান্সের মন্ত্রী পম্পিলি। অন্যদিকে, তিনি আইআইটি গুয়াহাটিতে ভারতের প্রথম বীজাণুনাশক প্লাস্টিক বিকশিতকারীর সেন্টার অব এক্সিলেন্স —সাসস্টেইনেবল পলিমার-এর গবষকদের সঙ্গেও মতবিনিময় করবেন ফ্রান্সের জলবায়ু পরিবর্তন পরিক্রমা দফতরের মন্ত্রী বারবারা পম্পিলি।

নাইট কারফিউ চালু হচ্ছে গুজরাটে

বরোদা, ৩১ জানুয়ারি (হি. স.) : ফের নাইট কারফিউ চালু হচ্ছে গুজরাটে। আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাত ১১ টা থেকে ভোর ৬টা অবধি ওই রাজ্যের চারটি বড় শহর আহমেদাবাদ, সুরাত, বরোদা এবং রাজকোট চলবে নাইট কারফিউ। এমনটাই জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের আধিকারিকেরা।

গুজরাটের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব(স্বরাষ্ট্র) পঙ্কজ কুমার রবিবার এই ঘোষণার সময় বলেছিলেন যে, করোনার থেকে সুস্থতার হার দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। দেশে আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কিন্তু করোনা থেকে সতর্ক, সজাগ এবং মারণ ভাইরাসটি সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার জন্য এই কৌশলটি মেনে চলা দরকার রয়েছে। গুজরাট সরকার ইতিমধ্যে রাজ্যে বিয়ের সময় অতিথির সংখ্যা ১০০ থেকে বাড়িয়ে ২০০ করেছে। পঙ্কজ কুমার আরও বলেছেন যে, বড় বড় সমাবেশ, বিয়ের অনুষ্ঠান, উপাসনালয়, মল, রেস্তোঁরা, হোটেল, সিনেমা হল, সুইমিং পুল, জিম, প্রদর্শনী স্কুল, কলেজগুলিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে যাতে চলা হয় সেই দিকটি নিশ্চিত করেছেন। রাজ্য প্রশাসনের তরফে ট্রেন, বিমান এবং মেট্রোতেও যাত্রীদের চলাচলকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে।

হাতির তান্ডবে সন্ত্রস্ত বড়জোড়া

বাঁকুড়া, ৩১ জানুয়ারি (হি. স.) : একদল হাতির তান্ডবে সন্ত্রস্ত বাঁকুড়ার বড়জোড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা। গত কয়েকদিন আগে ৫০ টি হাতির একটি দল ঝাড়গ্রাম বড়জোড়াসীমানা পার হয়ে বাঁকুড়ায় ঢোকে। বিষ্ণুপুর, বাঁকাদহ, সোনামুখী রেঞ্জ পেরিয়ে হাতির দলটি শুক্রবার বেলিয়াতোড় ও বড়জোড়া রেঞ্জের ঢুকেই রীতিমত তাণ্ডব শুরু করেছে। শনিবার রাতে এখানের আরো ৫ টি আবাসিক দাঁতাল দলটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে এখন ৫৫ টি হাতির তাণ্ডবে থরহরি কম্পমান গোটা বড়জোড়া ব্লক।

শনিবার রাতে ৩ টি দলে ভাগ হয়ে যায় হাতির পালটি। তাদের মধ্যে ১৪ টি হাতির একটি দল মাঝরাতে গোসাইপুর গ্রামে ঢুকে সুমন্ত চ্যাটার্জীর বাড়িটি লন্ডভন্ড কৰে দেয়। বাড়ির মালিক সুমন্ত চ্যাটার্জী বলেন, ভগবানের দয়ায় বেঁচে গেছি। মা আর আমি দেওয়াল চাপা পড়ে মারা যেতাম নয়তো হাতি শুঁড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে পা দিয়ে পিষে দিত। বাড়িতে কোনো খাবার না পেয়ে হাতির দল চলে যায় প্রতিবেশী বলদেব ভট্টাচার্যের বাড়ীতে। শক্ত পাকাবাড়িতে হানা দিয়ে এবং উঠানেও কোনো খাবার না পেয়ে পাশের জীতেন গাঙ্গুলীর পাঁচিল ভেঙে ঢুকে পড়ে। এক কাহন খড় সহ ধান খেয়ে সাবাড় করে দেয়। এই হাতির পাল নিয়ে বন কর্তাদের উপর ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকাবাসী। বাড়ি ভেঙে পড়ার পর নিরাশ্রয় সুমন্ত চ্যাটার্জী বলেন, রেঞ্জ অফিসে খবর দিলে ওনারা না এসে আমাকে যেতে বলেন। আমি ওখানে গেলে একটি ত্রিপল ও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ফর্ম ধরিয়ে দেয়।জেলায় হাতি সমস্যার সমাধানে গড়ে ওঠা সংগ্রামী গণমঞ্চের বাঁকুড়া জেলা মুখপাত্র পুষ্পেন্দু সরকার বলেন, এই দুদিনে কয়েকশো বিঘা আলু খেত, গম খেত, সরষে খেত সাবাড় করে দিল হস্তি বাহিনী। এ ব্যাপারে জেলা বন দফতর একেবারে নিশ্চুপ। স্বাভাবিক কারণেই মানুষ ক্ষুব্ধ। বন কর্তারা গ্রামে এলে আটকে পড়বেন সেই আশঙ্কাতেই তারা আসছেন না। পুষ্পেন্দু সরকার বলেন, আমাদের দাবি, ক্ষতিপূরণ নয়! যাদের বাড়ি ভেঙেছে তার নতুন বাড়ি করে দিতে হবে। ফসলের ক্ষতিপূরণ হিসেবে বিঘাপ্রতি উৎপাদিত পন্যের ন্যায্য দাম দিতে হবে। অবিলম্বে হাতি তাড়ানোর উদ্যোগ নিয়ে দলমায় ফেরৎ পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এলাকাবাসী আশঙ্কা এত হাতি যখন জেলায় ঢুকেছে তখন এবার কার প্রাণ কেড়ে নেয় সেই আতঙ্কে ঘুম ছুটেছে বাসিন্দাদের। এই বিষয়ে বাঁকুড়া জেলার মুখ্য বনাধিকারিক কল্যাণ রাই বলেন, হাতি গুলির উপর নজর রাখা হচ্ছে। নিয়মানুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে হাতি গুলিকে ফেরত পাঠানো জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

তৃণমূল কোম্পানি করার জন্য আর লোক থাকবে না : হুঙ্কার শুভেন্দুর

কলকাতা, ৩১জানুয়ারি (হি. স.): '২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কলকাতা আর দক্ষিণ ২৪ পরগণা আরও ফাঁকা করব।' ডুমুরজলার সভা থেকে হুঙ্কার দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি এদিন বিজেপিতে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগদান করায় আনন্দিত হয়ে ছেন বলেও জানান শুভেন্দু বাবু।

এদিন শুভেন্দু অধিকারী বলেন, '২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কলকাতা আর দক্ষিণ ২৪ পরগণা আরও ফাঁকা করব। তৃণমূল কোম্পানি করার জন্য আর লোক থাকবে না।' তিনি আরও জানান, 'আমাদের লক্ষ্য একটাই, দিল্লিতে যে সরকার আছে কলকাতাতেও সেই সরকার হবে'।

অন্যদিকে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'বাংলায় উন্নয়নের জন্য, আমরা একসঙ্গে লড়াই শুরু করেছিলাম। আমাদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল যে আমরা বাংলা তৈরি করব'। পুরোনো দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে শুভেন্দু গলা চড়িয়ে বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস আর রাজনৈতিক পার্টি নেই। প্রাইভেট লিমিটেড হয়ে গিয়েছে। যাঁরা কর্মচারী হতে চান না, মর্যাদা চান, তাঁরা দল ছাড়ছেন। আমাদের রাজ্য ২ কোটি বেকার। তাঁরা চাকরি চান। কেন্দ্রের প্রত্যেকটি স্কিম চালু করা হয়নি বাংলায়। যমের দুয়ার প্রকল্প শুরু করেছে তৃণমূল। কেউ বিশ্বাস করবেন না। ওটা স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নয়, ভোটের সাথী কার্ড। কেন্দ্রের আয়ুষ্মান প্রকল্প আছে। সেই সুবিধা আপনারা পাননি। বিজেপি এলে আয়ুষ্মান প্রকল্পের সুবিধা পাবেন আপনারা'।

রাজীব আসায় আমাদের বৃত্ত পরিপূর্ণ হল, নবাগতদের বিজেপিতে স্বাগত জানিয়ে বললেন শুভেন্দু

হাওড়া, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.): রবিবার হাওড়ার ডুমুরজলায় বিজেপি—র বিশাল যোগদান মঞ্চ থেকে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় সহ নবাগতদের দলে স্বাগত জানান শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার ডুমুরজলার সভায় শুভেন্দু বলেন, '২০০৪ সালে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি একসঙ্গে লড়াই শুরু করেছিলাম। সেইদিন থেকে আমরা মানসিকভাবে এক জায়গায় ছিলাম। আমাদের মধ্যে একটা সমঝোতা ছিল আমরা বাংলার ভাল জন্য কাজ করব, একসঙ্গে কাজ করব। তাই ১৯ ডিসেম্বর শুভেন্দু (বিজেপি—তে) এসেছিল। আজ রাজীব এল। আমাদের বৃত্ত পরিপূর্ণ হল।'

গতকাল শনিবারই দিল্লি গিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, বহিষ্কৃত তৃণমূল বিধায়ক বৈশালী ডালমিয়া, উত্তরপাড়ার দলত্যাগী বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল, হাওড়ার প্রাক্তন মেয়র তথা খ্যাতনামা চিকিৎসক রথীন চক্রবর্তী, রানাঘাটের প্রাক্তন বিধায়ক পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায়, অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ। তার পরের দিন হাওড়ার ডুমুরজলায় বিজেপি—র বিশাল যোগদান মঞ্চ থেকে তাঁদের দলে স্বাগত জানান শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, '২০০৪ সালে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি একসঙ্গে লড়াই শুরু করেছিলাম। সেইদিন থেকে আমরা মানসিকভাবে এক জায়গায় ছিলাম। আমাদের মধ্যে একটা সমঝোতা ছিল আমরা বাংলার ভাল জন্য কাজ করব, একসঙ্গে কাজ করব। তাই ১৯ ডিসেম্বর শুভেন্দু (বিজেপি—তে) এসেছিল। আজ রাজীব এল। আমাদের বৃত্ত পরিপূর্ণ হল।'

এদিন বিজেপি---তে নতুন যোগদানকারী তৃণমূল বিধায়ক, প্রাক্তন বিধায়কদের মধ্যে ছিলেন বর্ষীয়ান রাজনীতিক বাণী সিংহ রায়। তাঁর সম্বন্ধে শুভেন্দু বলেন, 'তৃণমূল যেদিন তৈরি হয়েছিল সে সময় যদি প্রথমজন মুকুল রায় হন, তা হলে দ্বিতীয়জন ছিলেন বাণী সিংহ রায়।' তিনি আরও বলেন, 'হাওড়ার প্রাক্তন মেয়র ডাঃ রথীন চক্রবর্তীকে গোটা রাজ্যের মানুষ শ্রদ্ধা করেন।' উত্তরপাড়ায় বিধায়ক প্রবীর ঘোষালকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর ব্যাপারে শুভেন্দু বলেন, 'তিনি তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে তৃণমূলকে তৃণমূল ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একজন নেত্রী তৈরি করেছেন।'

বালির বিধায়ক বৈশালী ডালমিয়া, প্রাক্তন বিধায়ক পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায়, অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষকেও বিজেপি---তে স্বাগত জানান জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান শুভেন্দু অধিকারী।

শুধু ঠেঙিয়ে নয়, মেরে পগার পার করার নিদান দিলেন অনুব্রত

ইলামবাজার, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.): অনুব্রত মণ্ডল মানেই বঙ্গ রাজনীতির অন্যতম বিতর্কিত ব্যক্তি। রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হোক অথবা বিধানসভা, প্রতি ক্ষেত্রেই তাকেই বিতর্কিত নিদান দিতে দেখা যায়। আর এবারও সেই বিতর্কিত নিদান। দিন কয়েক আগেই অনুব্রত মণ্ডল বিজেপিকে ঠেঙিয়ে পগার পার করার নিদান দিয়েছিলেন। যার পরেই বিতর্ক দানা বাঁধতে শুরু করে। আর এবার এই বিতর্ককে আরও উস্কে দিলো, ঠেঙিয়ে পগার পারে সাথে ''মেরে'' কথাটি সংযুক্ত হওয়ায়। রবিবার ইলামবাজারে তৃণমূলের সভা থেকে এই ''মেরে'' কথাটি সংযুক্ত করে তিনি বলেন, 'এবারের ভোট মমতা ব্যানার্জির ভোট। কারোর কথা না শুনে ভুল না করে ভোট দেবেন তো? মা বোনেরা ঠিক আছেন তো? তাহলে মেরে ঠেঙিয়ে পগার পার করে দিন।'পাশাপাশি কর্মীদের চাঙ্গা করতে তিনি এই সভা মঞ্চ থেকেই পুনরায় বলেন, 'খেলা হবে। খেলা হবে। এই মাটিতেই খেলা হবে। ভয়ঙ্কর খেলা হবে।'

অন্যদিকে সভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলে একাধিক তৃণমূল নেতা-কর্মী তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যাওয়ার ফলে দলের কোন ক্ষতি হবে কিনা এই প্রশ্ন উঠলে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, 'এখন গাছের পাতা ঝরে। পাতাগুলো ঝরে গেলে গাছটা বুড়ো লাগে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

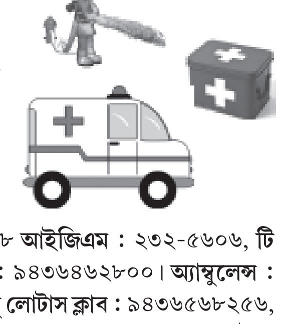

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ **ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উপাচার্যের বক্তব্য বিতর্ক

শান্তিনিকেতন, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.) : তাঁর মন্তব্যে বিতর্ক নতুন নয়। গত কয়েক মাস ধরে বেশ কিছু ঘটনায় সংবাদ শিরনামে বিশ্বভারতী।এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী ও। তবুও নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকা উপাচার্য

বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর গলায় আচমকা শোনা গেল আক্ষেপের সুর !'বিশ্বভারতীর ঐতিহ্য আমরা ধরে রাখতে পারেননি' বলে মন্তব্য করলেন উপাচার্য। যা নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। এক পক্ষ বিষয় টিকে খুবই সাধারণ বিষয় বললেও, অন্যদিকে উপাচার্য মন্তব্য ঘিরে কটাক্ষ করতে শুরু করেছে। শনিবার রাতে শান্তিনিকেতনের ক্লাব মোড়ে ভারত তীর্থ প্রাঙ্গনে নব নির্মিত রামকিঙ্কর মঞ্চের 'ভুল রাস্তা' শীর্ষক একটি নাটক মঞ্চস্থ হয় ।সঙ্গীত ভবনের ভারত বাংলাদেশের দুই ছাত্র দের দ্বারা অভিনীত এবং অধ্যাপক অমর্ত্য মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে নির্মিত নাটক টি মঞ্চস্থ হয়। বিশ্বভারতীর কর্মী পরিষদ আয়োজিত নাটক অভিনয় শেষে শিল্পীদের অভিনন্দন জানাতে গিয়ে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী বলেন, 'আজ মৈত্রী সূচিত হল। একদিকে ভারত বাংলাদেশের দুই শিল্পী সম্মিলিত পরিবেশনা। শুধু তাই নয় এমন ভালো ভালো অনুষ্ঠান আমাদের নতুন প্রজন্ম কেই করতে হবে। তাদেরই বিশ্বভারতীর ঐতিহ্য রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। এরপরেই কার্যত আক্ষেপের সুর ঝরে পড়ল উপাচার্যের গলায়। শিল্পীদের সাধুবাদ জানাতে বক্তব্য রাখেন উপাচার্য। সেই সময় তিনি বলেন, 'আমি সব সময় বলি, বিশ্বভারতী আমাদের সবার । গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ঐতিহ্য দিয়ে গিয়েছেন তা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সবার।' তিনি আরও বলেন, 'কিন্তু, আমরা সেই দায়িত্ব পালন করতে পারিনি । আমরা ব্যর্থ হয়েছি ঐতিহ্য ধরে রাখতে । যে বিশ্বভারতী ছিল সেই বিশ্বভারতীকে আমরা রাখতে পারিনি । এবার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর বড় দায়িত্ব।'

'যে বিশ্বভারতী ছিল সেই বিশ্বভারতীকে আমরা রাখতে পারিনি ।''প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে উপাচার্যের এই মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়ে যায় বিতর্ক। কারন পৌষমেলার মাঠে পাঁচিল দেওয়া।কিংবা পৌষমেলা করতে অপারগ বিশ্বভারতী। এমন একাধিক সিদ্ধান্ত ঘোষনায় বার বার শিরোনামে উঠে এসেছেন বর্তমান উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী।তবে এখানেই খানত না থেকে উপাচার্যের বিরুদ্ধে বিশ্বভারতীর মত রবীন্দ্র প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে বলে অভিযোগও উঠেছে। যা নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী ও।

কারন বোলপুরে নির্বাচনী সভা করতে আসা অমিত শাহ, সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ নিয়েও বিতর্ক বাধে। বিতর্কের লম্বা তালিকায় নয়া সংযোজন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের বিরুদ্ধে বিশ্বভারতীর জমি দখল করে রাখার অভিযোগ। চিঠি পাল্টা চিঠি।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বোলপুর সফরে এসে প্রকাশ্যে উপাচার্যের বিরুদ্ধে নিন্দার সুর চড়িয়েছিলেন ।এমনকি বিশ্বভারতী কে 'সাম্প্রদায়িক আখড়া' বলে কটাক্ষ করে ছিলেন।

এ নিয়ে সমালোচনায় সরব হয়েছে বিশ্বভারতীর আশ্রমিক, পড়ুয়া, প্রাক্তনী থেকে শিক্ষামহলের একটা বড় অংশও। তাঁদের অভিযোগ উপাচার্যের মদতেই বিশ্বভারতীর উপর রাজনীতির কালো ছায়া নেমে এসেছে। তার জেরে বিশ্বভারতীর ঐতিহ্য নষ্ট হচ্ছে ।বিশ্বভারতীর ছাত্র ঐক্যের নেতা সোমনাথ সৌ মতে, 'বর্তমান উপাচার্যের আমলেই সব চেয়ে বেশি রবীন্দ্র আদর্শ থেকে সরে গেছে বিশ্বভারতী।এখন আক্ষেপ করে ভালো সেজে লাভ নেই '

যদিও বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য সবুজ কলি সেন বলেন, 'উপাচার্য যে কথা বলেছেন তা ১০০ ভাগ সত্য। সত্যিই আমরা রবীন্দ্র ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারিনি।'

যদিও নাট্য অনুষ্ঠানের আয়োজক বিশ্বভারতীর কর্মী পরিষদের সম্পাদক কিশোর ভট্টাচার্য অবশ্য পাল্টা যুক্তি, 'উপাচার্য বক্তব্যের ঠিক ব্যাখা হচ্ছে না। নতুন প্রজন্মের নাট্য শিল্পী দের উপস্থাপনা দেখে উপাচার্য তাদের উৎসাহ দিতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। 'তিনি আরও বলেন, 'গান্ধী জী রবীন্দ্র, নেতাজির শুধু জন্ম দিন মৃত্যু দিন বলে নয়। তাদের আদর্শ আমাদের সারা জীবনের পাথেয় হওয়া উচিত। '

যদিও বিশ্বভারতীর জন সংযোগ আধিকারিক অনির্বাণ সরকার এই নিয়ে কোন মন্তব্য করতে চাননি।

জেলে

● প্রথম পাতার পর

হয়েছিল। আদালত তাকে জেল হাজতে পাঠিয়েছে। ওসি জয়ন্তবাবু আরও জানান, পুলিশের জেরায় ধৃত রুফুল ড্রাগস করবারের সঙ্গে জড়িত আরও কয়েকজনের নাম বলেছে। তবে তদন্তের স্বার্থে তাদের নাম প্রকাশে অপারগতার কথা জানান তিনি।

মামলা

● প্রথম পাতার পর

মামলার নিষ্পত্তি করতে ব্যাপক সংখ্যক মানুষজনকে এগিয়ে আসতে দেখা গেছে। এ ধরনের লোক আদালতের মধ্য দিয়ে মুখো মানুষ হয়রানির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন ।স্বভাবতই এ ধরনের লোক আদালতের প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস দিন দিন বেড়ে চলেছে।

১০৩২৩

● প্রথম পাতার পর

সাংবাদিক সম্মেলন করে একটা তথ্য বাদে বাকি সবটা মিথ্যা তথ্য তুলে ধরেন তিনি। সত্য তথ্যটা হলো সেদিন শিক্ষকরা আন্দোলন কোনরকম অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি করেনি। বাকী সমস্ত তথ্য ছিল উনার সম্পূর্ণ মিথ্যা। শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চলছিল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। কারণ শিক্ষক শিক্ষিকারা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সেদিন কথা বলতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের উপর আক্রমণ চালানো হয়েছে। গৌতম দাশ আরও জানান, এ ধরনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পাশে আছে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার এবং বিরোধীদল সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্ব।

সূচনা হল

● প্রথম পাতার পর

পোলিও টিকাকরণের আওতায় আনা হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. দেবাশীষ দাস। তিনি জানান, পশ্চিম জেলায় এবার ৬২,৪৫৪ জন শিশুকে পালস পোলিও ডোজ খাওয়ানোর লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এজন্য জেলায় ৭৫৭টি পোলিও টিকাকেন্দ্র খোলা হয়েছে। যে সকল শিশুরা আজ পালস পোলিও ডোজ খেতে পারবেনা আগামী দু'দিন স্বাস্থ্যকর্মীগণ বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের পালস পোলিও খাওয়াবেন।

জেলা শাসক

● প্রথম পাতার পর

বিধি নিষেধ প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর পুনরায় নির্মাণের কাজ পুনরায় শুরু হয় ।জেলাশাসক শৈলেশ কুমার যাদব রবিবার ছুটির দিনে পার্কটি পরিদর্শনকালে কাজের গুণগত মান খতিয়ে দেখেন। তিনি বলেন অনেক আগেই নির্মাণকাজ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কাজ শেষ হতে অনেকটা সময় দেরি হয়েছে ।তবে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই যাতে নির্মাণ কাজ পুরোপুরি শেষ করে এতে জনগণের জন্য উৎসর্গ করে দেওয়া যায় সে জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জেলাশাসক শৈলেশ কুমার যাদব ।উল্লেখ্য জগন্নাথ বাড়ি সংলগ্ন এই পার্কটিতে প্রতিদিন ব্যাপক সংখ্যক লোকজনের সমাগম ঘটে থাকতো ।প্রাকৃতিক দুর্যোগে পার্কটির দেওয়াল ভেঙ্গে পড়ায় এবং পার্কটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেটি পুনরায় নির্মাণ এর কাজ শুরু করা হয়। আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পের নির্মাণ কাজ করা হচ্ছে ।অংশের মানুষজন অবসর সময় বিনোদনের সুযোগ পাবেন ।দিঘির পাশেই পার্ক অবস্থিত হওয়ায় এক মনোরম দৃশ্য অনুভব করতে সক্ষম হন পর্যটকসহ সকল মানুষজন। সেজন্যই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্মার্ট সিটি প্রকল্পে এই পার্কটি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বরাকে পাঁচ সহ গোটা অসমে ৫০ আসনে প্রার্থী দেবে ভারতীয় গণ পরিষদ, শিলচরে প্রার্থী বিষয়চমক

শিলচর (অসম), ৩১ জানুয়ারি (হি.স.) : বরাকের ১৫টি আসনের মধ্যে এবার কেবল পাঁচটি সহ গোটা রাজ্যে ৫০টি আসনে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল। পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির উপ-সভাপতি বিষয়চমক গোস্বামীকে শিলচর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে টিকিট দেওয়া হবে। রবিবার শিলচর প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় গণ পরিষদের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র আশিস দাস এই তথ্য দিয়েছেন।

আশিস দাস বলেন, ৭০ বছর কংগ্রেসের অপশাসন এবং গত পাঁচ বছরের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতির যাঁতাকলে অসমের বৃহৎ জনগোষ্ঠী বাঙালি জাতি তথা সাধারণ জনগণের দুঃখ দুর্দশার মাত্রা বেড়েই চলেছে। তাই নির্যাতিত অবহেলিত বাঙালি জনগণের অধিকার সুরক্ষিত করতে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের ১২৬ আসনের মধ্যে ৫০ আসনে প্রার্থী দাঁড় করাবে ভারতীয় গণ পরিষদ। তার মধ্যে ২০ জন নিশ্চিতভাবে বিজয়ী হবেন বলে প্রত্যয়ের সঙ্গে দাবি পরিষদের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র আশিস দাসের।

শিলচর আসনে পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির উপ-সভাপতি তথা তারাপুর কালিমোহন রোডের বৈকুণ্ঠধাম আশ্রমের অধ্যক্ষ বিষয়চমক গোস্বামীকে প্রার্থী করা হবে। জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব গোস্বামী শিলচর আসনে বিজয়ী হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে বলে দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করেছেন আশিস। গণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্যের ৫০ আসনের মধ্যে বরাকের শিলচর, উধারবন্দ, কাটিগড়া, সোনাই এবং বড়খলা কেন্দ্রে প্রার্থী প্রক্ষেপ করা হবে বলে আজ ঘোষণা করেছেন দলেন শীর্ষ নেতা।

আশিস দাস আরও বলেন, আত্মনির্ভর ভারত ও দেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যবদ্ধতা তথা ভ্রাতৃত্ববোধ সুসম্পর্কের মাধ্যমে শক্তিশালী ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুররা। তাঁদের এই পবিত্র স্বপ্নকে সাকার করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ভারতীয় গণ পরিষদ প্রয়াস জারি রেখেছে। জনগণকে ভুয়ো ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে কংগ্রেস ও বিজেপি উভয় দলের অপশাসনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছেন রাজ্যের বৃহৎ বাঙালি জাতি তথা সাধারণ জনগণ। কংগ্রেস বিজেপির অপশাসনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে ভারতীয় গণ পরিষদ বিস্তর দৌঁড়ঝাপ শুরু করেছে। তিনি দানান, লাঞ্ছিত নির্যাতিত পশচাদপদ জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০১৫ সালের ২৮ অক্টোবর ভারতীয় গণ পরিষদ দল গঠন করা হয়। ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনের স্বীকৃতি আদায় করেছে তাঁর দল।

দলের কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপাত্র আশিস বলেন, বর্তমান বিজেপি সরকার নানা ফন্দিফিকিরে বাঙালিদের হেনস্তা করছে। 'ডি' ভোটার, এনআরসির নামে চূড়ান্ত হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন বাঙালি জনগণ। 'ডি' ভোটারের নামে কংগ্রেসের মতো বিজেপি সরকারও বাঙালিদেরকে হেনস্ত করছে। 'ডি' ভোটার ইস্যুকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বাঙালি জনগণের সুরক্ষার্থে আগামী নির্বাচনে লড়বে ভারতীয় গণ পরিষদ। একইভাবে এনআরসি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ১৯ লক্ষ বাঙালিকে নাগরিকপঞ্জি থেকে বাদ দিয়ে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বিদেশি সাজানোর ছেলেখেলা করছে সরকার।

আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির উপ-সভাপতি তথা শিলচর আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী বিষয়চমক গোস্বামী বলেন, তিনি কংগ্রেস বা বিজেপির মতো মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাসী নন।

জাতীয়

● প্রথম পাতার পর

কীভাবে ভ্যাকসিন প্রক্রিয়ায় গোটা বিশ্বকে সাহায্য করছে। আসলে বর্তমান ভারত ওষুধ ও প্রতিষেধক তৈরিতে দক্ষ। ক্রিকেটেও আমরা অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছি। বেশ কিছু বাধা সত্ত্বেও ভারত পিচের মাধ্যমে নিজেদের জবাব দিয়েছে। এদিন বিভিন্ন রাজ্যের হস্তশিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের প্রশংসা করেন মোদী। তিনি বলেন, হস্তশিল্পীরা দেশের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। শুধু দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নয়, দেশের বাইরের রাষ্ট্রগুলিতেও এই হস্তশিল্পের বিশেষ চাহিদা রয়েছে।

পাচারের

● প্রথম পাতার পর

বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে ।সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে আমতলী থানার পুলিশ অভিযান চালানোর ফলে পাচারকারীদের প্রয়াস ব্যক্ত হয়েছে।

উল্লেখ্য রাজ্য থেকে গাজা রেলপথ সহ নানা কৌশলে বহির রাজ্যে প্রতিনিয়ত পাচার হচ্ছে। ত্রিপুরায় ব্যাপকহারে গাঁজার চাষ হয় ।ত্রিপুরার মাটিতে উৎপাদিত গাজা প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পাচার হচ্ছে ।গাঁজা চাষ এবং গাজা বাজারজাত করা আইনত নিষিদ্ধ সত্ত্বেও একাংশের অতি মুনাফালোভী লোকজন অতি মুনাফার লোভে এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ চাষ ও গাঁজা পাচার অব্যাহত রেখেছে। পুলিশ গত কয়েকমসে প্রচুর পরিমাণ গাজার ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়েছে। গাঁজা পাচার বন্ধ করার জন্য পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে ।আমতলী থানার পুলিশ ও আজ ভোর রাতে অভিযান চালিয়ে আগরতলা রেল স্টেশন থেকে গাঁজা উদ্ধার করে সাফল্যের নজির স্থাপন করেছে।

চারজনকে

● প্রথম পাতার পর

কালাগাঙ্গের পার থেকে গাড়ি করে কালাছড়ার উত্তর হুরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডের নিজ কন্যার বাড়িতে যায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ। সেখানে গিয়ে মেয়ের ভাসুর ইব্রাহিম আলিকে গালিগালাজ করতে শুরু করে। এক সময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। সিরাজ উদ্দিন রাগান্বিত হয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে ভাসুর ইব্রাহিম আলিকে আঘাত করতে শুরু করে। আর তাতে ইব্রাহিমের শরীরের বেশ কিছু জায়গা কেটে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। তখন তাকে বাঁচাতে এলে তার স্ত্রী স্বপ্না বেগমের উপর লাঠি দিয়ে আঘাত করে সিরাজ উদ্দিন।

সাথে কিল-ঘুষি-লাথি এমনকি স্বপ্না বেগমের গায়ের কাপড় ছিঁড়ে ফেলে বলে অভিযোগ স্বপ্না বেগমের। তাদের আর্তনাদে বাঁচাতে এলে সুলতানা বেগম চৌধুরী ও তাহিরী আলী নামের অপর দুজুন গুরুতরভাবে আহত হন। তারপর আশপাশের মানুষজন জড়ো হতে থাকলে অবস্থা বেগতিক দেখে ঘটনাস্থল থেকে অভিযুক্ত সিরাজ উদ্দিন পালিয়ে যায়। আশেপাশের জনগণ ছুটে এসে আহতদের কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতাল চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন। কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য ইব্রাহিম আলী ও তার স্ত্রী স্বপ্না বেগমকে জেলা হাসপাতালে করেন। পাশাপাশি স্বপ্না বেগম কদমতলা থানায় অভিযুক্ত সিরাজ উদ্দিনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। কদমতলা থানার পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট ধারায় একটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিলেও বর্তমানে অভিযুক্ত সিরাজ উদ্দিন পলাতক। তাছাড়া দিন দুপুরে বাড়িতে এসে এভাবে প্রাণঘাতী হামলা চালানোর পর গোটা উত্তর-হুরুয়া এলাকা জুড়ে তীব্র আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

উঠেছে। রাজ্যে কৃষিক্ষেত্র সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকাশের হার বেড়েছে। ক'ষি, মৎস্যচাষ, দুগ্ধ উৎপাদনে ত্রিপুরাকে স্বয়ংসম্পর্ণ করে তোলার লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার রাজ্যের অন্তিম ব্যক্তির কাছেও উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সুফল পৌঁছে দিচ্ছে। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে ধান চাষের পাশাপাশি ভুট্টা মাসকালাই ডাল চাষের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মৎসচাষে বায়োফ্লক পদ্ধতি উৎসাহিত করা হচ্ছে। দুগ্ধ উৎপাদন বাড়াতে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বাছুরের সংখ্যা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আত্মনির্ভর ত্রিপুরাকে সামনে রেখে এবার নতুন দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসের র‍্যালিতে ত্রিপুরার বাঁশভিত্তিক তৈরি ট্যাবলো দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। তিনি বলেন, শিল্প ও বাণিজ্যে বিনিয়োগ বাড়াতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যে শিল্প স্থাপন প্রক্রিয়া সরলীকরণ করা হয়েছে। রাজ্যের ১৪টি দপ্তরে অনলাইন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ৬০ টি পরিষেবাকে অনলাইনের আওতায় আনা হয়েছে। রাজ্যে ই পি ডি এস সিস্টেম চালু করা হয়েছে। ওয়ান কার্ড ওয়ান নেশন চালু হয়েছে। রাজ্য সরকার পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়ে বহুতল আবাসন নির্মাণেও উদ্যোগী হয়েছে। লাইট হাউস প্রকল্পে আগামী ১ বছরে ১০০০টি আবাসন নির্মাণ করা হবে। এতে গরীব অংশের মানুষ উপকৃত হবেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাব্রুমে মৈত্রী সেতু চালু হলে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে রাজ্যে বাণিজ্যক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হবে। সাব্রুমে গড়ে উঠছে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও সুসংহত স্থলবন্দর। এতে আগামী দিনে ত্রিপুরায় বিপুল কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। সম্মেলনে প্রেস কাউন্সল অফ ইণ্ডিয়ার সদস্য সি কে নায়েক তাঁর বক্তব্যে দেশ ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে কাউন্সিলের বিভিন্ন কার্যাবলি তুলে ধরেন। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সভাপতি গীতার্থ পাঠক ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাবিনা ইন্দ্রজিৎ, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার ও ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সভাপতি সৈয়দ সাজ্জাদ আলি। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী জায়া নিতি দেব। প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার তাঁর বক্তব্যে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। তিনি করোনা পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার সাংবাদিক কল্যাণে যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তা প্রশংসনীয় বলে উল্লেখ করেন। সম্মেলন শেষে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের একটি ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করেন।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

দিয়েছেন, কৃষকরা চাইলে এখনও তাঁর সরকার এই বিতর্কিত আইন সাময়িকভাবে স্থগিত করে রাখতে রাজি আছে। বিরোধী সাংসদদের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী বলেন,''আমরা কৃষকদের এই আইন স্থগিত রাখার যে প্রস্তাব দিয়েছিলাম তা এখনও আছে। আমার সরকার এখনও ১৮ মাসের জন্য এই আইন প্রত্যাহারে প্রস্তুত।'' মোদী জানান, "কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর এখনও কৃষকদের ফোনের অপেক্ষায়। আমরা কৃষকদের এও বলেছি যে, আইন প্রত্যাহার ছাড়া বিকল্প কোনও প্রস্তাব থাকলে, আপনারাও সেই প্রস্তাব রাখতে পারেন।"

আসলে গতকাল সর্বদল বৈঠকে বিরোধীদের মাধ্যমে কৃষকদের কোর্টে বল ঠেলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ফলে একপ্রকার বাধ্য হয়েই পালটা বিবৃতি দিতে হয়েছে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চাকে। তারা একদিকে যেমন জানিয়ে দিয়েছে, আগের মতোই সরকারের সঙ্গে আলোচনার রাস্তা খোলা আছে, তেমনই আরও একবার স্পষ্ট করে দিয়েছে, আইন প্রত্যাহার ছাড়া সরকারের অন্য কোনও পদক্ষেপেই আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে না।

যোগের সম্ভাবনা

আটের পাতার পর

এসেছে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য। বিস্ফোরণে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ব্যবহার করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আইইডি-তে আরডিএক্স থাকলে বিস্ফোরণে আরও বেশি ক্ষতি হতে পারত। স্প্লিন্টার হিসেবে বোমাটিতে ছিল বল বিয়ারিং।

এদিকে এই বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেছে জইশ-উল-হিন্দ । জইশ-উল-হিন্দ নামের কোনও জঙ্গি গোষ্ঠীর নাম এতদিন পর্যন্ত অজানাই ছিল। কোন টেলিগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে মেসেজটি করা হয়েছে, গোয়েন্দারা খতিয়ে দেখছেন সেই দিকটিও।

উদযাপিত গুয়াহাটিতে

আটের পাতার পর

এশ পয়সত্তর বছরীয়া বর্ণিল ইতিহাস আরু বহিঃপ্রেক্ষাপট'' শীর্ষক একটি স্মরণিকা উন্মোচন করা হয়েছে। এর সঙ্গে ড় সুনীল পবন বরুয়ার 'প্রেস ইন আসাম : অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক পুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণও উন্মোচন করা হয়েছে আজ। অনুষ্ঠানে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেছেন ড় সুনীল পবন বরুয়াও। অনুষ্ঠানে 'ডিসরাপশন অ্যান্ড ভয়েজ অব মিডিয়া' শীর্ষক বক্তৃতা দিয়েছেন 'সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কস অব ইন্ডিয়া'র অধিকর্তা প্রবীরকুমার দাস।

খুলতে চলেছে স্কুল

আটের পাতার পর

চলতে বলা হয়েছে। পুনে পৌর কর্পোরেশন (পিএমসি) ১ ফেব্রুয়ারি থেকে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির ক্লাস চালু করছে। অন্যদিকে থানেতে ২৭ জানুয়ারি থেকে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছে। পঞ্জাব সরকারের শর্তসাপেক্ষ অনুমোদনের পরে, সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি স্কুলগুলি ফেব্রুয়ারির ১ তারিখ থেকে প্রাথমিক শ্রেণির ক্লাস শুরু করতে চলেছে। জানুয়ারি ৭ থেকেই এ রাজ্যে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছে। ১ ফেব্রুয়ারি থেকে অন্ধ্রপ্রদেশে পঞ্চম শ্রেণির ক্লাস শুরু হচ্ছে। পুরোদমেই শুরু হচ্ছে প্রাথমিক শ্রেণির ক্লাস। রাজ্য শিক্ষা বিভাগ এ বিষয়ে গাইডলাইন জারি করেছে। তবে জানানো হয়েছে পড়ুয়াদের অভিভাবকের লিখিত সম্মতিতে কলা সে আসতে পারবে পড়ুয়ারা। নির্দেশিকা অনুসারে, প্রতিটি ক্লাসে ২০ জন পড়ুয়া থাকতে পারবেন। অন্যদিকে এই রাজ্যে নভেম্বরেই খুলে গেছে কলেজ। স্কুল শিক্ষা অধিদফতরের জারি করা নির্দেশ অনুযায়ী, হরিয়ানায় ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণির ক্লাস চালু হয়ে যাচ্ছে। তবে অভিভাবকের লিখিত সম্মতিতে ক্লাসে আসতে পারবে পড়ুয়ারা। একই সঙ্গে পড়ুয়াদের চিকিৎসকের কাছ থেকে ফিট সার্টিফিকেট আনতে হবে। হিমাচল প্রদেশে ১ ফেব্রুয়ারি থেকে এরাজ্যেও অষ্টম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি অবধি ক্লাস পুনরায় চালু হবে। রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত এবং শীতকালীন ছুটির দিনগুলিতে যে স্কুলগুলি রয়েছে তারা ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আবার ক্লাস শুরু করবে।

৫ আইনজীবী

আটের পাতার পর

অভিযোগে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইমপিচমেন্টের দ্বিতীয় শুনানি আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি। তার আগে ট্রাম্পের ডিফেন্স টিমের অন্যতম দুই সদস্য দক্ষিণ ক্যারোলিনার আইনজীবী বাচ বোওয়ার্স ও ডেবোরা বার্বিয়া ট্রাম্পের সঙ্গ ছেড়েছেন মূলত মতানৈক্যের কারণে। সরে গিয়েছেন উত্তর ক্যারোলিনার অ্যাটর্নি জোশ হাওয়ার্ডও। সেই সঙ্গে দক্ষিণ ক্যারোলিনার জনি গ্যাসার ও গ্রেগ হ্যারিসও মামলা থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্টকে। স্বভাবতই নতুন আইনজীবী খোঁজায় মন দিয়েছেন ট্রাম্প। জানা যাচ্ছে, আগামী এক থেকে দু'দিনের মধ্যেই নতুন আইনজীবীদের নাম ঘোষণা করতে মরিয়া তিনি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও আইনজীবীই তাঁর হয়ে লড়ার কথা জানাননি। বরং বিষয়টি এড়িয়ে যেতেই চাইছেন বেশির ভাগ আইনজীবী।

ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ রিপাবলিকান শিবিরের দাবি, শুনানির সময় খুব সহজ যুক্তি দেবেন তাঁরা। তাঁদের মতে, এই বিচার অসাংবিধানিক কেননা তিনি আর ক্ষমতাসীন নন। আবার অন্য রিপাবলিকান নেতারা অনেকেই মনে করছেন, নির্বাচনের পরে ট্রাম্পের আচরণ ঠিক ছিল না। সব মিলিয়ে ট্রাম্পকে নিয়ে রীতিমতো দ্বিধাবিভক্ত রিপাবলিকানরাও।

এদিকে ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ে সমর্থকদের হামলার ঘটনায় ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ এক ব্যবসায়ীয়ই টাকা ছড়িয়েছিলেন বলে দাবি করেছে 'দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল'। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী, সাড়ে তিন কোটি ডলার খরচ হয়েছিল। এর মধ্যে ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকাই দেন ওই ব্যবসায়ী জুলি ফান্সেলি। শুধু তাই নয়, ভোটের প্রচারের জন্যও ট্রাম্পকে অনেক অর্থসাহায্য করেছিলেন তিনি। অবশ্য ওই ব্যবসায়ী এমন দাবিকে স্বীকার করেননি।

াঙ্গন

রবিবার আগরতলায় জিমের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব

পরের ম্যাচেই শিরোপা চাই বায়ার্নের

বাকি তিন রাউন্ডে একটি জয় পেলেই লক্ষ্য পূরণ হবে বায়ার্ন মিউনিখের। অন্য কোনো হিসেব ছাড়াই টানা অষ্টমবারের মতো নিশ্চিত করবে লিগ শিরোপা। তবে অপেক্ষায় থাকতে চান না দলটির কোচ হান্স ফ্লিক। পরের ম্যাচেই পরতে চান মুকুট।অবনমনের শঙ্কায় থাকা ভার্ডার ব্রেমেনের মাঠে আগামী মঙ্গলবার খেলতে নামবে বায়ার্ন। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ১২টায়।এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে দলে ফিরছেন মৌসুমের সর্বোচ্চ গোলদাতা রবের্ত লেভানদোভস্কি এবং এক মৌসুমে সর্বোচ্চ অ্যাসিস্টের রেকর্ড থেকে এক ধাপ দূরে থাকা টমাস মুলার। হলুদ কার্ডের খাড়ায় গত শনিবার বরুসিয়া মনশেনগ্লাডবাখের বিপক্ষে দলের ২-১ গোলে জেতা ম্যাচে ছিলেন না আক্রমণভাগের এই দুই খেলোয়াড়।এক দশক ধরে ব্রেমেনের মাঠে জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছে বায়ার্ন। এই সময়ে এখানে ১২টি ম্যাচ জিতেছে তারা। আগামী ম্যাচে সংখ্যাটাকে ১৩ করতে পারলেই নিশ্চিত হবে তাদের ৩০তম লিগ শিরোপা। ফ্লিকের অভিষেক মৌসুমে ‘ট্রেবল’ জয়ের লক্ষ্যে প্রথম ধাপ পেরুবে তারা। কোচিং ক্যারিয়ারে প্রথম লিগ শিরোপা জয়ের স্বাদ পেতে মোটেও দেরি করতে চান না গত নভেম্বরে দায়িত্ব পাওয়া ফ্লিক।“মঙ্গলবারেই আমরা কাজটা শেষ করতে চাই। এটাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা দারুণ ছন্দে আছি এবং জয়ের ধারা ধরে রাখতে চাই।”“লক্ষ্য হলো ব্রেমেনে আবারও জেতা। আমরা

হিসেবটা চুকিয়ে ফেলতে চাই।”শেষ ১০ লিগ ম্যাচেই জিতেছে বায়ার্ন।

আসছে ম্যাচে জিতলে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে থাকা বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের চেয়ে ১০ পয়েন্টে এগিয়ে যাবে দলটি। ডর্টমুন্ডেরও হাতে আছে তিন ম্যাচ।গত ডিসেম্বরে প্রথম লেগে ব্রেমেনকে ৬-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছিল বায়ার্ন। জোড়া গোল করেছিলেন লেভানদোভস্কি। এখন পর্যন্ত তার গোলসংখ্যা ৩০। মৌসুমে ২০ অ্যাসিস্ট করা মুলারও সেদিন পেয়েছিলেন জালের দেখা।চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলে লেভানদোভস্কি করেছেন ৪৫ গোল। আর এক গোল করলেই বুন্ডেসলিগায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড গড়বেন তিনি। ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ মৌসুমেও লিগে ৩০ গোল করেছিলেন এই পোলিশ স্ট্রাইকার।শেষ দুই ম্যাচে জয় পেলেও বায়ার্নের পারফরম্যান্স আশানুরূপ ছিল না। গত বুধবার আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে জার্মান কাপের ফাইনালে ওঠে তারা। তিন দিন পর একই ব্যবধানে মনশেনগ্লাডবাখকে হারিয়ে পৌঁছে যায় লিগ শিরোপার খুব কাছে।চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ ষোলোর প্রথম লেগে চেলসির মাঠে ৩-০ গোলে জিতে কোয়ার্টার-ফাইনালে এক পা দিয়ে রেখেছে বায়ার্ন। তাতে সাত বছরের মধ্যে দ্বিতীয় ট্রেবল জয়ের আশা ভালোভাবেই টিকিয়ে রেখেছে জার্মানির সফলতম দলটি। ২০১২-১৩ মৌসুমে ট্রেবল জয়ের কীর্তি গড়েছিল তারা।

এইবারের বিপক্ষে ফিরছেন আজার-আসেনসিও

পুনরায় শুরু হওয়া লা লিগায় মাঠে নামার আগে দারুণ এক সুখবর পেল রিয়াল মাদ্রিদ। চোট কাটিয়ে এই ম্যাচের দলে ফিরেছেন ফরোয়ার্ড এদেন আজার ও মার্কো আসেনসিও।আলফ্রেদো দি স্তেফানো স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রোববার রাত সাড়ে ১১টায় এইবারের মুখোমুখি হবে রিয়াল।আসেনসিও দলে ফিরলেন ১১ মাস পর। গত বছরের জুলাইয়ে আর্সেনালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে বাঁ পায়ের হাঁটুতে চোট পেয়ে ছিটকে পড়েন লম্বা সময়ের জন্য। ২০১৯-২০ মৌসুমে তিনি আর মাঠে নামতে পারবেন না বলেই ধারণা করা হয়েছিল। তবে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বদলে গেছে পরিস্থিতি, যা তাকে সুযোগ করে দিয়েছে এই মৌসুমেই আবার মাঠে নামার।আজারের ক্ষেত্রেও বিষয়টি অনেকটা একইরকম। তার ডান পায়ে অস্ত্রোপচার হয় গত মার্চে; তাতে মৌসুমের বাকিটা শেষ হয়ে যাওয়ার শঙ্কা ছিল প্রবলভাবে।

তবে লিগ স্থগিত থাকায় গত তিন

মাসে সেরে ওঠার সুযোগ পেয়েছেন বেলজিয়ান ফরোয়ার্ড। নতুন করে নিজেকে প্রমাণের সুযোগ পেয়েছেন অভিষেক মৌসুমে এখন পর্যন্ত মাত্র একটি গোল করা আজার। মৌসুমের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই দুজনকে ফিরে পেয়ে বেশ খুশি জিদান। “ভালো খবর হলো, তারা দুজনই অন্য খেলোয়াড়দের মতো প্রস্তুতির সময় পেয়েছে। আসেনসিও স্বাভাবিকভাবে অনুশীলন করছে, আজারও তাই। দুজনকেই পাওয়া যাবে (এইবারের বিপক্ষে)। এটি আমাদের জন্য ভালো খবর।” নতুন করে ফেরার আগে অবশ্য একটা শূন্যতা আছে রিয়াল শিবিরে। লুকাস ভাসকেসকে পাচ্ছে না দলটি। মার্কার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পেশির চোটে ভুগছেন তিনি। ক্লাবের পক্ষ থেকে অবশ্য তেমন কিছু জানানো হয়নি। তবে এইবার ম্যাচে ২৩ জনের স্কোয়াডে তাকে রাখেননি কোচ জিদান। লিগে বাকি আছে ১১ রাউন্ডের খেলা। শীর্ষে থাকা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার চেয়ে ২ পয়েন্ট পিছিয়ে আছে রিয়াল।

‘নেতা-গোলদাতা’ রোনালদোর অভাব বোধ করে রিয়াল

গোল করায় তার জুড়ি ছিল না। সেই সঙ্গে আরও ভালো করতে উজ্জীবিত করতেন সতীর্থদের। দলে ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর এই ভূমিকাগুলো রিয়াল মাদ্রিদ খুব মিস করে বলে জানিয়েছেন দলটির মিডফিল্ডার লুকা মদ্রিচ।রিয়ালের হয়ে দীর্ঘ ৯ বছরের বর্ণিল ক্যারিয়ারের ইতি টেনে ২০১৮ সালের জুলাইয়ে ১১ কোটি ২০ লাখ ইউরো ট্রান্সফার ফিতে সেরি আ চ্যাম্পিয়ন ইউভেন্তুসে নাম লেখান রোনালদো।রিয়ালের হয়ে চারটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও দুটি লা লিগাসহ অসংখ্য শিরোপা জেতেন রোনালদো। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ক্লাবের ইতিহাসে রেকর্ড ৪৫০ গোল করা পর্তুগাল অধিনায়ক সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে থাকার সময় বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার জেতেন চারবার।রিয়ালের হ্যাটট্রিক চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা জয়ে রোনালদোর ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তার চলে যাওয়ার পরের মৌসুমে প্রতিযোগিতাটির শেষ ষোলো থেকে বিদায় নেয় দলটি।ইউরোপ সেরা প্রতিযোগিতার এবারের আসরেও খুব একটা ভালো অবস্থানে নেই মাদ্রিদের দলটি। করোনাভাইরাসের কারণে মৌসুম স্থগিত হওয়ার আগে শেষ ষোলোর প্রথম লেগে তারা ঘরের মাঠে ম্যানচেস্টার সিটির কাছে হারে ২-১ ব্যবধানে।বর্ষসেরা ফুটবলার হওয়ার লড়াইয়ে রোনালদো ও লিওনেল মেসির এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা আধিপত্যে ছেদ ঘটিয়ে ২০১৮ সালে পুরস্কারটি জিতে নেন মদ্রিচ। সোমবার গাজ্জেত্তা দেল্লো স্পোর্তকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এক সময়ের সতীর্থকে প্রশংসায় ভাসান এই ক্রোয়াট তারকা।“রোনালদো সর্বকালের সেরাদের একজন। আমরা তার গোল ও অনুপ্রেরণাদায়ী ভূমিকার অভাব অনুভব করি। ক্রিস্তিয়ানো সবসময় জিততে চায়। সে আমাদের অনুপ্রাণিত করত এবং সেরাটা বের করে আনত।”“একজন মানুষ হিসেবে সে দশে দশ। বড় হৃদয়ের এবং প্রয়োজনের সময় সবাইকে সহযোগিতা করতে সে সবসময় প্রস্তুত।”নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েও কথা বলেন ৩৪ বছর বয়সী মদ্রিচ। সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ের দলের সঙ্গে তার চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে ২০২০-২১ মৌসুম শেষে। এখানেই ক্যারিয়ার শেষ করার ইচ্ছা তার।

ইউভেন্তুসের প্রতিপক্ষ নাপোলি

আগের দিন এসি মিলানকে পেছনে ফেলে ফাইনালে উঠেছে ইউভেন্তুস। এবার নির্ধারণ হয়ে গেল ইতালিয়ান কাপের শিরোপা লড়াইয়ে তাদের প্রতিপক্ষও। মিলানের আরেক দল ইন্টার মিলানকে হারিয়ে টুর্নামেন্টের শেষ ধাপে পা রেখেছে নাপোলি।নাপোলির মাঠ সান পাওলোয় শনিবার রাতে শেষ চারের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। তবে প্রথম লেগে ১-০ গোলে জেতায় দুই লেগ মিলে ২-১ অগ্রগামিতায় ফাইনালে ওঠে নাপোলি।ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটে ক্রিস্তিয়ান এরিকসেনের অসাধারণ গোলে এগিয়ে যায় ইন্টার। ডেনমার্কের এই মিডফিল্ডারের ডান পায়ের বাঁকানো কর্নারে বল সবাইকে ফাঁকি দিয়ে শেষ মুহূর্তে গোলরক্ষক দাভিদ অসপিনার পা ছুঁয়ে জালে জড়ায়।৪১তম মিনিটে খেলার ধারার বিপরীতে দারুণ এক পাল্টা-আক্রমণে সমতা টানেন দ্রিস মের্টেন্স। ক্ষিপ্র গতিতে বল পায়ে ডি-বক্সে ঢুকে লরেন্সো ইনসিনিয়ে পাস বাড়ান ডানদিকে। ফাঁকায় বল পেয়ে প্লেসিং শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন মের্টেন্স।এতে নাপোলির হয়ে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড গড়েছেন বেলজিয়ামের এই ফরোয়ার্ড। ১২১ গোল করে এতোদিন রেকর্ডে তার সঙ্গী ছিলেন স্লোভাকিয়ার মারেক হামসিক।আগামী ১৭ জুন রোমের ফাইনালে টুর্নামেন্টের রেকর্ড ১৩ বারের চ্যাম্পিয়ন ইউভেন্তুস মুখোমুখি হবে নাপোলি।

স্টোকসের এক আচরণে আপ্লুত আর্চার

ব্যাপারটা জফরা আর্চারের জন্য আবেগেরই। বেন স্টোকসকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সেই আবেগটা তিনি গোপন রাখেননি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের সময় স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করে তিনি সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। প্রচণ্ড খারাপ সময়ে তাঁর পাশে স্টোকস দাঁড়িয়েছিলেন। বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সহমর্মিতার হাত। আর্চার তো আবেগী হবেনই।ঘটনাটা তিনি খুলে বলেছেন ব্রিটিশ গণমাধ্যমে লেখা এক কলামে। সেই সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের বিপক্ষে পরের টেস্ট দুটিতে স্টোকসকে ইংল্যান্ড পাচ্ছে না বলে। বাবার অসুস্থতার খবর শুনে ইংলিশ অলরাউন্ডার পাড়ি দিয়েছেন তাঁর জন্মভূমি নিউজিল্যান্ডে।

আগরতলায় বিবেকানন্দ ময়দানে মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব

ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়নের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়নের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন উৎসাহ উদ্দীপননার মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সম্মেলন উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সভাপতি গীতার্থ পাঠক, ন্যাশনাল জার্নালিস্টস ফেডারেশন এবং ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস ইউনিয়নের সেক্রেটারি জেনারেল সাবিনা ইন্দ্রজিৎ, পিসিআই মেম্বার সি কে নায়েক, ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়নের সভাপতি সৈয়দ সাজ্জাদ আলী, ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস ইউনিয়নের ন্যাশন্যাল সেক্রেটারি তথা ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রণব সরকার। সম্মেলনের উদ্বোধন করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন ভালো সরকার এবং ভালো সাংবাদিকতা একে অপরের পরিপূরক। সরকার যেমন কাজ করে সাধারণ মানুষের জন্য, তেমনি সাংবাদিকরাও মানুষের সমস্যা নিয়ে কথা বলেন। কিন্তু কোন কোন সাংবাদিকতা সামঞ্জস্য রাখে না। কারুর বিরুদ্ধে লিখতে হলে অন্তত তার বক্তব্যও রাখা চাই বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। করোনা পরিস্থিতিতে রাজ্যের সাংবাদিকরা যেভাবে সাধারণ মানুষ এবং সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছে তার জন্য সাংবাদিকদের অভিনন্দন জানান মুখ্যমন্ত্রী। সম্মেলনে পুরোনো কমিটি বাতিল করে আগামী ২ বছরের জন্য ১৯ জনের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে,সৈয়দ সাজ্জাদ আলী(প্রেসিডেন্ট), অলক ঘোষ (সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট), মহঃজামাল উদ্দিন (ভাইস প্রেসিডেন্ট), প্রণব সরকার (জেনারেল সেক্রেটারি), অভিষেক দে (এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি), রঞ্জন রায় (এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি), সন্তোষ গোপ (সাংগঠনিক সম্পাদক), অফিস সম্পাদক (অভিজিৎ ঘোষ), শ্যামল দে (কোষাধ্যক্ষ), রঞ্জিত দেববর্মা (সদস্য), সৌরজিত পাল (সদস্য), জহর রায় (সদস্য), চিন্ময় চৌধুরী (সদস্য), সন্দীপ বিশ্বাস (সদস্য), অভিষেক সাহা (সদস্য), সুখেন শর্মা (সদস্য), বিন্দুস্মিতা ভৌমিক (সদস্য), বাপী রায় (সদস্য)। স্পেশাল ইনভাইট মেম্বার ঃ মানস পাল, দেবাশিষ ভট্টাচার্যী, বিকাশ ধর। ৯ জনের একটি জেন্ডার কাউন্সিল কমিটি গঠন করা হয়- বিন্দুস্মিতা ভৌমিক (কনভেনার), চন্দ্রা রায় (মেম্বার), সুতপা গুহ (মেম্বার), সুস্মিতা রায়সেন (মেম্বার), চন্দ্রা ভদ্র (মেম্বার), সেশাদ্রী দাসগুপ্ত (মেম্বার), ঋতুপর্ণা দেবনাথ (মেম্বার), মিলিরানি পাল (মেম্বার), ইন্দ্রানি দে (মেম্বার)।

সিধাইয়ে গোয়াল ঘর থেকে তিনটি গাভি চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। সিধাই থানা এলাকার মোহনপুরের উত্তর বিজয়নগর সীমান্ত গ্রামে গতকাল ভোররাতে গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে উত্তর বিজয়নগর গ্রামের বাসিন্দা মন্টু দত্তের বাড়ি থেকে তিনটি গাভী নিয়ে যায় চোরেরা।পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন রাত তিনটা পর্যন্ত তারা গোয়াল ঘরে গরু গুলি দেখতে পেয়েছেন। সকাল ৬ টা নাগাদ তারা ঘুম থেকে উঠে লক্ষ করেন গোয়াল ঘরের দরজা খোলা। গোয়াল ঘর থেকে তিনটি গাভী নিয়ে গেছে চোরেরা।সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের লোকজন বিষয়টি স্থানীয় লোকজন জানান এবং বিএসএফ ক্যাম্পের খবর পাঠানো হয়। বিএসএফের জওয়ানরাও তৎপরতা শুরু করে।

সীমান্ত এলাকা থেকে বিএসএফের জওয়ানরা একটি বাছুর উদ্ধার করে পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দিয়েছে। গাভী গুলি সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে গেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পরিবারের লোকজনদের আশঙ্কা স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় বাংলাদেশে চোরেরা এই ঘটনা সংঘটিত করেছে। এ ব্যাপারে থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মোহনপুরের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে গরু চুরির ঘটনা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে থাকায় স্থানীয় জনগণ আতঙ্কে রয়েছেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ বি এ স এ ে ফ ব. টহলদারিতেফাঁকফোকর থাকার কারণেই সুযোগ বুঝে গরু চোরেরা এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত করতে সক্ষম হচ্ছে।সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া থাকা সত্ত্বেও কিভাবে ধরনের গরু চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে তা বুঝে উঠতে পারছেন না সীমান্ত এলাকায় ব স বা স ক া ব. ী লোকজনবা।সীমান্তে বিএসএফের টহলদারী বাড়ানো এবং নজরদারি আরো কঠোর করার জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।এভাবে গরু চুরির ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকলে সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী গৃহস্থ পরিবারগুলো আরও অসহায় হয়ে পড়বেন বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

শিলাছড়ীতে সাংস্কৃতিক স্কুলের শুভ সূচনা হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। গোমতী জেলার করবুক ব্লকে অধীনে শিলাছড়ী এলাকায় বধী থ্রী স্কুলের চতুর্থ বার্ষরিক দিবস উৎযাপন করাহয়। আজ বিকেল ৪ ঘটিকায় শিলাছড়ী বাজার সংলগ্ন এলাকায় বোধী থ্রী স্কুলের চতুর্থ বার্ষরিক দিবস উৎযাপন করাহয়। তার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক স্কুলের শুভ সূচনাহয়। শান্তিরবাজার মহকুমার বিবর্তন সামাজিক সংস্থার যৌথ উদ্দ্যোগে এই বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতি বিদ্যালয়ের শুভ সূচনা করাহয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বক্তারা জানান বর্তমান সময়ে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের পুথিগত শিক্ষার পাশাপাশি সাংস্কৃতিককে টিকিয়ে রাখার জন্য নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। বিগত দিন শিলাছড়ী এলাকায় সাংস্কৃতি প্রেমীদের শিক্ষা লাভের কোনোপ্রকার ব্যাবস্থা ছিলোনা। তাই এই এলাকায় থাকা বধী থ্রী স্কুলের কর্মরত কর্মীদের যৌথ প্রচেষ্টায় সাংস্কৃতিক স্কুলের শুভ সূচনা করা হয়।এতে করে এই এলাকার লোকজনেরা চাইলে নিজেদের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতেপারবে। আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইনা রক্ষিত ভেনতাজি সোসাইটির সেক্রেটারি, সুজয় চক্রবর্তী প্রেসিডেন্ট বিবর্তন সামাজিক সংস্থা ও অন্যান্য অতিথীবৃন্দরা। আজকের অনুষ্ঠানে বক্তাদের বক্তব্যশেষে মঞ্চে বিভিন্ন প্রকারের সাংস্কৃতিক নৃত্য পরিবেশন করাহয়।

সিপাহীজলা গেজেটেড অফিসার সংঘের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। রবিবার ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত ত্রিপুরা গেজেটেড অফিসার সংঘ সিপাহীজলা জেলা কমিটির উদ্যোগে বিশ্রামগঞ্জ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় স্বেচ্ছায় এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সিপাহীজলা জেলা গেজেটেড অফিসার সংঘের রক্তদান শিবিরে প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভ সূচনা করেন নলছর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, ভারতীয় মজদুর সংঘের পতাকা উত্তোলন করেন ত্রিপুরা গেজেটেড অফিসার্স সংঘের প্রদেশ সভাপতি তপন দাস। অতিথিরা ভারতের মজদুর সংঘের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয় দাস দত্ত এছাড়া ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত ত্রিপুরা গেজেটেড অফিসার সংঘের প্রদেশ সম্পাদক দেবাশীষ রায় । রক্তদান শিবিরের ফিতা কেটে সূচনা করেন বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস । রক্তদান শিবির কে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রক্তদান শিবিরের মোট ৩০ জন রক্ত দান করেন ।। সিপাহীজলা জেলার গেজেটেড অফিসার সংঘের সভাপতি পার্থপ্রতিম কর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন । অনুষ্ঠানে রক্তদান বিষয়ে আলোচনা করেন সকল অতিথিরাই।

এডিসি ভোটেরলক্ষে খুমুলুঙে আইপিএফটির সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আইপিএফটি দলের পক্ষ থেকে খুমুলুঙে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। খুমুলুঙ ডিভিশনাল কমিটির উদ্যোগে এ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দলের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য অঘোর দেববর্মা, আইপিএফটি নেত্রী বিনা দেববর্মা এবং যুব আইপিএফটি নেতা শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া নেতা সহ অন্যান্যরা। খুমতুয়া বাজারে আয়োজিত এই প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান।উল্লেখ্য ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের দিনক্ষণ এখনো ঘোষণা না করলেও রাজ্যের শাসক দল বিজেপির জোট শরিক পাহাড়ি এলাকায় তাদের সাংগঠনিক তৎপরতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।পাহাড়ি এলাকায় প্রতিটি নির্বাচনী ক্ষেত্রেই আইপিএফটি তাদের প্রার্থী নির্বাচনের জন্য ইতিমধ্যেই জনমত গঠনের কাজ শুরু করে দিয়েছে।বিজেপির সঙ্গে আসন সমঝোতা না হলে আইপিএফটি দল যে সবকটি আসলেই তাদের প্রার্থী দেবে তা ইতিমধ্যেই দলীয় কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জানান দিয়েছে আইপিএফটি দল।সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আইপিএফটি দল পাহাড়ি এলাকায় তাদের দলীয় নেতাকর্মী সমর্থকদের মধ্যে জনমত গঠন করতে শুরু করেছে।আসন সমঝোতা হলেও ২২ টি আসনে আইপিএফটি দল একাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে দলীয় একটি সূত্রে খবর।ইতিমধ্যে আইপিএফটি নেতারা জেলা পরিষদ নির্বাচন নিয়ে কয়েক দফা বৈঠক সেরে ফেলেছেন বলেও সূত্রটি জানিয়েছে।দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা পরিষদ নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা না হলেও তারা জেলা পরিষদ এলাকায় এখন থেকেই ব্যাপক প্রচারের শামিল হবে।পাশাপাশি প্রার্থীদের মনোনয়ন বিষয়ক দলীয় নেতারা আগাম সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখবেন।

রাম মন্দির নির্মাণের প্রচার অভিযান কমলাসাগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। রবিবার কমলাসাগর বিধানসভায় রাম মন্দির নির্মাণ উপলক্ষে এক প্রচার অভিযান চালানো হয়। প্রচার অভিযানের শুরু করা হয় মধুপুর জগন্নাথ জিউর আশ্রম থেকে তারপর প্রচার রেলি কমলাসাগর থেকে শুরু করে ফুলতলী, সেকেরকোট, গোকুলনগর হয় কৈয়াডেপা, কোনাবন, হরিহর দোলা দিয়ে মধুপুর বাজারে গিয়ে শেষ করা হয়। রাম মন্দির নির্মাণ নিধি প্রকল্পে যে রেলি করা হয় তার উদ্যোক্তা হলেন আরএসএস বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বিএমএস এবং এবিপির যৌথ উদ্যোগে এই প্রচার অভিযান চালানো হয়। এই প্রচার অভিযানের দুটি গাড়িকে রাম প্রতিমার ছবি দিয়ে সজ্জিত করা হয় এবং সঙ্গে ছিল প্রায় আড়াইশো মোটরবাইক। আরএসএস এর কার্যকর তা জানা আগামী দশ দিন তারা রাম মন্দির নির্মাণ সমগ্র হিন্দু সমাজ থেকে নিধি ও অর্থ সংগ্রহ করবেন। রবিবারের এই রাম মন্দির নির্মাণ পচার রেলিতে রাম ভক্তের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

সোমবার থেকে একাধিক রাজ্যে খুলতে চলেছে স্কুল

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি (হি. স.) : করোনা মহামারির জেরে প্রায় ১০ মাসেরও বেশি সময় ধরে স্কুল বন্ধ থাকার পরে অবশেষে কাটছে ভয়। ফেব্রুয়ারির ১ তারিখ থেকে একাধিক রাজ্যে খুলতে চলেছে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির স্কুল। দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিন কমতে থাকায় এই স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অবশ্য জানুয়ারি থেকে বেশ কয়েকটি রাজ্যে ঐচ্ছিক ভাবে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস শুরু হয়েছিল।

মহারাষ্ট্রের থানে ও পুনে জেলায় ১ ফেব্রুয়ারি থেকে পুনরায় স্কুল চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দুই জেলাতেই কঠোর ভাবে করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নির্দেশিকা মেনে ছয়ের পাতায় দেখুন

সুস্থ দেহ ও সুস্থ মনই মানুষের মধ্যে ভাল কিছু করার মানসিকতা সৃষ্টি করতে পারে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। সুস্থ ও সবল দেহের জন্য চাই নিয়মিত শরীরচর্চা। সুস্থ দেহই পারে সুস্থ মন গড়তে। আর তা হলেই স্বচ্ছতার সাথে কাজ করা সম্ভব। কারণ সুস্থ দেহ, সুস্থ মন এবং স্বচ্ছ কাজ একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। আজ সকালে আগরতলা এম বি বি কলেজ সংলগ কলেজটিলা হেলথ এণ্ড ফিটনেস সেন্টারের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সুস্থ দেহ ও সুস্থ মনই মানুষের মধ্যে ভাল কিছু করার মানসিকতা সৃষ্টি করতে পারে। এই হেলথ এণ্ড ফিটনেস সেন্টারে শরীর চর্চাও করা যাবে। আমাদের দেশের মুনি ঋষিরা প্রাচীনকালে নিয়ম করে যোগাভ্যাসের মধ্য দিয়ে শরীরকে সবল ও সতেজ রাখতেন। যা আমাদের ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্ক'তির এক বিশেষ অঙ্গ। ভারতীয় ক'ষ্টি ও সংস্ক'তির পরম্পরার এই ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে হবে। তিনি বলেন, আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য আধুনিক ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে উন্নয়নমূলক যে কাজগুলি করে গেছেন সেই ঐতিহ্য, ইতিহাসের ধারাতেই ত্রিপুরা বিকাশের পথে অগ্রসর হচ্ছে। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান রাজীব ভ-াচার্য, এলাকার প্রবীণ নাগরিক স্বপন সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমাজ সেবক দীপক চন্দ্র কর।

অসমে সংবাদ মাধ্যমের ১৭৫ বর্ষ জয়ন্তী উদযাপিত গুয়াহাটিতে

গুয়াহাটি, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.) : অসমে সংবাদ মাধ্যমের ১৭৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। আজ থেকে একশো পচাত্তর বছর আগে উজান অসমের শিবসাগরে আমেরিকান মিশনারি নাথান ব্রাউনের হাত ধরে অসমিয়া ভাষায় 'অরুণোদয়' নামের একটি সংবাদপত্র রাজ্যে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। রাজ্যে সংবাদ মাধ্যমের ১৭৫ বর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আজ ৩১ জানুয়ারি গুয়াহাটি মহানগরীর পানবাজারে অবস্থিত ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স-এর প্রেক্ষাগৃহে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মহাবাহু মাল্টিকালচারাল এডুক্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট-এর সহযোগিতায় আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছেন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব মাস কমিউনিকেশন-এর অধিকর্তা অধ্যাপক সঞ্জয় দ্বিবেদী।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে প্রদত্ত ভাষণে অধ্যাপক দ্বিবেদী শিবসাগর জেলায় আজ থেকে একশো পঁচাত্তর বছর আগে আমেরিকান মিশনারি নাথান ব্রাউন কী ধরনের প্রতিকূলতার মধ্যে অসমে সর্বপ্রথম অসমিয়া ভাষার সংবাদপত্র 'অরুণোদয়' প্রকাশ করেছিলেন সে সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা করেন। প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে তিনি অসমের জাতীয় জীবনে প্রভাব বিস্তারকারী বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ড় ভূপেন হাজরিকা, মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেব, মাধবদেব, বীর সেনানি লাচিত বরফুকন, চাওলুং চুকাফার নামও টেনে এনেছেন। তিনি বলেন, অসমিয়া ভাষার উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখে গেছেন আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনারি, লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, কবি নীলমণি ফুকন, বেণুধর শর্মা, পদ্মনাথ গোহাঁই বরুয়া সহ আরও বহু অসমিয়া কবি-সাহিত্যিক।

রাধাগোবিন্দ বরুয়া কর্তৃক "দ্য আসাম ট্রিবিউন" নামের ইংরেজি দৈনিকের বিষয়ে তিনি বলেছেন। ১৯৫ বছর আগে হিন্দি ভাষার একটি সংবাদপত্র কলকাতা থেকে প্রকাশিত হত সে প্রসঙ্গেও বলেছেন বক্তা। এছাড়া উজান অসমের ডিব্রুগড় থেকে হিন্দি সংবাদপত্র ১৯৬৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সে প্রসঙ্গ টেনে তদানীন্তন এবং সাম্প্রতিককালের ডিজিটাল সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন অধ্যাপক দ্বিবেদী। তিনি বলেন ডিজিটাল মাধ্যম খবর পরিবেশনে আজকাল মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কেননা, ডিজিটাল মাধ্যমের বলে মানুষ অতি কম সময়ের মধ্যে যে কোনও সময় যে কোনও জায়গা থেকে দেশ-বিদেশের খবর পেতে সক্ষম হচ্ছেন।

আজকের অনুষ্ঠানে আউনি আঁটি সত্রের সত্রাধিকার পিতাম্বর দেবগোস্বামী অসমিয়া সংবাদপত্রের কিছু কিছু ভূমিকার উল্লেখ করে বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি ১৮৭১ সালে আউনি আঁটি সত্রের তদানীন্তন সত্রাধিকার দেবদত্ত গোস্বামী 'অসম বিলাসিনী' নামের একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন এবং ওই পত্রিকা সম্পর্কে কিছু ঘটনাবলি তুলে ধরেন। তাছাড়া রাজ্যে অসমিয়া ভাষার উন্নয়নে খ্রিষ্টান মিশনারিদের অবদানের সম্পর্কে নানা কার্যকলাপের তথ্য তুলে ধরে বক্তব্য পেশ করেছেন গুয়াহাটির ব্যাপটিস্ট চার্চের পেস্টর আজিজুল হক।

অসমে সংবাদ মাধ্যমের ১৭৫ বছর পূর্ণ উপলক্ষ্যে অসমিয়া এবং ইংরেজি ভাষার দ্বিভাষিক "অসমর সংবাদ মাধ্যম ছয়ের পাতায় দেখুন

শেফিল্ডকে হারিয়ে ইপিএলে শীর্ষ স্থান ধরে রাখল ম্যান সিটি

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.): শেফিল্ড ইউনাইটেড হারাল ম্যানচেস্টার সিটি। ইপিএলের লিগ তালিকার শীর্ষে থাকল ম্যানচেস্টার সিটি। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ইপিএলে শেফিল্ড ইউনাইটেডকে ১-০ গোলে হারিয়েছেন পেপ গুয়ার্দিওলার ছেলেরা। এই কষ্টকর জয়ের ফলেইপিএলে শীর্ষস্থান ধরে রাখল ম্যানচেস্টার সিটি।

কয়েকদিন আগেই সিটির পড়শি ক্লাব তথা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইউনাইটেডকে হারিয়েছে শেফিল্ড। তাদের বিপক্ষে নিজেদের ঘরের মাঠে মুখোমুখি হয়েছিল ম্যান সিটি। ম্যাচ শুরু'র পরে মাত্র ন'মিনিটের মাথায় এগিয়ে যায় ম্যান সিটি। ফেরান তোরেসের অ্যাসিস্টে ম্যানচেস্টার সিটিকে লিড দেন ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার গ্যাব্রিয়েল জেসুস।

প্রথমার্ধে আর তেমন কোনও সুযোগ তৈরি করতে পারেনি কোনও দলই। ফলে বিরতিতে যাওয়ার সময় সিটির পক্ষে স্কোর ছিল ১-০। বিরতি থেকে ফিরেই আক্রমণে যায় সিটি। তবে শেফিল্ডের রক্ষণের দুর্গকে ভাঙতে বারবার ব্যর্থ হয় তারা। ফলে শেষ পর্যন্ত ১-০ ফলে জিতেই মাঠ ছাড়েন পেপের ছেলেরা। এই জয়ের ফলে ২০ ম্যাচে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে থাকল সিটি। একটি ম্যাচ বেশি খেলে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ইউনাইটেডের ঝুলিতে আছে ৪১ পয়েন্ট।

ইমপিচমেন্টের শুনানির আগে ট্রাম্পকে ছেড়ে চলে গেলেন ৫ আইনজীবী

ওয়াশিংটন, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.): প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইমপিচমেন্টের দ্বিতীয় শুনানির আগে ট্রাম্পকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন তাঁর পাঁচ আইনজীবী। এখন নতুন আইনজীবী খোঁজায় মন দিয়েছেন ট্রাম্প। ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ শিবিরের তরফে এমনটাই জানা যাচ্ছে।

ক্যাপিটলে হামলায় উসকানি দেওয়ার ছয়ের পাতায় দেখুন

বড়দোয়ালিতে বিজেপির বুথ চলো অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। পুর নিগাম নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন ওয়ার্ড এলাকায় বিজেপি ইতিমধ্যেই প্রচার অভিযান শুরু করেছে।রবিবার বিজেপি ৮ নম্বর টাউন বড়দোয়ালী মন্ডল এর উদ্যোগে কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডের শান্তি পাড়া এলাকায় বুথ চলো অভিযান সংগঠিত করা হয় শান্তি পাড়া এলাকার প্রতিটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে দলীয় নেতা-কর্মীরা পরিষদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে ভোট প্রচার করেন। স্থানীয় এলাকার বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কেও তারা খোঁজখবর নেন। শুধু তাই নয় এলাকার দুস্থ পরিবার গুলির মধ্যে টাউন বড়দোয়ালী মন্ডলের পক্ষ থেকে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। বুথ চলো অভিযান কালে দলীয় নেতারা অভিযোগ করেন গত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পর এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ সঠিকভাবে পরিচালনা করা হয়নি। আসন্ন নির্বাচনে বিজেপি জয়ী হলে এলাকার উন্নয়নে তারা সর্বতোভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।এজন্য বিজেপিকে সব ধরনের সহযোগিতা করার জন্য স্থানীয় জনগণের কাছে তারা আবেদন জানিয়েছেন। এলাকার বাসিন্দাদের তরফ থেকেও ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়েছে।

নেতারা তৃণমূল কেন ছাড়ছেন, মমতা দিদির ভেবে দেখা উচিত : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি-হাওড়া, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.): পরোক্ষে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর নিজের দলের পরিস্থিতি মূল্যায়ন করার পরামর্শ দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার দুপুরে দিল্লি থেকে হাওড়ার ডুমুরজলায় বিজেপির সভায় ভার্চুয়াল ভাষণে তিনি বলেন, ' গত তিন মাস ধরে কেন একের পর এক নেতা তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়ছেন তা মমতাদির একটু ভেবে দেখা উচিত'।

গতকাল দিল্লি গিয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় সহ একগুচ্ছ নেতা। যা নিয়েই এদিন রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করেন তিনি। বলেন, ' গত তিন মাস ধরে কেন একের পর এক নেতা তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়ছেন তা মমতাদির একটু ভেবে দেখা উচিত'। সেই সঙ্গে রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যের শাসক দলকে তীব্র আক্রমণ করেন অমিত শাহ। বলেন, '১০ বছর আগে যখন পশ্চিমবঙ্গ থেকে কমিউনিস্ট সরকারের অবসান ঘটিয়ে যখন তৃণমূল সরকার গড়ল তখন মমতাদিদি রাজ্যে পরিবর্তনের স্লোগান দিয়েছিলেন। স্লোগান দিয়েছিলেন, মা — মাটি — মানুষের সরকার হবে। এখন ১০ বছর পিছন ফিরে দেখলে দেখা যায় মা — মাটি — মানুষের স্লোগান অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। তার জায়গায় স্থান নিয়েছে স্বৈরশাসন, তোষণ ও তোলাবাজি। কমিউনিস্টরা যেখানে রেখে গিয়েছিলেন তার থেকেও নীচে নামিয়ে এনেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার জনতা আপনাকে মাফ করবে না'।

তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসে কৃষক, বেকার ও সরকারি চাকুরেদের মর্যাদা দেবে বিজেপি।' সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর কটাক্ষ, 'যখন গোটা দেশ জুড়ে মোদীজির নেতৃত্বে গরিব মানুষের কল্যাণের কাজ চলছে তখন পশ্চিমবঙ্গে শুধু ভাইপোকে মুখ্যমন্ত্রী করার প্রকল্প চালু রয়েছে।'

তিনি বলেন, নবাগতদের বিজেপিতে যোগদানে নিশ্চিতভাবে শক্তিশালী হবে দল। আসন্ন নির্বাচনে তৃণমূলকে ছুঁড়ে ফেলবে বিজেপি।

প্রসঙ্গত, শনিবারই দিল্লি গিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। একই পথে হেঁটে রাজনৈতিক শিবির বদলেছেন বহিষ্কৃত তৃণমূল বিধায়ক বৈশালী ডালমিয়া, উত্তরপাড়ার দলত্যাগী বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল, হাওড়ার প্রাক্তন মেয়র তথা খ্যাতনামা চিকিৎসক রথীন চক্রবর্তী, রানাঘাটের প্রাক্তন বিধায়ক পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায়, অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ। দিল্লিতে অমিত শাহর বাসভবনে গিয়ে তাঁর হাত থেকে গেরুয়া পতাকা হাতে তুলে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁরা বিজেপিতে যোগ দেন।

দিল্লি বিস্ফোরণে জোরাল হচ্ছে ইরান যোগের সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.): দিল্লির ইস্রায়েলি দূতাবাসের সামনে বিস্ফোরণের প্রাথমিক তদন্তের পর এর সঙ্গে ইরান যোগের সম্ভাবনা ক্রমেই উজ্জ্বল হচ্ছে। বিস্ফোরণস্থল থেকে সামান্য দূরে পাওয়া এক চিঠি থেকে সেই ধারণা জোরাল হয়েছে। ইস্রায়েলকে 'শিক্ষা' দিতেই ওই বিস্ফোরণ কিনা তা খতিয়ে দেখছে ঘটনার তদন্তকারি সংস্থা এনআইএ । ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া মুখ বন্ধ খামের চিঠিতে ইস্রায়েলি দূতাবাসের সামনের বিস্ফোরণকে 'ট্রেলার' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিস্ফোরণের হুমকিও দেওয়া হয়েছে। ওই চিঠিতে কাশেম সোলেমানি ও মহসিন ফকরিজাদে নামে দু'জনের উল্লেখ রয়েছে। প্রথম জন ইরানের শীর্ষস্থানীয় মিলিটারি কমান্ডার। দ্বিতীয় জন পরমাণুবিজ্ঞানী। ২০২০ সালে তাঁদের মৃত্যুর পিছনে আমেরিকা ও ইস্রায়েলকে দায়ী করেছিল ইরান । দিল্লির বিস্ফোরণ সেই হত্যার বদলারই 'ট্রেলার' কিনা আপাতত সেটা নিয়েই ভাবছেন তদন্তকারীরা।

নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক সরকারি কর্তার দাবি, ভারতের সঙ্গে ইরান ও ইস্রায়েল, দুই দেশেরই বন্ধুর সম্পর্ক। কিন্তু তদন্তের পর কোনও দেশের বিরুদ্ধে মজবুত প্রমাণ পাওয়া গেলে ভারত তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করবে। ইতিমধ্যেই খতিয়ে দেখা হচ্ছে গত কয়েক সপ্তাহে ইরান থেকে কারা কারা রাজধানীতে এসেছিলেন। এসম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে ইরানের দূতাবাসের কাছ থেকে। এদিক ইস্রায়েলের রাষ্ট্রদূত মালকা জানিয়েছেন, ওই বিস্ফোরণের ঘটনা তাঁদের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল না। কেননা আগেই এই ধরনের নাশকতার 'হুমকি' দেওয়া হয়েছিল। শুক্রবার বিকেল ৫টা নাগাদ দিল্লিতে ইস্রায়েলের দূতাবাসের সামনে ওই বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনায় কেউই হতাহত না হলেও আশপাশের বহু গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। ফরেনসিক তদন্তের পর উঠে ছয়ের পাতায় দেখুন

রেডক্রস সোসাইটির উদ্যোগে কম্বল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। রেডক্রস সোসাইটির পক্ষ থেকে রবিবার রাজভবনে দুস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়।রাজ্যপাল রমেশ বৈশ গরিব পরিবারের লোকদের হাতে শীতবস্ত্র কম্বল তুলে দেন।রেডক্রস সোসাইটি আয়োজিত কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন রেডক্রস সোসাইটি ধরনের উদ্যোগের মধ্য দিয়ে গরীব মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রয়াস নিয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগের ভূয়শী প্রশংসা করেছেন রাজ্যপাল। তিনি বলেন রেডক্রস সোসাইটি শুধু আগরতলাতে নয় রাজ্যের প্রতিটি জেলাতেই তাদের সামাজিক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে।প্রতিটি জেলাতেই রেডক্রস সোসাইটির আরো প্রসার ঘটানোর জন্য রাজ্যপাল কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।তিনি আরো বলেন রেডক্রস সোসাইটি শুধুমাত্র কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নিজেদের দায় দায়িত্ব খালাস করে চলছে না তারা রক্তদান শিবির সংগঠিত করা সহ নানা সামাজিক কর্মসূচিতে সারাবছর অংশ নিচ্ছে। রেডক্রস সোসাইটির কাজকর্ম যাতে আরো প্রসার ঘটে সেজন্য তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।